পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 265 Wednesday, 26 August, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৬৫ সংখ্যা ❋ ৮ ভাদ্র ১৪৩৩, বুধবার, ২৬ আগস্ট ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

পার্কস্ট্রিট কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ কুণালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ পার্ক স্ট্রিটের একটি গরিব পরিবারকে পুলিশ দিয়ে তুলে আনা এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেতা তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। পার্ক স্ট্রিটের সেই বিতর্কিত ঘটনার প্রেক্ষিতে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী তথা শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে পুলিশ দিয়ে যাওয়া হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটের ওই পরিবারকে। শনিবার মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল গিয়েছিলেন, যেভাবে ধমক দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল! গরিব কেউ শখ করে হয় না। ভোটের আগে গরিব বাচ্চাদের জড়িয়ে ধরে ছবি তুলতে ভালো লাগে, আর ভোটের পর সেই দাপটেই সরিয়ে দেওয়া।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের নেত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল (রবিবার) বলার পর সময় হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর? শনিবারের পর রবিবার ছিল, সোমবার ছিল, কী করলেন? যেই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন দায়িত্ব নেবেন, তারপরেই পুলিশকে দিয়ে তুলে আনা হল কেন? কেন সেদিন বলেননি মুখ্যমন্ত্রী যে তাঁরা দায়িত্ব নিচ্ছেন? মমতাদির বলার পর ঘুম ভাঙল? আপনারা একটা অমানবিক কাজ করছেন।’’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিক মুখ দেখিয়েছেন। ক্ষমতায় থাকলেও দেখিয়েছেন, না থাকলেও দেখিয়েছেন।’’ অগ্নিমিত্রা পালের সমালোচনা করে কুণালবাবুর দাবি, এর মানে একটা জিনিস প্রমাণিত হল, অগ্নিমিত্রা পাল ভুল করেছিলেন। অন্য একটি ইস্যুতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যানার পিছনে নিয়ে

● এরপর ৬ পাতায়...

দেশজুড়ে বাড়ছে সোয়াইন ফ্লু, শুধু দিল্লিতেই ২৩০৮ আক্রান্ত!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্টঃ দেশজুড়ে বাড়ছে সোয়াইন ফ্লু সংক্রমণ। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে স্বাস্থ্য দফতরগুলির তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কোন কোন ভাইরাস ছড়াচ্ছে, তা জানতে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত ২৩০৮ জনের সোয়াইন ফ্লু ধরা পড়েছে। গত কয়েক বছরের গড়ের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় আট গুণ বেশি বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির জেরে দিল্লি সরকার সাধারণ মানুষের জন্য সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষ করে ভিড় এলাকায় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আইসিএমআর-এর ডিরেক্টর রাজীব বহল জানিয়েছেন, দিল্লিতে প্রায় ৬৫০টি ফ্লু আক্রান্তের ঘটনাও নথিভুক্ত হয়েছে। দিল্লির স্বাস্থ্য দফতর পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখছে। সংক্রমণ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. পঙ্কজ সিং জানিয়েছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা পরামর্শে ভিড় এলাকায় মাস্ক ব্যবহার এবং শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। রাজীব বহল জানিয়েছেন, কোভিড পরবর্তী সময়ে ভারতে ভাইরাস শনাক্তকরণের নজরদারি ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। ফলে দেশে কোন ভাইরাস ছড়াচ্ছে, তা অনেক দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বিভিন্ন রাজ্য থেকে সংক্রমণ সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং পরীক্ষাগারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গোটা দেশে ৭৩টি ল্যাবরেটরি এই নজরদারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে গুরুতর শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ-সহ বিভিন্ন উপসর্গের ক্ষেত্রে ২৫টি করে নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের উপস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়।

‘কোনও চিন্তা করবেন না, থাকার ব্যবস্থা করে দেব’

পার্কস্ট্রিটের ওই মহিলাকে আশ্বাসবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ পার্কস্ট্রিটের ফুটপাতে বাচ্চার জন্য দুধ গরম করতে গিয়ে রাজ্যেরর পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের ধমক খেয়েছিলেন এক মহিলা। সেই ঘটনা রাজ্য-রাজনীতিতে প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিডিও বার্তা দিয়ে বিজেপিকে বিঁধে ওই পরিবারের দায়িত্ব নিতে চেয়েছেন। তবে মঙ্গলবার ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রসঙ্গে তুলোধনা করলেন রাজ্যের পূর্বতন সরকারকেও। মঙ্গলবার জনতার দরবারে পার্কস্ট্রিটের ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর সংবাদমাধ্যমে তিনি জানান, কলকাতা পুরসভাকে বলে ওই পরিবারের থাকার বন্দোবস্ত তিনি করে দেবেন। শুভেন্দুর কথায়, ‘‘১৫ বছর মমতার সরকার ঘর দেয়নি। এখন লোক পাঠিয়ে টাকা দিয়ে বিজেপির নিন্দা করতে বলছে। কিন্তু উনি জানিয়েছেন যে, বর্তমান বিজেপি সরকারকেই তিনি ভরসা করেন। তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছি, থাকার ব্যবস্থা হয়ে

যাবে।’’ অগ্নিমিত্রা পাল ওই মহিলার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ। যদিও মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই পরিবার কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই জানাননি। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল এবং বামপন্থীরা বিগত ৫০ বছর ধরে এদের খোঁজ নেয়নি। তাই এখন মানুষ শুধু বিজেপিকেই ভরসা করছে, আস্থা রাখছে। প্রসঙ্গত, ফেসবুক ভিডিও বার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় সরাসরি মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে নিশানা করে বলেছিলেন, ‘‘দরিদ্র মানুষকে ঘৃণা করা কোনও জনপ্রতিনিধির শোভা পায় না। যিনি বাচ্চার জন্য দুধ ফোটাচ্ছিলেন, তিনি অত্যন্ত অসহায়। মনে রাখা উচিত, মায়ের অভিশাপ সবচেয়ে বড় অভিশাপ।’’ দুস্থ ও গৃহহীন ওই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও ঘোষণা করেন, ওই পরিবারটি সম্মত থাকলে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁদের জন্য সুরাহার ব্যবস্থা করবেন। দলের কোনও সমর্থক বা কর্মীর বাড়িতে আপাতত তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি শিশুটির ভবিষ্যৎ পড়াশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এদিকে, ওই ঘটনায় বিতর্ক বাড়তেই সোমবার এক ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে নিজের অবস্থানের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি দাবি করেন, ব্যস্ত ও সংকীর্ণ ফুটপাতে উন্মুক্ত অবস্থায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সেই সুরক্ষার খাতিরেই তিনি খাবার তৈরি বন্ধ করতে বলেছিলেন, কোনও শিশুর মুখের দুধ কেড়ে নেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

‘আমি আসল, ডুপ্লিকেট তৃণমূলের মধ্যে যাচ্ছি না’

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা করা নিয়ে বলল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ একুশে জুলাইয়ের মতো তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন সভা করা নিয়েও মমতাপন্থী ও ঋত্বব্রতপন্থী শিবিরের মধ্যে সভাস্থান নিয়ে টানাটানি চলছে। সেই মামলা উঠেছে কলকাতা হাইকোর্টে। মঙ্গলবার ছিল শুনানি। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করবে ভিক্টোরিয়ার কাছে ক্যাথিড্রালে। আর ওই একই দিনে রানি রাসমণিতে ঋতপন্থীরা সভা করবে। দে। হাজার সমর্থক নিয়ে বেলা বারোটা থেকে সভা করার নির্দেশ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ২৮ আগস্ট গান্ধী মূর্তির কাছে মেয়ো রোডে সভা করতে চেয়েছিলেন ঋতব্রতরা। কিন্তু,কলকাতা পুলিশ মেয়ো রোডে সভা করার অনুমতি দেয়নি। তারপরই হাইকোর্টে ছোটে ঋত শিবির। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ‘‘একসঙ্গে সভা করুন। ব্রিগেডে দশ হাজারের অনুমতি দেব। পনেরো বছর আগে কী ঘটেছে সেটা এখন আর বিচার্য নয়। পরিস্থিতি বদলেছে। নিজেদের অবস্থা বুঝুন।’’ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের প্রশ্ন মামলাকারীকে, ‘‘এটা বাধা দেওয়া হয়নি (পুলিশ অনুমতি দেয়নি সেই বিষয়ে)। নেতাজি ইন্ডোরে করতে বলা হয়েছে। অসুবিধা কোথায়?’’ কালীঘাটপন্থী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘‘এটা সরকার বলতে পারে না। ছয় হাজার সমর্থক আসবেন। ওই একই জায়গায় এই যাবত অসংখ্য র‍্যালি হয়েছে মে মাসের পর থেকে।’’ আবার ঋতব্রত শিবিরের আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তী বলেন, ‘‘স্ট্যাটুটারি বডির সঙ্গে কোন কথা বলে জায়গা ঠিক করা হয়নি অন্য মামলাকারীর পক্ষে।’’ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সওয়াল, ‘‘আমি আসল, ডুপ্লিকেট তৃণমূল ইত্যাদি মধ্যে যাচ্ছি না। এই মামলা এর জন্য হয়নি যে কে আসল তাকে খুঁজতে হবে। আপনারা কি একসঙ্গে মেও রোডে অনুষ্ঠান করতে আগ্রহী?’’ কালীঘাটপন্থী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আইনজীবী শীর্ষণ্য সাফ জানান, ‘‘না আমরা একসঙ্গে করছি না। রানি রাসমনিতে দেওয়া হোক।’’ বিচারপতির বক্তব্য, ‘‘তাহলে মেও রোডে কাউকে দেওয়া হবে না। আপনারা ক্যাথিড্রালে যান। ২১ জুলাইয়ের মতো অনুষ্ঠান করুন। ওরা ডোরিনাতে যাক। এখানে কোনও প্রতিযোগিতা হচ্ছে না যে কে মেয়ো রোডের কত কাছে সভা করতে পারে।’’ অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিত মিত্র বলেন, ‘‘এরা সবসময় আমার ওই লাল বেলুনটাই চাই, এমন আচরণ করে কেন?’’ ঋত শিবিরের আইনজীবী শ্রীজীব ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘‘আমাদের ১০ হাজার সমর্থক করে দিন।’’ বিচারপতির নির্দেশ, ‘‘তাহলে ময়দানে চলে যান।’’

অভিষেককে নিয়ে ‘সুপ্রিম’ শর্ত মানল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রা নিয়ে রাজ্যে দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর ফলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বিদেশ যাওয়া নিয়ে আর কোনও

● এরপর ৬ পাতায়...

২০ এনসিপিআই সাংসদকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্টঃ রাজ্য বিধানসভার রেজাল্ট বেরোতেই দিল্লিতে শিবির বদল। তৃণমূলত্যাগী ২০ জন সাংসদ বর্তমানে যোগ দিয়েছেন এনসিপিআই-তে। সেই ২০ জন ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআই সাংসদের সাংসদ পদ খারিজের দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মামলায় মঙ্গলবার কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, সায়নী ঘোষ-সহ ২০ জন সাংসদকে নোটিস ইস্যু করে বক্তব্য জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। দু’সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। একইসঙ্গে লোকসভা স্পিকার ও সেক্রেটারি জেনারেলের বক্তব্যও জানতে চাইল শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলীর বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। তবে সুপ্রিম কোর্ট এই পর্যায়ে লোকসভা স্পিকার বা লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেলকে আলাদা করে নোটিস দেয়নি। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, তিনি স্পিকারের পক্ষে সওয়াল করছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহী সাংসদদের ইতিমধ্যেই নোটিস দেওয়া হয়েছে। সলিসিটর জেনারেলের বক্তব্যের জবাবে বিচারপতি বাগচী বলেন, ‘‘বিষয়টি নোটিস জারির নয় বরং একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই বিষয়টির মীমাংসা শেষ করা।’’ ২০ জন ‘বিদ্রোহী’ তৃণমূল সাংসদের সাংসদপদ খারিজের আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি হোক- এই আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, তৃণমূলের টিকিটে লোকসভা নির্বাচনে জেতা ওই ২০ জনের ক্ষেত্রে কেন দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হবে না? কেন তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ করা

এমপি পদ খারিজের দাবিতে আর্জি অভিষেকের

হচ্ছে না? ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দলে বড় ধরনের ভাঙন দেখা দেয়। টিএমসি-এর টিকিটে নির্বাচিত ২০ জন লোকসভা সাংসদ দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পরে তাঁরা এনসিপিআই-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা জানান। বিদ্রোহী সাংসদদের নেতৃত্বে রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তাঁর দাবি, তাঁরা এনসিপিআই-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী সংসদে তাঁদের আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। বিদ্রোহী গোষ্ঠী সংসদে আলাদাভাবে বসার পাশাপাশি এনডিএ-র সংসদীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে বলেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে টিএমসি-র অভিযোগ, এই সাংসদরা দলীয় সদস্যপদ এবং দলের প্রতি আনুগত্য ছেড়ে অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে সংবিধানের দশম তফসিল বা অ্যান্টিডিফেকশন ল’ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আদালতের পিটিশনে নাম থাকা রয়েছে যে সব সাংসদের, তাঁদের নাম-কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, পার্থ ভৌমিক, অরূপ চক্রবর্তী, দীপক অধিকারী (দেব), সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া, মিতালী বাগ, খলিলুর রহমান, মালা রায়, শর্মিলা সরকার ও ইউসুফ পাঠান। টিএমসি-র অভিযোগ, ২০ সাংসদের বিরুদ্ধে দলত্যাগের অভিযোগ তুলে লোকসভা স্পিকারের কাছে সাংসদ পদ খারিজের আবেদন করা হলেও দীর্ঘদিন ধরে তার নিষ্পত্তি হয়নি। অভিষেকের আবেদনে উল্লেখ, তিনি বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ২৭ জুলাই লিখিত রিমাইন্ডার পাঠানোর পরে ১২ আগস্ট স্পিকারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন তিনি। কিন্তু এর পরেও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন করেন

● এরপর ৬ পাতায়...

চিনি-চালের কালোবাজারি রুখতে কড়া নজরদারি!

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পরদিনই বাজারে বাজারে ইবি-র হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ চিনি, তেল থেকে শুরু করে রসুন কিংবা চাল- রান্নাঘরের প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামই হু-হু করে বাড়ছে। এই আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে কিছু অনিয়ম ও অসাধু কারবার নজরে আসতেই কড়া

মনোভাব দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাজার সামাল দিতে ও কালোবাজারি রুখতে দোকানে দোকানে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সেই নির্দেশের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মঙ্গলবার সকাল থেকে কলকাতার বড় বড় পাইকারি ও খুচরো বাজারে আচমকা অভিযানে নামল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানান, বেআইনিভাবে চিনি বা চাল মজুতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাজারে দামের লিকেজ কোথায় হচ্ছে তা সরকার চিহ্নিত করেছে এবং তা দ্রুত সমাধান করা হবে। তাঁর স্পষ্ট বার্তা ছিল, শক্তিশালী সরকার হয়েছে, এখানে অন্যায়ের সুযোগ হবে না। উল্লেখ্য, ইথানল সংকটের কারণে মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে প্রতি কেজি চিনির দাম একধাক্কায় ২০ টাকা বেড়ে গেছে, যদিও কেন্দ্র এই দাবির সঙ্গে একমত নয়। আচমকা এই অগ্নিমূল্যের কারণে মধ্যবিত্তের বাজেটে মারাত্মক টান পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি পেয়েই সোমবার রাতে লালবাজারের নির্দেশে ইবি-র ১০টি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। মঙ্গলবার সকাল হতেই আধিকারিকরা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। উত্তর কলকাতার শিয়ালদহের কোলে মার্কেট থেকে শুরু করে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজার- সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মজুতদারি ও প্রকৃত দর খতিয়ে দেখা হয়। চিনি ছাড়াও কেউ বেআইনিভাবে চাল বা ভোজ্য তেল জমিয়ে রাখছে কি না, তাও পরীক্ষা করেন কর্তারা। কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও প্রশাসনের বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। যেমন, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে স্থানীয় মাছের বাজার ও বিভিন্ন হোটেলগুলিতে প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা সরজমিনে পরিদর্শন চালান। সেখানে অনভিপ্রেতভাবে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার পাশাপাশি খাদ্য সুরক্ষার মান ঠিক রয়েছে কি না, তাও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়। সাধারণ মানুষের উপর থেকে মূল্যবৃদ্ধির বোঝার চাপ কমাতে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দাপট রুখতে রাজ্য সরকারের এই সমন্বিত পদক্ষেপ আপাতত রাজ্যজুড়ে ব্যাপক শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

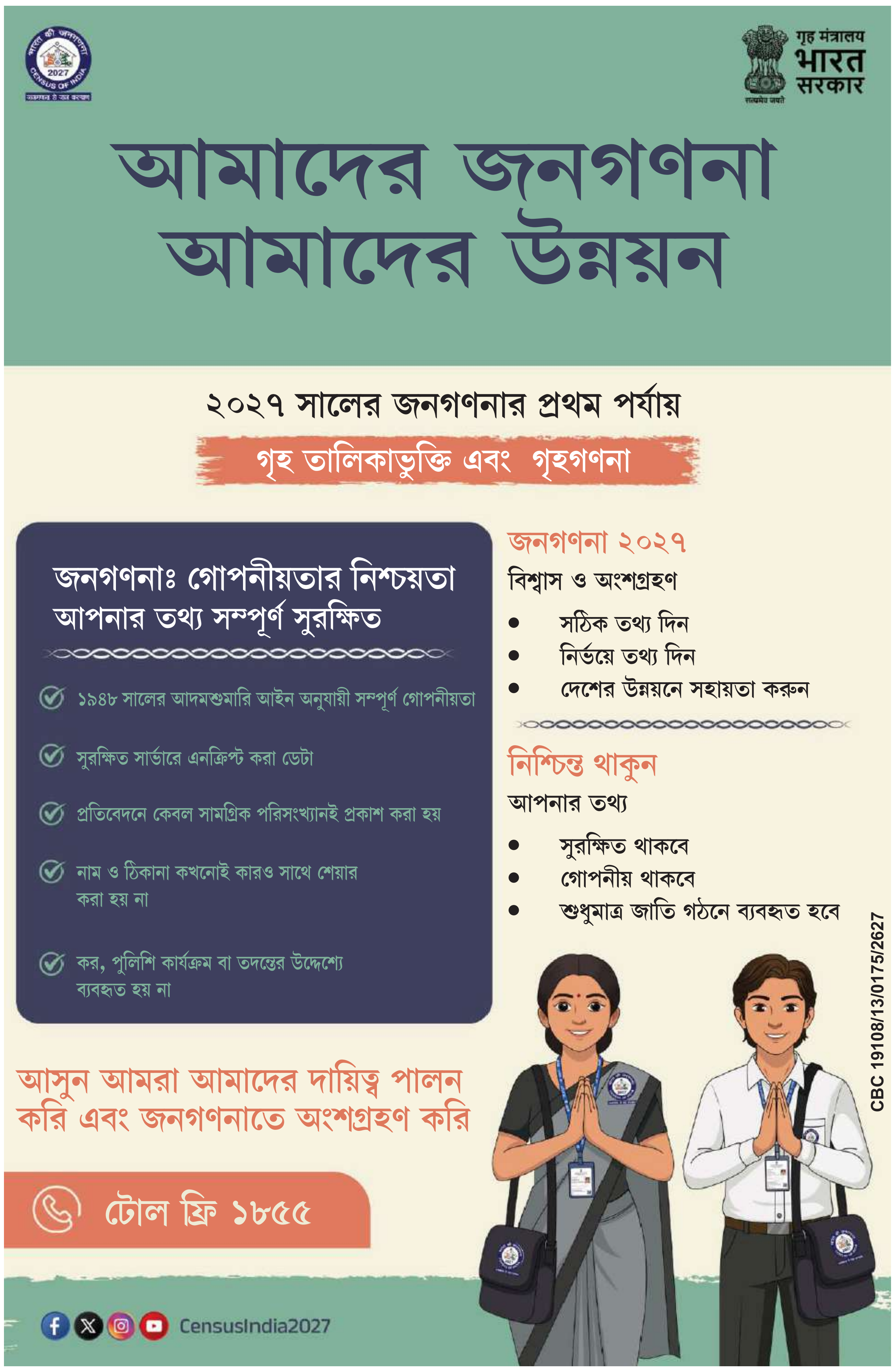

বাজারে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে টাস্ক ফোর্সের হানা, কলকাতা ও বাঁকুড়ায় সারপ্রাইজ ভিজিট

বাঁকুড়া, ২৫ আগস্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে সারা রাজ্যে মার্কেটে সারপ্রাইজ ভিজিট শুরু করলো টাস্ক ফোর্স। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় কোলে মার্কেট ও পোস্তা বাজারে ভিজিটে যান আধিকারিকরা। পাশাপাশি, বাঁকুড়া শহরের চক বাজারে হানা দিল টাস্ক ফোর্স। চিনি, গুড় থেকে শুরু করে পেঁয়াজ ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান দামে লাগাম পরাতেই এই অভিযান । এ দিন সকালে বাঁকুড়া সদরের মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে জেলা এনফোর্সমেন্ট বিভাগ, কৃষি বিপণন দফতর ও মেটেরোল জিক্যাল বিভাগের আধিকারিকেরা চক বাজারের বিভিন্ন দোকানে হানা দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম ও মজুত থাকা সামগ্রীর পরিমাণ খতিয়ে দেখেন।

মানিকতলায় ভেঙে পড়ল একটি বাড়ির একাংশ, হতাহতের খবর নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ কলকাতায় ফের বাড়ি ভেঙে বিপত্তি! এবার ঘটনাস্থল উত্তর কলকাতার মানিকতলা। সোমবার রাতে মানিকতলার ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রিটে একটি জরাজীর্ণ বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। বাড়ি ভেঙে পড়ায় বেশ কয়েকটি পরিবার আটকে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা মই ব্যবহার করে তাদের উদ্ধার করেন।স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, সোমবার রাত ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ বিপজ্জনক ও জরাজীর্ণ বাড়িটি হঠা ভেঙে পড়ে। বা।রি মালিক ভা।াটিয়াদের কোনও নোটিশ দেননি। আমরা বারবার তাঁকে বলেছিলাম, ভবনটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং এর মেরামত ও সংস্কার প্রয়োজন, কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

সীতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, মমতাকে কটাক্ষ লকেটের

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ ফুটপাতে দুধ গরম করা সীতা দেবীকে কেন্দ্র করে বিতর্কের পর এবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তিনি। সম্প্রতি পার্ক স্ট্রিট এলাকায় ফুটপাত পরিদর্শনের পর যে পরিবারের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তিনি বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির ওপর তাঁর আস্থা রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে লোক পাঠাচ্ছেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তাঁকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। গত ১৫ বছরে তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) মানুষকে চরম দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দিয়েছেন, আর এখন তিনি ' নায়ক' সাজার চেষ্টা করছেন। এই ১৫ বছরে তিনি কখনওই গরিব মানুষের জন্য কোনও জায়গা রাখেননি বরং গরিবকে আরও গরিব করেছেন। তাই, এখন ' নায়ক' সাজার চেষ্টা করে কী লাভ?

শোপিয়ানে ধৃত ৩ সন্দেহভাজন

শোপিয়ান, ২৫ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানে নাকা তল্লাশির সময় নিরাপত্তা বাহিনী ৩ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। এদের কাছ থেকে দু'টি হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ৫টি পোস্টার উদ্ধার করা হয়েছে। পোস্টারগুলোতে হিজবুল মুজাহিদিন-এর প্রতীক ছিল বলে জানা গেছে। এ দিন এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নাকা তল্লাশির সময় এই ৩ জনকে আটক করা হয়। প্রত্যেকেই মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ইউপিআই-এর বিস্তার নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত প্রত্যেক ভারতীয়র, বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

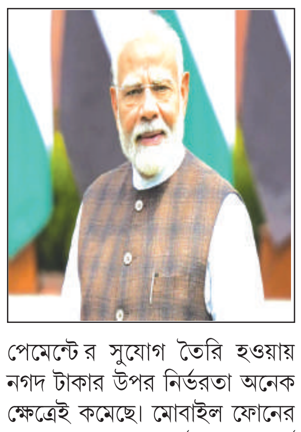

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্টঃভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস বা ইউপিআই এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। ইউপিআই চালুর এক দশক পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী এর ব্যাপক প্রসার ও সাফল্যের কথা তুলে ধরে বলেছেন, এই অর্জন নিয়ে প্রত্যেক ভারতীয়র গর্ববোধ করা উচিত।মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, এক দশক আগে ইউপিআই চালু হয়েছিল। ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার যাত্রায় এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, গত দশ বছরে ইউপিআই যে বিশাল পরিসরে পৌঁছেছে এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন লেনদেনের অংশ হয়ে উঠেছে, তা দেশের জন্য গর্বের বষয়।ইউপিআই চালুর পর ভারতের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সহজ, দ্রুত, নিরাপদ এবং তাক্ষণিক ডজিটাল পেমেন্টের সুযোগ তৈরি হওয়ায় নগদ টাকার উপর নির্ভরতা অনেক ক্ষেত্রেই কমেছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অর্থ পাঠানো বা গ্রহণ করার সুবিধা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার এবং বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছেও ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সহজলভ্য করে তুলেছে।ভারতের এই ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা বর্তমানে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরেও পৌঁছে গিয়েছে। ভুটান, নেপাল, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ফ্রান্স, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, কাতার, কম্বোডিয়া, গ্রিস এবং মালদ্বীপ-সহ মোট ১১টি দেশে ইউপিআই পরিষেবা চালু রয়েছে। ফলে বিদেশে থাকা ভারতীয়দের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের জন্যও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল লেনদেনের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় ইউপিআইয়ের এই বিস্তারকে ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর অগ্রগতির প্রতিফলন হিসেবে তুলে ধরেছেন। গত এক দশকে ইউপিআই শুধু একটি পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ভারতের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউপিআইয়ের অন্যতম বড় সাফল্য হল ডিজিটাল পেমেন্টকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ও ব্যবহারবান্ধব করে তোলা। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে মোবাইল প্রযুক্তির সংযোগ এবং দ্রুত লেনদেনের সুবিধা দেশের ডিজিটাল অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। একই সঙ্গে ছোট ব্যবসা ও অনলাইন পরিষেবার ক্ষেত্রেও ইউপিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।এক দশকের যাত্রায় ইউপিআইয়ের ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হয়ে উঠেছে। দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক ব্যবহারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর সম্প্রসারণ ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট মডেলের প্রতি আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইউপিআইয়ের দশ বছরের এই যাত্রাকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যে মূলত ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের সাফল্যই উঠে এসেছে। তাঁর মতে, ইউপিআইয়ের ব্যাপক বিস্তার এমন একটি অর্জন, যার জন্য প্রত্যেক ভারতীয়ের গর্ববোধ করা উচিত।

তিন এফআইআর মামলায় ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড়সড় স্বস্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একাধিক পৃথক এফআইআর সংক্রান্ত মামলায় ভবানীপুর থানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালীতলা আশুটি থানা এবং বিষ্ণুপুর থানায় রুজু হওয়া তিনটি মামলায় আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ বা গ্রেফতারি করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ স্পষ্ট জানায় যে, এই তিনটি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে তদন্তের স্বার্থে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। পুলিশ যদি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে তলব করে, তবে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে লিখিত নোটিশ দিতে হবে।আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগিতা না করলে রাজ্য সরকার বা তদন্তকারী সংস্থা এই স্থগিতাদেশ বাতিল বা পরিবর্তনের আর্জি জানিয়ে পুনরায় আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে। একই সাথে হাইকোর্টের অনুমতি ছাড়া তাঁর বিদেশযাত্রার ওপর নির্দেশিকা জারি করা হলেও আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, চোখের চিকিৎসার জন্য শীর্ষ আদালত (সুপ্রিম কোর্ট) গত ১০ আগস্ট যে বিদেশযাত্রার অনুমতি দিয়েছিল, হাইকোর্টের এই নির্দেশ তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২৩ নভেম্বর। সেদিন তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে বলা হয়েছে।প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক এফআইআর দায়ের করা হয়। তিনি মোট ১৬টি এফআইআর চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মঙ্গলবারের এই নির্দেশের পর তার মধ্যে মোট ১১টি মামলায় তিনি পুলিশি গ্রেফতারি ও কঠোর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেলেন।

পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে পাটনায় পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

পাটনা, ২৫ আগস্ট ঃ পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে পাটনায় বিক্ষোভ দেখালেনপড়ুয়ারা। এই বিক্ষোভকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ৭০-তম বিপিএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার শিক্ষার্থীরা গান্ধী ময়দান থেকে রাজভবন পর্যন্ত মিছিলের কর্মসূচি নেন। ডিএসপি কামাখ্যা নারায়ণ সিং বলেন, শিক্ষার্থীরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছে এবং তার ফলাফলও ইতিবাচক। তাই আমার ধারণা, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম হবে এবং তারা রাজি হয়ে যাবে। যদি তারা রাজি না হয়, তবে আমরা তাদের ঠিক এখানেই আটকে দেব। সংরক্ষিত এলাকায় তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। গান্ধী ময়দান থেকে রাজভবনের দিকে যাওয়ার সময় শিক্ষার্থীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায়। ফলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় ৫-সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়ল আইআইটি দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ পনুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় ৫-সদস্যের তদন্ত কমিটি গা।ল আইআইটি দিল্লি। এমএসসি পদার্থবিজ্ঞানের পড়ুয়া, ৩১ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখার জন্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) দিল্লি পাঁচ সদস্যের একটি বাহ্যিক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।এই কমিটিতে রয়েছেন উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন ডিজিপি ও আইআইটি দিল্লির প্রাক্তন ছাত্র অশোক কুমার, এইমস নতুন দিল্লির মনোরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রতাপ শর্মা, দু'জন ছাত্র প্রতিনিধি এবং প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রার (যিনি কমিটির সচিব ও আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন)। কমিটিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।এদিকে, বিক্ষোভের জেরে সোমবার আইআইটি দিল্লিতে ক্লাস স্থগিত রাখা হয় ক্যাম্পাসের লেকচার হল কমপ্লেক্সে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে হাজার হাজার শিক্ষার্থী সমবেত হন এবং ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাবের দাবিতে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যান।

জনতার দরবারে ফের সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ জনতার দরবারে মঙ্গলবার ফের সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে 'জনতার দরবার' কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা শোনেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, মানুষের সেবা করাই তাঁর কাছে অন্যতম অঙ্গীকার। প্রত্যেকের প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে যথাসাধ্য দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমাজ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সল্টলেক রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত ' জনতার দরবার'-এ উপস্থিত থেকে বহু মানুষের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা শুনলাম। প্রত্যেকের সমস্যার দ্রুত এবং কার্যকর সমাধানের আশ্বাস দিয়েছি।

তারাপুর হাসপাতাল পরিদর্শন মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল সামশেরগঞ্জের তারাপুর হাসপাতাল। মঙ্গলবার সকালে সেই হাসপাতালে পরিদর্শনে যান রাজ্যের পরিবহন ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। শ্রম দফতরের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিজেপি-র নেতা-কর্মীরাও এ দিন হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের সময় মন্ত্রী হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা, পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবা-সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন। রোগীদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও শোনেন। এছা।াও, দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আধিকারিক ও স্থানীয় প্রতিনিধিরাও মন্ত্রীকে তাঁদের বক্তব্য জানান। হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে বাম শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আজাদ মন্ত্রীকে বিস্তারিত তথ্য দেন। পাশাপাশি, বিজেপি নেতা ষষ্ঠী চরণ ঘোষও হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে মন্ত্রীকে জানান।হাসপাতালের বেহাল পরিকাঠামো অর্জুন সিং বিগত তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল সরকার হাসপাতালগুলির উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে গুরুত্ব দেয়নি। তবে অর্জুন সিং আশ্বাস দিয়ে বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ' ডাবল ইঞ্জিন' সরকার রয়েছে। আগামী দিনে তারাপুর হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সাধারণ মানুষ যাতে হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা

উত্তর প্রদেশে চিনির কোনও ঘাটতি নেই ঃযোগী আদিত্যনাথ

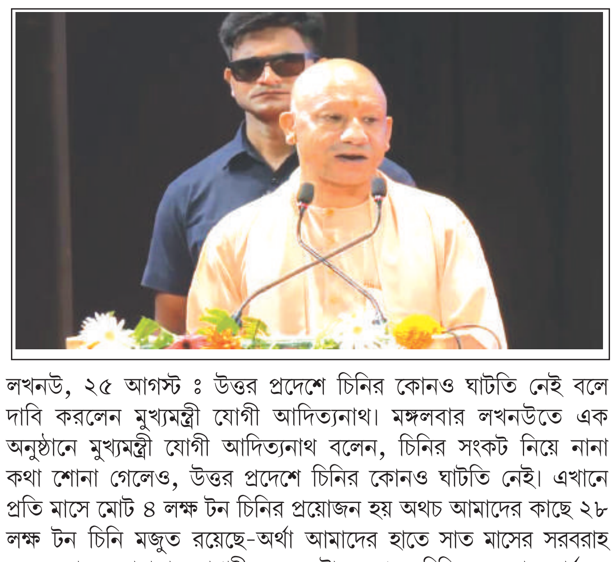

লখনউ, ২৫ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশে চিনির কোনও ঘাটতি নেই বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার লখনউতে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, চিনির সংকট নিয়ে নানা কথা শোনা গেলেও, উত্তর প্রদেশে চিনির কোনও ঘাটতি নেই। এখানে প্রতি মাসে মোট ৪ লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন হয় অথচ আমাদের কাছে ২৮ লক্ষ টন চিনি মজুত রয়েছে-অর্থা আমাদের হাতে সাত মাসের সরবরাহ মজুত আছে। তাছাড়া, আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে চিনিকলগুলোর কার্যক্রম পুনরায় শুরু হলে আমরা আরও ৯০ লক্ষ টন (বা ৯০০ লক্ষ কুইন্টাল) চিনি উৎপাদন করব। উত্তর প্রদেশের এমন বিশাল মাত্রায় উপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। রাজ্যের ২৫ কোটি মানুষের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ভারতের মোট ১৪০ কোটি মানুষের জন্যও চিনি জোগান দেওয়ার সক্ষমতা উত্তর প্রদেশের আছে।''

দিল্লিতে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা, ব্যাহত বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে রাজধানী দিল্লির একাধিক এলাকা। সোমবারের পর মঙ্গলবার সকালেও রাস্তায় বেরিয়ে সমস্যায় পড়েছেন দিল্লিবাসী। মুষলধারে বৃষ্টিতে দিল্লির মোতিবাগ এলাকায় রাস্তায় জল জমে যায়। এর ফলে শ্লথ গতিতে চলাচল করে যানবাহন।ভারী বৃষ্টির পর দিল্লির বাবা খা।ক সিং মার্গে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হয় দিল্লি-এনসিআর জুড়ে। মুষলধারে বৃষ্টিতে নানা স্থানে রাস্তা জলমগ্ন হয়ে প।ছে। আর কে পুরম, এইমস চত্বর, বিকাজী কামা প্লেস সর্বত্রই তুমুল বৃষ্টি হয়। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিল্লিতে আগামী কয়েকদিন এমনই থাকবে আবহাওয়া। বৃষ্টির জন্য মহিপালপুরের কাছে এনএইচ-৪৮-এ ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়েছে, যা দিল্লি-গুরুগ্রাম রুটে প্রভাব ফেলেছে।ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি রয়েছে দিল্লিতে। সকাল থেকেই রাজধানীর বিস্তীর্ণ অংশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়। কয়েকটি জায়গায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতাও দেওয়া হয়েছে। ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে মধ্য দিল্লি, পূর্ব দিল্লি, নয়াদিল্লি, উত্তর দিল্লি, উত্তর-পূর্ব দিল্লি, উত্তর-পশ্চিম দিল্লি, শাহদরা, দক্ষিণ দিল্লি, দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লি, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি এবং পশ্চিম দিল্লিতে। সোমবার থেকে ১৮টি বিমান বাতিল করা হয়েছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে। এ ছাড়াও ১৬৬টি বিমান ওঠানামায় দেরি হয়েছে।

যুব সমাজকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, নিশানা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশের যুব সমাজকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল। নীতি আয়োগের বেকারত্ব সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করে তিনি কেন্দ্রকে নিশানা করেন। বলেন, দেশে ৮.৭ কোটি যুবক বেকার। তাদের মধ্যে মাত্র ৮.২৫ শতাংশের কাছেই কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা রয়েছে।মঙ্গলবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে কে সি বেণুগোপাল বলেন, এটিই আদতে তথাকথিত 'অমৃতকাল'-এর আসল সত্য। রাহুল গান্ধীর ছাত্র কি গুঞ্জ-এ এটাই তুলে ধরা হচ্ছে। এই কারণেই কংগ্রেসের এই কর্মসূচি ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছে। কে সি বেণুগোপাল অভিযোগ করে বলেন, ২০১৪ সালের পর সরকার 'আচ্ছে দিন'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু যুবসমাজকে প্রতারিত করে দেশের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধাকে পরিণত করেছে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সংকটে। কে সি বেণুগোপাল আরও বলেন, সরকারের নীতির কারণেই শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। একে যুববিরোধী নীতি বলে অভিহিত করেন তিনি। জানান, কংগ্রেস একটি গণআন্দোলন গড়ে তুলছে, যা সরকারের পতনের কারণ হবে।

কোশির বন্যায় বিপর্যস্ত রংরা, প্ল্যাটফর্মে ও বাঁধে আশ্রয় মানুষের

ভাগলপুর, ২৫ আগস্ট ঃ কোশি নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় বিহারের ভাগলপুর জেলার নবগছিয়া মহকুমার রংরা চক ব্লকে বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। নদীর জল উপচে ব্লকের একাধিক এলাকায় ঢুকে পড়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন। প্লাবিত হয়েছে রাস্তাঘাট, কৃষিজমি ও বসতবাড়ি। বন্যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে সধুয়া চাপড়, মদরৌনী, সহোড়া-সহ আশপাশের এলাকায়। সধুয়া গ্রামের প্রধান সড়ক জলের তলায় চলে যাওয়ায় যান চলাচল কার্যত বন্ধ। ফলে বহু গ্রামের সঙ্গে জেলা সদরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।ক্রমশ জল ঢুকছে বসতিপূর্ণ এলাকাতেও খবর সূত্র থেকে জানি।

২১ দিনের প্যারোলে ফের ছাড়া পেলেন ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত রাম রহিম

সিরসা, ২৫ আগস্ট ঃ দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের দায়ে ২০ বছরের কারাদণ্ডের সাজা পেয়েছেন ডেরা সাচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিং। কারাদণ্ডের সাজা ভোগের মাঝেই ১৭-তম বার প্যারোলে মুক্তি পেলেন তিনি। রোহতকের সুনারিয়া জেলে বন্দি রাম রহিম প্যারোলে ছাড়া পেয়ে মঙ্গলবারই সিরসায় পৌঁছন।ধর্ষণ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত গুরমিত রাম রহিম সিং ২১ দিনের প্যারোল পেয়ে মঙ্গলবার সকালেই সুনারিয়া জেল থেকে সিরসায় অবস্থিত ডেরার সদর দফতরে এসে পৌঁছন। এযাব ১৭-তম বার জেল থেকে মুক্তি পেলেন। এবার তার ২১ দিনের প্যারোল মঞ্জুর হয়েছে। কড়া নিরাপত্তাবেষ্টিত হয়ে মঙ্গলবার ভোরে গুরমিত রাম রহিম সিং হরিয়ানার রোহতকের সুনারিয়া জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে এই নিয়ে এটিই তাঁর ১৭-তম মুক্তি।এদিন সকাল ৬টা ৫ মিনিট নাগাদ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাম রহিম জেল থেকে বেরিয়ে সিরসায় অবস্থিত ডেরার সদর দফতরের উদ্দেশে যান। এর আগে গত ২৬ মে তাঁকে ৩০ দিনের প্যারোল দেওয়া হয়েছিল। সেই মেয়াদ শেষে ২৬ জুন তিনি সুনারিয়া জেলে ফিরে গিয়েছিলেন।

আর্ত মানবতার মহান সেবিকা, মহীয়সী নারী মাদার টেরিজা

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃ২৬ শে আগস্ট। ১৯১০ সাল। যুগোস্লাভিয়ার স্কপিয়ে শহরে জন্মগ্রহণ করেন মাদার টেরিজা। নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাগনেশ গোনশা বোজাশিউ। আলবেনীয় ভাষায় গোনশা শব্দের অর্থ ফুলের কুঁড়ি। তাঁর বাবা ছিলেন একজন কৃষক। জাতিতে আলবানীয়। মাদার অবশ্য বলতেন তাঁর জন্মদিন ২৭ শে আগস্ট। কারণ এই দিন তাঁর খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা। মাদার টেরিজা নিজের জীবনকে উসর্গ করেছেন শুধু ক্ষুধার্তের জন্য নয়- বিশ্বব্যাপী আর্তের সেবায়।সাত বছর বয়সে বাবার মৃত্যু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীব্যাপী হাহাকার। দুমুঠো ভাতের জন্য মানুষে মানুষে লড়াই। মাদারের শিশু মনকে ভীষণ ভাবেন নাড়া দেয়। স্কুলে পড়ার সময় তিনি সেবা ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৯২৮ সালে সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করেন। পরের বছর ১৯২৯ সালে ভারতে আসেন। দার্জিলিং এর একটি স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। এরপর চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় এন্টালিতে সেন্ট মেরিজ হাই স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরের যোগ দেন লরেটো স্কুলে। এইভাবে কেটেছে ১৭ বছর।১৯৫২ সালে কলকাতার কালীঘাটে মাদার প্রথম দরিদ্রদের জন্য হোম খোলেন। নাম দেন- নির্মল হৃদয়। হতদরিদ্র মানুষ এখানে আশ্রয় ও চিকিৎসা পেতেন। এই সময়ে তিনি টিটাগড়ে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটি আশ্রম খুলেছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারতের বাইরে প্রথম আশ্রমটি খুলেন ভেনেজুয়েলায়। ১৯৭১ সালে মিশনারি কাজকর্মের জন্য নিউইয়র্কে একটি কেন্দ্র খুলেন। এখন সারা পৃথিবী জুড়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির প্রায় সাড়ে চার হাজার সন্ন্যাসিনী এবং লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী কাজ করে চলেছেন। ৫ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরেও তাঁর কাজ থেমে নেই।মাদার টেরিজা ১৯৭৯ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬২ সালে পদ্মশ্রীএবং ১৯৮০ সালে 'ভারতরত্ন' উপাধি পান। মাদার টেরিজার কাছে জীব সেবাই শিব সেবা। অনাথ ,আতুর, দুস্থ ও রোগগ্রস্ত মানুষকে নিঃশর্ত সেবা করে তিনি মানবতার এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।আর্ত মানবতার মহান সেবিকা, মহীয়সী নারী মাদার টেরিজা। প্রেম, শান্তি ও আশ্রয়ের প্রতীক মাদার টেরিজা। নিপীড়ন, শোষণ ও নিষ্ঠুরতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে সকল মহামানব অশেষ কষ্ট ভোগ করেছেন মাদার টেরিজা তাঁদেরই উত্তরাধিকারী। প্রেম ,করুণা মায়া-মমতা ও সেবার এক জীবন্ত প্রতিমা মাদার টেরিজা। আজ তাঁর শুভ জন্মদিন। বাংলার জনপ্রিয় পত্রিকা- দুরন্ত বার্তা -র পক্ষ থেকে আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রাশিফল

মেষঃ ব্যক্তিগত জীবনে ভালোবাসা ও সম্পর্কের মাধুর্য বাড়বে। প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন এতে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও গভীর হবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। ।

বৃষঃ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। তাই নিজের চিন্তাভাবনা পরিস্কার রাখুন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও মজবুত করুন। সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার এবং দলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার জন্য এটি সঠিক সময়, যা আরও ভালো ফলাফল এনে দেবে।

মিথুনঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। শুভদিন হবে

কর্কটঃস্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে মদ্যপান এ।িয়ে চলুন। আপনি অধিকাংশই অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে উপার্জন করবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহ ঃ পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। শুভদিন।

কন্যাঃ আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফলে আপনার প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পাবে। আর্থিক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

তুলাঃআপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।

বৃশ্চিকঃ স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। যদিও আপনার আঙ্গুল গলে টাকা বেরিয়ে যাবে-তাহলেও আপনার সৌভাগ্যশালী নক্ষত্রগুলি টাকার প্রবাহ বজায় রাখবে। বিবাহের যোগ

ধনুঃ বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময় আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে, যা আপনাকে অত্যন্ত আনন্দিত করবে। শুভদিন

মকরঃপ্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনোবল বাড়াবে। কিছু নতুন পরিকল্পনা বা আনন্দদায়ক কার্যকলাপ আপনার মনকে শান্তি দেবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও দিনটি অনুকূল থাকবে। তবে নিয়মিত ব্যায়াম ও সুষম খাদ্যের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রেম আসতে পারে আজ

কুম্ভঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। আপনার আদর্শ যাতে হার না মানে সে সম্পর্কে আপনার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্তে বিচক্ষণ হওয়া উচিত। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। যদিও এই সময়ে, আপনার অর্থের চেয়ে তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

মীনঃভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছা।বেন না যে ভাগ্যদেবী অলস বলে তা আপনার কোনোদিন হবে না। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে এবং কোনও বড় সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে। আপনাদের মধ্যে কারোর গয়না বা ঘরের সরঞ্জাম কেনার সম্ভাবনা আছে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলতে পারে। ভিজবে উত্তরবঙ্গও। তারপর থেকে বৃষ্টি কমে যাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং হুগলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়ায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। তার পর ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমতে পারে।। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৩ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৬শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

রোগী ভর্তির পর ৭২ ঘণ্টা প্রাইভেট প্র্যাকটিস নয়! সরকারি চিকিৎসকদের জন্য কড়া নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে বড়সড় বিধিনিষেধ জারি করল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যদপ্তর। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনও চিকিৎসকের নির্দিষ্ট 'ন ডে' থাকলে সেই দিন রোগী ভর্তি হওয়ার পর পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা তিনি কোনওভাবেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। রোগী ভর্তি হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে আরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং পরিষেবা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তর। নির্দেশিকাটি ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, ডিরেক্টর এবং সুপারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগের চিকিৎসকদের জন্য সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন ' ডে' হিসেবে নির্ধারিত থাকে। সেই দিনে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যে সমস্ত রোগী ভর্তি হন, তাঁদের চিকিৎসার দায়িত্ব নির্দিষ্ট চিকিৎসকের অধীনে থাকে। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে চিকিৎসকের যেদিন অ্যাডমিশন ডে থাকবে, সেই দিন থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রাখতে হবে। অর্থা রোগী ভর্তি করার পর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে হাসপাতালের পরিষেবায় আরও বেশি সময় দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাইছে স্বাস্থ্যদপ্তর। স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রোগীর শারীরিক অবস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথম হওয়ার পরের কয়েক ঘণ্টা চিকিৎসার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই কোনও চিকিৎসক রোগী ভর্তি করার পর যাতে অন্যত্র প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত না হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই বিধিনিষেধ। বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিস রুলস, ২০০৬-এর অধীনে নির্দিষ্ট শর্তে সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি রয়েছে। সেই অনুমতি পাওয়া চিকিৎসকরাও নতুন নির্দেশিকার আওতায় থাকবেন। অর্থা আগে থেকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি রয়েছে এমন চিকিৎসকরাও তাঁদের অ্যাডমিশন ডে-র পর ৭২ ঘণ্টা ব্যক্তিগত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারবেন না। স্বাস্থ্যদপ্তরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রোগী ভর্তি হওয়ার পর অন্তত ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে চিকিৎসকদের হাসপাতালমুখী পরিষেবা আরও নিশ্চিত করতে নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা ৭২ ঘণ্টা করা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের অ্যাডমিশন ডে-র পর টানা তিন দিন প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ থাকবে। নয়া নিয়ম কার্যকর হওয়ার ফলে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকদের কাজের ধরনেও কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। চিকিৎসকদের একাংশের মতে, হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের নিয়মিত ফলোআপ এবং চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে এমন কড়া সময়সীমা নির্ধারণের ফলে চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত পেশাগত কাজের উপরও প্রভাব পড়তে। স্বাস্থ্যদপ্তর অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত কাজ নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের পরিষেবার মান আরও উন্নত করা। বিশেষ করে রোগী ভর্তির পর চিকিৎসকের দায়িত্ব যাতে কোনওভাবেই অন্যত্র চলে না যায়, সেই বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, সিদ্ধান্তটি অবিলম্বে কার্যকর হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে তা মেনে চলতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিকিৎসকদের অ্যাডমিশন ডে এবং পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার পরিষেবা সংক্রান্ত নিয়ম কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রোগী পরিষেবার স্বার্থে জারি করা এই নতুন নির্দেশিকা বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি ও রোগীদের পর্যবেক্ষণে কতটা পরিবর্তন আসে, এখন সেদিকেই নজর স্বাস্থ্য মহলের।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর নিয়ন্ত্রণে হাওড়ায় যৌথ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৫ আগস্ট ঃ চিনি-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের নিয়ন্ত্রণে হাওড়ার কদমতলা বাজারে যৌথ অভিযান, চলতি সপ্তাহজুড়েই চলবে নজরদারি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজারদর নিয়ন্ত্রণে হাওড়ার বিভিন্ন বাজারে প্রশাসনিক নজরদারি ও অভিযান শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে হাওড়া ব্যাঁটরা থানা এলাকার কদমতলা বাজারে যৌথভাবে অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, জেলা ডিইবি, হাওড়া সিটি পুলিশ এবং খাদ্য সরবরাহ দফতরের আধিকারিকরা। অভিযানে বাজারের বিভিন্ন দোকান ও গোডাউনে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুত, ক্রয়মূল্য, বিক্রয়মূল্য এবং ব্যবসায়িক নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। বিশেষ নজর দেওয়া হয় চিনি, আটা, ময়দা, সয়াবিন তেল, আলু, পেঁয়াজ ও বিভিন্ন শাকসবজির দাম এবং মজুতের উপর। কোনও ব্যবসায়ী নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে পণ্য বিক্রি করছেন কিনা, অস্বাভাবিক মুনাফা করছেন কিনা কিংবা কৃত্রিমভাবে পণ্যের সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে কিনা- সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। এদিনের অভিযানে বিশেষভাবে নজরে ছিল চিনির বাজার। বাজারের পাশাপাশি বিভিন্ন চিনির গোডাউনেও পরিদর্শন করা হয়। গোডাউনে কত দামে চিনি কেনা হচ্ছে, কত দামে বিক্রি করা হচ্ছে এবং খুচরো ব্যবসায়ীরা কতটা লাভ রেখে সাধারণ মানুষের কাছে তা বিক্রি করছেন, তার হিসাবও নেওয়া হয়। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর শ্রাবণী রায় বলেন, রিটেইল বাজারে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে আজ আমরা বাজারে সার্ভে করতে এসেছি। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, ডিস্ট্রিক্ট ডিইবি, হাওড়া সিটি পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের ডিসি এবং ফুড সাপ্লাই দফতরের আধিকারিকরা যৌথভাবে এই পরিদর্শন করলাম। আমাদের মূল লক্ষ্য হল, যাতে কোনওভাবেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে না বাড়ে এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। চিনির দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গে শ্রাবণী রায় জানান, সরবরাহ কমে যাওয়ার বিষয়টি এর অন্যতম কারণ বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। আবহাওয়াজনিত কারণে উপাদন কম হওয়ায় সরবরাহ কিছুটা কমেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে চিনি আসায় সরবরাহ ব্যবস্থার উপরও বাজারদর নির্ভর করে। তবে দাম যাতে আর অস্বাভাবিকভাবে না বাড়ে, সেদিকেই নজর রাখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। অভিযানে ওজনের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। বাজারে ব্যবহৃত দাঁপাল্লা ও অন্যান্য ওজনযন্ত্র পরীক্ষা করা হয়। শ্রাবণী রায় জানান, একটি ক্ষেত্রে হাতে তৈরি দাঁপাল্লা ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। ওজনে কোনও কারচুপি হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরাও অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দিনের বিভিন্ন সময়ে একই পণ্যের দামের পরিবর্তন হচ্ছে কিনা, তাও নজরে রাখা হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য অনুযায়ী, সকালে এক দামে বিক্রি হলেও বিকেলের দিকে কোনও কোনও পণ্য কম দামে বিক্রি হয়। বাজারদরের সংক্রান্ত এই ওঠানামার কারণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) তৌসিফ আলী আজহার বলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজ আমরা বাজার পরিদর্শনে এসেছিলাম।

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড

CIN: L17119WB1935PLC046111
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বিড়লা বিল্ডিং, অষ্টম তল,
৯ / ১, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ৯১ ৩৩-৪০৮২৩৭০০/২২২০০৬০০
ওয়েবসাইটঃ www.rameshwarajute.com ইমেল ঃ cs.rjm@rjm.co.in

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড'-এর বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার) বিকেল ৩.০০টায় ১৬তম তলা, বিড়লা বিল্ডিং, ৯১ আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০১ ও ১৩৬ নম্বর ধারা (তদনুসারে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-র নির্দেশিকা বা সার্কুলারসহ পঠিত) অনুযায়ী, কোম্পানিটি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে, যারা কোম্পানির কাছে অথবা কোনো ডিপোজিটরি বা কোম্পানির আরটিএ (RTA)-র কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নথিভুক্ত করেছেন। যেসব সদস্য অনুরোধ করবেন, তাঁদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের মুদ্রিত কপি (physical copy) উপলব্ধ করা হবে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি যথাক্রমে কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.rameshwarajute.com)** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর ওয়েবসাইট **(https:www.evotingindia.com)**-এ পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানি আইন-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধির বিধানাবলি এবং 'লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস রেগুলেশনস, ২০১৫'-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। 'কাট-অফ' তারিখ অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার)-এ ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিমেট) আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এই সুবিধার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যেকোনো বা সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের ওপর ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) উপস্থিত থাকবেন এবং এর আগে ' ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা সভায় ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে, যেসব সদস্য ইতিমধ্যে 'রিমোট ই ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা কেবল বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার যোগ্য হবেন।

রিমোট ই-ভোটিং (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং) প্রক্রিয়াটি ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শনিবার সকাল ৯.০০টায় (IST) শুরু হবে এবং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০টায় (IST) শেষ হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন (এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ) ইমেলের মাধ্যমে পাঠানোর পরে এবং 'কাট-অফ ডেট' বা নির্ধারিত তারিখ-অর্থাৎ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার-পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করে যারা কোম্পানির শেয়ার অর্জন করবেন এবং সদস্য হবেন, তারা ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন, যার নাম 'কাট-অফ ডেট'-এ শেয়ারহোল্ডার বা বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত রয়েছে।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল এজিএম শেষ হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.rameshwarajute.com**-এ প্রকাশ করা হবে এবং 'দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড' (যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত) ও সিডিএসএল (CDSL)-কে জানানো হবে।

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলো প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভার দিনেই গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।ই-ভোটিং প্রক্রিয়া (ব্যালট সহ) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি কমল কুমার শর্মাকে (সদস্যপদ নং FCS 3337) 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

সিডিএসএল (CDSL) ই-ভোটিং সিস্টেম সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল করতে পারেন অথবা ১৮০০ ২১০৯৯১১ নম্বরে কল করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদান সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ জনাব রাকেশ দলভি (ম্যানেজার, সিডিএসএল)-এর কাছে জানানো যেতে পারে। ঠিকানাঃ এ-উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন.এম. জোশি মার্গ, লোয়ার পারেল। (পূর্ব) মুম্বাই-৪০০০১৩-তে যোগাযোগ করুন অথবা **helpdesk. evoting@cdslindia.com**-এ ই-মেইল পাঠান কিংবা পূর্বোল্লিখিত ১৮০০ ২১০ ৯৯১১ নম্বরে কল করুন।

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-
প্রিয়ঙ্কা অরোরা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৫শে আগস্ট, ২০২৬

বকখালির হোটেলে অগ্নিনিরাপত্তার বেহাল দশা! সারপ্রাইজ ভিজিটে প্রকাশ্যে গাফিলতি

নিজস্ব সংবাদদাতা,বকখালি, ২৫ আগস্ট ঃ পরপর দুই হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মোট ১৮ জনের মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। পর্যটনকেঃদ্রগুলিতে হোটেল ও

আবাসনের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর, তা নিয়ে শুরু হয়েছে কড়া নজরদারি। তারাপীঠের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে নিউ মার্কেটের হোটেলেও আগুন লাগার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে পর্যটকদের নিরাপত্তা। এই পরিস্থিতিতে এবার বকখালির একাধিক হোটেলে আচমকা পরিদর্শনে গেল প্রশাসনের যৌথ প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার কাকভোরে নয়, দিনের বেলাতেই একের পর এক হোটেলে গিয়ে অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। ছুটির দিন হোক কিংবা সপ্তাহান্ত, সুযোগ পেলেই পর্যটকদের অন্যতম পছঃদের গন্তব্য হয়ে ওঠে বকখালি। সমুদ্রের টানে প্রতি বছরই বহু মানুষ সেখানে ভিড় করেন। ফলে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হোটেলগুলির পরিকাঠামো ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার কাকদ্বীপ মহকুমা প্রশাসন, দমকল বিভাগ, নামখানা ব্লক প্রশাসন এবং স্থানীয় পুলিশের একটি যৌথ প্রতিনিধি দল বকখালির একাধিক প্রথম সারির আবাসিক হোটেলে আচমকা পরিদর্শন চালায়। প্রশাসনের আধিকারিকরা হোটেলগুলিতে গিয়ে প্রথমেই ফায়ার সেফটি লাইসেন্স খতিয়ে দেখেন। লাইসেন্সের মেয়াদ এবং তা নিয়মমাফিক নবীকরণ করা হয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি হোটেলে থাকা অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রগুলি আদৌ সচল রয়েছে কি না, জরুরি পরিস্থিতিতে সেগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হবে কি না, তাও পরীক্ষা করেন দমকল আধিকারিকরা। হোটেলের রান্নাঘরগুলির পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হয়। রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার, বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং অন্যান্য অগ্নিসংবেদনশীল সামগ্রী কীভাবে রাখা হচ্ছে, সে বিষয়ে নজর দেন আধিকারিকরা। পর্যটকদের থাকার জায়গা থেকে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও পরিদর্শনের আওতায় ছিল। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিদর্শনের সময় একাধিক হোটেলে ফায়ার সেফটি সংক্রান্ত নিয়মে কিছু গলদ নজরে আসে। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন আধিকারিকরা। হোটেল মালিকদের পাশাপাশি স্থানীয় হোটেল মালিকদের সংগঠনকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী এক মাসের মধ্যে বকখালির প্রতিটি হোটেলকে ফায়ার সেফটি লাইসেন্স নবীকরণ করতে হবে। শুধু লাইসেন্স থাকলেই হবে না, হোটেলে থাকা অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও সবসময় সচল রাখতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কাকদ্বীপের এসডিও শুভঙ্কর ভট্টাচার্য জানান, পরিদর্শনের সময় বেশ কিছু হোটেলে চ্যুতি-বিচ্যুতি নজরে এসেছে। সেই অনুযায়ী হোটেল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বকখালি হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুভাষ মাঝিও প্রশাসনের নির্দেশের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, হোটেলগুলির ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে এবং এজন্য এক মাসের সময় দেওয়া হয়েছে।তারাপীঠ ও নিউ মার্কেটের পরপর অগ্নিকাণ্ড প্রশাসনের সামনে পর্যটনকেঃদ্রগুলির অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বকখালিতে প্রশাসনের এই আকস্মিক পরিদর্শনকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আগামী এক মাসে হোটেলগুলি কতটা নির্দেশ মেনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজায়, তার উপরই নির্ভর করবে পর্যটকদের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বদলাচ্ছে কলকাতার ওয়ার্ড মানচিত্র! প্রকাশ্যে চূড়ান্ত খসড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় আরও এক ধাপ এগোল রাজ্য সরকার। রাজ্যপাল আরএন রবির সম্মতির পর কলকাতা পুরসভার আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই শহরের নতুন ওয়ার্ড বিন্যাস সংক্রান্ত চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশ করল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। ২০২৬ সালের সংশোধনের ফলে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪৪ থেকে বেড়ে ২০৯ হতে চলেছে। নতুন প্রস্তাবিত ওয়ার্ডগুলির সীমানা নিয়ে নাগরিক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে আপত্তি, মতামত ও পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই মতামত জানানোর সুযোগ থাকছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২২ অগস্ট প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা পুরসভার নতুন ওয়ার্ড বিন্যাসের খসড়া। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০-এর দ্বিতীয় তফসিল সংশোধনের প্রস্তাবকে ভিত্তি করেই এই নতুন খসড়া তৈরি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত ওয়ার্ডগুলির সীমানা এবং বিন্যাস নিয়ে কারও কোনও আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানো যাবে। কলকাতা পুরসভার দফতরে অফিস চলাকালীন সময়ে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কাছে লিখিত ভাবে আপত্তি বা পরামর্শ জমা দেওয়া যাবে। ২২ অগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়া চলবে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ফলে নতুন ওয়ার্ড বিন্যাস নিয়ে শহরের সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও আলোচনা শুরু হয়েছে। কোন এলাকার সীমানা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, কোন ওয়ার্ডের সঙ্গে কোন এলাকা যুক্ত হচ্ছে এবং কোথাও কোনও প্রশাসনিক বা ভৌগোলিক অসুবিধা তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিয়েও সংশ্লিষ্ট মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুরসভাতেও সর্বদল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পুরসভায় ওই বৈঠক হওয়ার কথা। পুরসভার প্রশাসক তথা কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের ডাকা এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার কথা। নতুন প্রকাশিত খসড়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত শোনা এবং ওয়ার্ড সীমানা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করাই এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে খসড়া প্রকাশের পর রাজনৈতিক মহলেও তপরতা বেড়েছে। প্রকাশিত নথিতে কলকাতা পুরসভার প্রস্তাবিত বিভিন্ন ওয়ার্ডের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট রাস্তা, খাল, রেললাইন, নদী এবং অন্যান্য ভৌগোলিক সীমারেখাকে ভিত্তি করে নতুন সীমানা নির্ধারণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ফলে নতুন ওয়ার্ড বিন্যাস কার্যকর হলে কলকাতা শহরের নির্বাচনী মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে এই পুনর্বিন্যাসকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিজেপি কর্মী খুনে দলের অন্দরেই 'কাঁটা' বারুইপুরে গ্রেপ্তার ৪, ধৃত সাসপেন্ডেড নেতাও

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই দলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বারুইপুরে। দলের আদি ও সক্রিয় কর্মী বাপি প্রামাণিককে খুনের ঘটনায় বিজেপিরই চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে বারুইপুর জেলা পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন সুজন মণ্ডল, কৃষ্ণ মণ্ডল, কনক মণ্ডল এবং অনিল নাইয়া। পুলিশের দাবি, এই হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রী হিসেবে উঠে এসেছে সুজন মণ্ডলের নাম। যদিও বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, সুজনকে ইতিমধ্যেই দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে উত্তর ট্যাঙ্গারবেড়িয়া এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **DG/SWM, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following work :-
NIT No. : SWM-II/DIST-IV/18/26-27
Name of work : **Repairing of Cooling, Electrical, Hydraulic and Exhaust System of layland 1619 BS-IV Vehicle WB03D-1212 of Dist-IV Garage under SWM-II Department.** Estimated Amount : **Rs.1,31,271.00.** Earnest Money : **Rs.2,700.00.** Period of Completion : **07 days.** Last date and time of submission of bid : **07.09.2026 upto 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.08.2026 - 4 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil)/BR-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/XIV/127/011/26-27/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of Bituminous Road at Banerjee Para Road near Pre.No. 33/2, 199 & 37B etc. in Ward No.127.** Work Value : **Rs.2,97,788.30.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **14 Days.** Last date of Submission of Bid : **07.09.2026 upto 5 p.m.** Tender will be opened on : **09.09.2026 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from : **27.08.2026 from 5 p.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/014/26-27/UTTARAN
Name of work : **Repairing of Cement Concrete Road at Anandanagar G-Block Slum Area near Pre.No.G-2, Mondal Para Slum Area near Pre.No.148/1 and others in Ward No.125.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,89,278.86.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **02.09.2026 - 12 noon.** The Tender will be opened on **05.09.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : XI/112/005/2026-27/R/2 (2nd Call)
Name of work : **Repairing of Road at P-29 Nibedita Park, 197 Tagore Garden 128 Seikh Para in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,95,870.79.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **35 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **05.09.2026 - 5 p.m.** The Tender will be opened on **07.09.2026 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2026 - 5 p.m.**
2. NIT No. : XI/110/006/26-27/R
Name of work : **Supplying, spreading of Silver Sand at different places in Front of Puja Pandals in Ward No.110, Br-XI.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.1,32,790.65.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**
3. NIT No. : XI/110/007/26-27/R
Name of work : **Maintenance of road by providing Hot-Mix for Puja Purpose, in Ward No.110, Br-XI.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,90,314.53.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**
4. NIT No. : XI/110/008/26-27/R
Name of work : **Maintenance of road by painting of Kerb and Railing at different places in front of Puja Pandals, in Ward No.110, Br-XI.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,84,278.64.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **08.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.2 to 4).** Date and Time of Opening of Bid : **10.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.2 to 4).** The bid forms and other details are available on **01.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.2 to 4)** from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.no.1 to 4).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/XIII/119/004/26-27 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of footpath in front of James Long Traffic Guard near 29 Pally Ward-119, Br-XIII.** Work Value : **Rs.2,44,186.77.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **03.09.2026 upto 11 a.m.** Tender will be opened on : **05.09.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from : **25.08.2026 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
2. NIT No. : KMC/XIII/116/06/26-27 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of existing Manholes/SICP, Catchpits/Gullypits etc. at P.B. Road, Chanditala Main Road, Chanditala Br. Road, P.N. Mitra Brick Field Road and B.L. Saha Road and its bye lanes area in Ward-116.** Work Value : **Rs.2,90,552.76.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**
3. NIT No. : KMC/XIII/116/08/26-27 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of sewer adjuncts at Entire Canal Road, P.N. Mitra Brick Field Raod and its bye lanes Slum/Uttaran Area in Ward-116.** Work Value : **Rs.2,85,403.07.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last date of Submission of Bid : **09.09.2026 upto 11 a.m. (for Sl.No.2 & 3).** Tender will be opened on : **11.09.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from : **29.08.2026 from 5 p.m. (for Sl.No.2 & 3)** from the website : **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.2 & 3).**
4. NIT No. : KMC/XIII/119/05/26-27 (1st Call)
Name of work : **Supplying and spreading of silver sand at different Puja Pandles near Sahapur Main Road, J.K. Paul Road, B.M Road (KFR Ground), Roy Bahadur Road etc. in Ward No.119, Br-XIII.** Work Value : **Rs.1,07,350.14.** Earnest Money : **Rs.2,500.00.** Period of Completion : **30 Days.**
5. NIT No. : KMC/XIII/122/07/26-27 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of surface drain and U/G sewer at Raja Ram Mohan Roy Road, Ustad Amir Khan Sarani, Sodepur Brick Field Road Bye Lanes and surrounding areas in Ward-122, Br-XIII.** Work Value : **Rs.2,98,056.91.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**
6. NIT No. : KMC/XIII/122/08/26-27 (1st Call)
Name of work : **Supplying and Spreading of Silver Sand at different Puja Pandels near Sodepur B.F. Road, Sodepur Road, U.A.K. Sarani, Motilal Gupta Road etc. in Ward No.122, Br-XIII.** Work Value : **Rs.1,38,049.18.** Earnest Money : **Rs.2,800.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **07.09.2026 upto 11 a.m. (for Sl.No.4 to 6).** Tender will be opened on : **09.09.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.4 to 6).** The bid forms and other details are available on and from : **29.08.2026 from 5 p.m. (for Sl.No.4 to 6)** from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.4 to 6).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/010/26-27/UTTARAN
Name of work : **Repairing of road by providing Hot Mix along with other Ancillary Works at Slum Area near Prem. No.P-7 P.M Sarani in Ward No.106.** Estimated Cost : **Rs.2,15,924.54.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Period of Completion : **45 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/02/26-27
Name of work : **Supply and Spreading Silver Sand for Festival Purpose at different places in Ward-108.** Estimated Cost : **Rs.1,56,946.12.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **75 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/03/26-27
Name of work : **Desiltation of U/G Drainage System at V.I.P Nagar, Matangini Colony etc. in Ward No.108.** Estimated Cost : **Rs.2,93,997.26.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **145 Days.**
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/02/26-27
Name of work : **Supply and Spreading Silver Sand for Festival Purpose at different places in Ward-105.** Estimated Cost : **Rs.1,51,744.90.** Earnest Money : **Rs.3,100.00.** Period of Completion : **75 Days.**
5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/012/26-27
Name of work : **Restoration of damaged roads near Prem. No.2/1 Purbachal Link Road, 140 Purbachal Road & other different places in Ward No.106.** Estimated Cost : **Rs.2,89,181.07.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **50 Days.**
6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/011/26-27
Name of work : **Supply and Spreading Silver Sand for Festival Purpose at Purbaloke, Ahalyanagar etc. in Ward No.109, Br-XII.** Estimated Cost : **Rs.1,00,363.50.** Earnest Money : **Rs.2,100.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **03.09.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 6).** Date and Time of Opening of Bid : **05.09.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 6)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 6).**

403 / 26-27

USHITA TRADING & AGENCIES LTD.

Regd. Office :52, Weston Street, Kolkata-700012, WB
CIN: L51109WB1983PLC035659
Ph:(033)2211 9688
Email: ushitatrading1983@gmail.com

OUTCOME OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Tuesday, the 25th day of September,2026 at 12:00 P.M considered, approved and adopted the Audited Financial Results of the Company for the year ended 31st March,2026.

For Ushita Trading & Agencies Ltd.
Sd/-
Santanu Bose
(Director)
DIN: 03316428

Place - Kolkata
Date- 25-08-2026

SHUBH LABH INVESTMENTS LTD.

Regd off. Sincere Group, 1st Floor 12, B. B. D. BAGH (East), Kolkata-700 001
CIN: L65993WB1980PLC033083 | Email: subhlabhinvestments@gmail.com
website:https://shubhlabhinvestmentsltd.godaddysites.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 46th Annual General Meeting of the Shareholders of Shubh Labh Investments Ltd will be held on Monday, the 21st day of September,2026 at 01:30 P.M. at the above Registered Office of the Company to transact the Ordinary & Special Business as set out in the notice of the Annual General Meeting which is being posted to the Shareholders of the Company.

The notice of the meeting setting out the businesses to be transacted at the meeting along with the Audited Financial Statements, reports of the Board of Directors and the Auditor's report for the financial year ended on 31st March,2026 has been sent to the members. A copy of the notice of Annual General Meeting and the Annual Report is available on the Company's website and on CSE website.

The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday,15th September,2026 to Monday, 21st September, 2026 (both days inclusive).

For Shubh Labh Investments Ltd.
Sd/-
Deepak
(Director)

Place: Kolkata
Dated: 26.08.2026

SHUBH LABH INVESTMENTS LTD.

Regd. Office: Sincere Group, 1st Floor, 12 B. B. D. Bagh (East), Kolkata-700 001, WB
CIN: L65993WB1980PLC033083
Ph:(033)4020 2100
Website:
shubhlabhinvestmentsltd.godaddysites.com
Email: subhlabhinvestments@gmail.com

OUTCOME OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Tuesday, the 25th day of August,2026 at 11:00 A.M considered, approved and adopted he Audited Financial Results of the Company for the year ended 31st March, 2026.

For Shubh Labh Investments Ltd.
Sd/-
Deepak
(Director)
DIN: 10416145

Place - Kolkata
Date- 25-08-2026

USHITA TRADING & AGENCIES LTD.

Regd off. 52, Weston Street, Kolkata-700 012
CIN: L51109WB1983PLC035659 |
Email: ushitatrading1983@gmail.com **website:** https://ushita1983.godaddysites.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the Shareholders of Ushita Trading & Agencies Ltd will be held on Tuesday, the 22nd day of September,2026 at 01:30 P.M. at the above Registered Office of the Company to transact the Ordinary & Special Business as set out in the notice of the Annual General Meeting which is being posted to the Shareholders of the Company.

The notice of the meeting setting out the businesses to be transacted at the meeting along with the Audited Financial Statements, reports of the Board of Directors and the Auditor's report for the financial year ended on 31st March, 2026 has been sent electronically to the members whose emails are registered with the company. A copy of the notice of Annual General Meeting and the Annual Report is available on the Company's website and on CSE website.

The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday,16th September, 2026 to Tuesday, 22nd September, 2026 (both days inclusive).

For Ushita Trading & Agencies Ltd.
Sd/-
Santanu Bose
Director

Place: Kolkata,
Dated: 26.08.2026

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬৫ সংখ্যা, বুধবার , ৮ ভাদ্র, ১৪৩৩

নেতাজি শিক্ষক বেণীমাধব

গভর্নরকে গুলি ছুঁড়ে গ্রেপ্তার মেয়ে, চলছে অকথ্য নির্যাতন; তবুও মুখ খোলেননি পিতা বেণীমাধব। কটকের র্যা ভেন শ কলেজিয়েট স্কুলের করিডোরে হেঁটে বেড়াচ্ছে এক বালক। চোখ মুখ থেকে বিস্ময় তখনও যায়নি তার। স্কুলে সাহেবি পোশাক পরিহিত ভারতীয়, কখনও আস্ত সাহেবদের দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। বাড়িতে মামাকে দেখেছে সে; মস্ত বড়ো অ্যাটর্নি জেনারেল তিনি। একদিন সেও বড়ো পদমর্যাদায় চাকরি করবে, সাহেবদের মতো পোশাক পরে আপিসে যাবে; এমনই ছিল আশা। স্বপ্ন যখন প্রায় নিজের অট্টালিকা তৈরি করে ফেলার মুহূর্তে, তখনই সে দেখল ধুতি-চাদর পরা একজন মানুষকে। যা ভেন'শ স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি। শুধু শিক্ষায় নয়, সমস্ত দিক থেকে ভারতীয়দের এগোতে হবে, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে দেশকে; এমনই স্বপ্ন ছিল মানুষটার। ব্রিটিশদের গোলামি নয়, তাঁদের চোখের দিকে চোখ রেখে উত্তর দিতে হবে অপমানের। যা ভেন'শ স্কুলের সেদিনের শিক্ষক বেণীমাধব দাসকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সেই ছোট্ট ছেলেটা। স্বপ্নে ক্রমশ বেড়ে ওঠা অট্টালিকা ভেঙে যায় অচিরেই; বদলে তৈরি হয় জাতীয়তাবাদের বৃক্ষ। যেখানে নিজেকেই নিজেকে দীক্ষিত করলেন সেদিনের ছোট্ট বালক, সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষ বসুকে নিয়ে গোটা ভারত আজও সংবেদনশীল। হবে নাই বা কেন, তিনি যে আমাদের সবার নেতাজি! কিন্তু নেতাজির দীক্ষাগুরুর কথা ক্রমশ পিছনে রয়ে গেছে। বিখ্যাত ছাত্রের নামের পাশে টিমটিম করে জ্বলছেন বেণীমাধব দাস। অথচ তিনিই ছিলেন ধ্রুবতারা। আগুন জ্বালানোর মশলাটা তো তিনিই জুগিয়ে দিয়েছিলেন! সাহেবদের অন্ধ অনুকরণ থেকে দেশের প্রতি ভালোবাসা; সুভাষের এই পরিবর্তন আসত না, যদি এই মানুষটা না থাকতেন। চট্টগ্রামের বাসিন্দা তিনি। সেই চট্টগ্রাম, যা একসময় ব্রিটিশ শক্তির মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস; এই সমস্ত নিয়েই ছিল তাঁর পাণ্ডিত্যের জগৎ। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। প্রায় একার চেষ্টায় চট্টগ্রাম কলেজকে শিখরে তুলে ধরেছিলেন। অনেকের মতো একটা সময় আকৃষ্ট হন ব্রাহ্ম ধর্মে। 'নববিধান' এবং 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার'; ব্রাহ্মদের এই দুটো পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন তিনি। ভাগ্যের ফেরে কলকাতা, চট্টগ্রাম থেকে হাজির হওয়া ওড়িশার কটকে। তখনও কি ভেবেছিলেন, জীবনের সেরা ছাত্রটিকে এখানে পাবেন। সুভাষের মেধা, বুদ্ধি নিয়ে প্রথম থেকেই কোনো সংশয় ছিল না বেণীমাধব দাসের। এতদিনের শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা তো বিফলে যেতে পারে না। আর হলও তাই! ক্ষুরধার সুভাষ প্রতিবারই প্রথম হতেন। তবে ভেতরে ভেতরে যে আরও পরিবর্তন ঘটে চলেছে! যে সুভাষ এতদিন কোট-প্যান্ট পরে যাওয়ার কথা ভাবতেন, স্বপ্ন দেখতেন সাহেবদের মতো থাকার; সে-ই কিনা ধুতি আর জামা পরতে শুরু করলেন! ক্লাসের আর কেউ তখন এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহসই পায়নি। ততদিনে তাঁর মনোজগতে প্রভাব ফেলেছেন বেণীমাধব স্বয়ং। বিবেকানন্দের বই পড়তে দিতেন সুভাষকে, ক্লাসে বলতেন গ্যারিবল্ডি, নেপোলিয়নদের কথা। আর সুভাষ সবসময় ছুটে যেতেন তাঁর প্রিয় শিক্ষকের কাছে। শরৎচন্দ্র বসুকেও পড়িয়েছিলেন বেণীমাধব। দুই ভাইয়ের ভেতরেই স্বাধীনতার বীজটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর তৃতীয় শহিদ দিবসে সুভাষের নেতৃত্বে একটি দল ঘরে ঘরে অরন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

সাংবাদিক অমল হোম

সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক অমল হোম। রবীন্দ্র অনুরাগী অমল হোম তাঁর স্মৃতিচারণেন লিখছেন, 'দীনেন্দ্রনাথের বেনুকুঞ্জে গানে, গল্পে আড্ডা জমিয়েছি কালিদাস নাগ আর আমি। বৈকালিক চা পর্ব শেষ হয়েছে, দিকদিগন্ত ধুলোয় ঢেকে ছুটে এল ঝড়। আমরা দেখছি দাঁড়িয়ে বারান্দায়, হঠাৎ দীনদা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ দেখ রবিদা আসছে।' দেখি সেই ঝড়ের মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ছুটে আসছেন। তাঁর বেশবাস, তাঁর শশ্রুকেশ উড়ছে। জোব্বাটাকে চেপে ধরেছেন বাঁ হাতে আর ডান হাতে চেপে ধরেছেন চোখের চশমাটা। আরেকটু এগিয়ে আসতেই শুনতে পেলাম, গলা ছেড়ে তিনি গাইছেন, 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।' বারান্দাতে উঠেই বললেন, 'দিনু এই নে।' ঘরে এসে বসে পড়লেন দীনেন্দ্রনাথের ফরাশে। তারপর নামল বৃষ্টি মুষলধারে। আর নামল অজস্রধারায় কবি ও দীনেন্দ্রনাথের গান।' অমল হোম দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মজিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে আকৃষ্ট হন। তিনি প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় শিক্ষানবিশ ছিলেন ।সাংবাদিকতা জীবনের বিভিন্ন সময় তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঙ্গলী, লালা লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি দৈনিক দি পাঞ্জাবী, কালীনাথ রায় সম্পাদিত লাহোরের দি ট্রিবিউন, বিপিনচন্দ্র পালের সহকারী হিসেবে মতিলাল নেহেরুর দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কলকাতায় ইন্ডিয়ান ডেইলী নিউজ, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি এবং সুভাষচন্দ্র বসু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিকল্পিত ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল নামক পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই ১৯৩১ সালে কলকাতায় প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন। ১৯৪৯ সালে অমল হোম তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টর অব পাবলিসিটি পদে যোগদান করেন। তিনি রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন রয় এন্ড হিজ ওয়ার্কস। সাম অ্যাসপেক্টস অফ মডার্ন জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া। বাংলার সাহিত্য এবং ইতিহাস জগতকে তিনি সমৃদ্ধ করে গিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি।

বাংলায় নারী জাগরণের অগ্রগতি

অভিজিৎ ব্যানার্জি

দেশ গঠনে বাংলার নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন সেটা একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। নারী জাগরণের প্রথম পথিকৃত বাংলার রাজা রামমোহন রায়। তিনি নারীদের কুসংস্কার সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। নারীরা কীভাবে পুরুষ সমাজ দ্বারা নিঃপেষিত হতে শুরু করেছিল তা তিনি নিজের চোখে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর সম্মান দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই দৃষ্টান্ত থেকে উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং সতীদাহ প্রথা রোধ করতে তিনি ইংরেজ শাসকদের সাহায্য চান। কিন্তু হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীপন্থীরা অতি শক্তিশালী ছিল। তার ফলে রাজা রামমোহন রায়কে বেশ বগ পেতে হয়েছিল সতীদাহ প্রথা রোধ করতে। তিনি বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে পার্লামেন্টে উপস্থিত

থেকে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রের শ্লোক তুলে ধরে দেখিয়ে ছিলেন ব্যাখ্যা দিলেন নারী অধিকার রয়েছে তার ইচ্ছা মতো জীবিকা নির্বাহের। সতীদাহ প্রথাকে হিন্দু শাস্ত্র কোনও সময়ে শাস্ত্রীয় বিধি বলে গ্রহণ করেনি। সতীদাহ প্রথা রোধ হয়ে যাওয়ার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ছিল প্রকৃত নারী নারী মুক্তি দিতে গেলে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এগিয়ে এসেছিলেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। তিনি বিলাত থেকে এসে এখানে একটি মহিলাদের স্কুল খেলাার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার আগে একটি নামমাত্র মহিলা স্কুল ছিল। বঙ্গ মহিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। বেথুন সাহেব এসে স্কুল খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন পিণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি বেথুন সাহেবকে সাহস দিয়ে স্কুল নির্মাণ করালেন। কিন্তু স্কুল তো নির্মাণ করলেই হলো না ছাত্রী কোথায়। তখন মদনমোহন তাঁর দুই কন্যাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন এবং মহিলা স্কুলের ছাত্রীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করলেন। এরপরে এসে উপস্থিত হলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। যদিও এর আগেই বিদ্যাসাগর মহিলা শিক্ষা প্রসার

সেই কারণে তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজের মায়ের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তার কারণ তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের রীতিকে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে এই কারণে তাজ্যপুত্র করেন। তিনি রাধানগর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন কলকাতা থেকেই শুরু করতে হবে নারী মুক্তির আন্দোলন। তিনি নারী জাাতিকে পুরুষ সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার উপায় বের করতে হিন্দু শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে শুরু করলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করলেন। নারী জীবনকে রক্ষা করাই ছিল তঁর মূল লক্ষ্য। সতী হওয়াটা সেই সময়ে নারী কাছে খুব গর্বের বিষয় ছিল। তবে আবার কোনও কোনও সময়ে নারী সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। যারা সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো না তাদেরকে ধরে বেঁধে মারতে মারেত শ্মশানে নিয়ে আসা হতো এবং জ্বলন্ত চিতাতে অচৈতন্য মহিলাকে ছুড়ে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। এই নির্মম চিত্র দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন প্রথম কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক। তিনি একটি মহিলাকে শ্মশান থেকে উদ্ধার করে

এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি জেলায় একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা জন উদ্যোগী হলেন। তারপরে বেথুন স্কুলে সভাপতি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে তিনি এই স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। মহিলাদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে নারী মুক্তির কথা ভাবা একেবারে অবান্তর সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তার ওপরে রয়েছে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ইচ্ছা। নারীরা বৈধব্য গ্রহণ করে ব্রাহ্মচার্য পালন করতে থাকবে অজীবন তা তিনি সহ্য করতে পারেননি। বাল বিধবারা যাতে আবার বিবাহ করে ঘর সংসার করার অনুমতি পায় সমাজ থেকে তার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন নারী মুক্তির শক্তিশালী পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। নারী মুক্তি আন্দোলনে জোড়াসাঁকোর ভূমিকার কথা ভুলে গেলে চলবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহলে মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিলেন। বাংলার বহু পণ্ডিতেরা এসে উপস্থিত হয়ে ঠাকুর বাড়ির সেখানকার মহিলাদের শিক্ষা দান করতেন। নারী মুক্তি আন্দোলনকে আর সক্রিয় করতে তুলে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বাগবজারে একটি মহিলা স্কুল নির্মাণ করেন। সেখানে মহিলাদের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য তিনি কুটির শিল্প এবং হস্ত শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। তিনি কুটির শিল্প প্রশিক্ষণে মহিলারা যাতে অংশ গ্রহণ করে উপার্জন করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সময়কার বাজার উপযোগী পণ্য মহিলা যাতে ঘরে প্রস্তুত করতে পারে তার দিকে নজর দিতে শুরু করেন। মহিলারা যদি নিজস্ব শক্তিতে উপার্জন করতে পারে। পুরুষ শাসিত সমাজ এই সব রোজগেরে মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এটা উপলব্ধি করেই াদ্ধকরিগরি শিক্ষা দেওয়ার গিকে অগ্রসর হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আবার বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ রোধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেননি কারণ তখন তিনি গবির মানুষদের চিকিৎসা দেওয়ার দিকে নজর রাখতে শুরু করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন।

বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) কারমাটারে উপস্থিত হয়ে সেখানকার সাঁওতাল মানুষদের চিকিৎসা দিতে থাকলেন। তার ফলে বহু বিবাহ রোধ করা নিয়ে তিনি আর বেশি আর আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেননি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবার বহু বিবাহ পক্ষে সাওয়াল করেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যায় কমে আসছে। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একজন মুসলিম চার থেকে পাঁচটি বিবাহ করে বহু সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। সেখানে একজন হিন্দু একটি মহিলাকে বিবাহ করে সংসার স্থাপন করে। বহু বিবাহ বন্ধ করতে গেলে মুসলিমদের বহু বিবাহকে বন্ধ করা উচিত বলে মনে করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবেই হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক ভারসাম্য আসতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে এটা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব মত। তারপবে দেখতে পাই বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কোনও আইন নির্মাণ না করে। সমাজের অভাব বোধই হিন্দুদের বহু বিবাহ প্রথাকে রোধ বাধ্য করতে হয়েছে। পাশাপাশি পুরুষরা সচেতন হতে সচেতন করে দিয়েছিল। বহু বিবাহ সমাজের ক্ষতিকারক সেটা উপলব্ধি করতে শুরু করে শিক্ষিত পুরুষ সমাজ। তার ফলে বহু বিবাহ প্রথা ক্রমশ বিলীন হতে শুরু করে। বিশ্ব নারী দিবসের কথা আলোচনা করতে গেলে যার নাম সবার আগে উপস্থিত হয় তিনি হলেন মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসক হওয়ার নেপথ্যে একটি কারণ রয়েছে। সেটা হচ্ছে তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বিপত্নীক। তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিল। সেই পুত্র সন্তান ছিলেন খুবই রোগগ্রস্ত। প্রায় সময়ে দ্বরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে বেশি করে নজর দিতে হতো। তার ফলে তাঁর মহিলা শিক্ষা আন্দোলন সাময়িক ব্যাহত হতো। শিক্ষক দ্বারকানাথেক কষ্টকে লাঘব করা জন্য কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি চিকিৎসক হবেন এবং শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করবেন। শিক্ষক দ্বারকানাথ এই বিবাহ ব্যাপারে একেবারে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু কাদম্বিনীর গোঁ এর কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন তিনি। তার ফলে চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করতে বাধ্য হন। সেই সময়ে এই বিবাহ নিয়ে সারা কলকাতা একেবারে তোলপার হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ করা যায়নি বিবাহ।

পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজবাড়ি বাংলার ঐতিহ্য

শঙ্করলাল কর্মকার

পুরুলিয়ার কথা মনে আসলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে পাহাড়, জঙ্গল, ছৌ-নৃত্য কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড কিছু প্রাচীন মন্দিরের কথা। কিন্তু এই ভূখণ্ডের মাটির নীচে ও উপরের বহু পুরনো ইট-পাথরের দেওয়ালের মধ্যে আজও লুকিয়ে আছে রাজকীয় সমৃদ্ধির এক দীর্ঘ অতীত। সেই অতীতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্মারক কাশীপুর রাজবাড়ি, পঞ্চকোট রাজবংশের সঙ্গে যার সম্পর্ক বহু প্রজন্মের। বর্তমান পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথ পুর মহকুমার কাশীপুরে অবস্থিত এই রাজবাড়ি আজ নিছক একটি পুরনো প্রাসাদ নয়; এটি মানভূমের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক জীবন্ত উদাহরণ।

কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার পথে পড়ে গড় পঞ্চকোট। পাহাড়, জঙ্গল ও ধ্বংসাবশেষে ঘেরা এই প্রাচীন জায়গাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় পঞ্চকোট রাজবংশের কথা। সেই ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাশীপুরের পুরনো রাজবাড়ির বারান্দা, বিবর্ণ দেওয়াল ও বিস্তৃত চত্বরজুড়ে।

বিভিন্ন সূত্রমতে অষ্টাদশ শতকে পঞ্চকোট রাজপরিবার গড় পঞ্চকোট ছেড়ে কাশীপুরে চলে আসে। এই স্থানান্তরের কারণ হিসেবে বর্গি আক্রমণ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা বলা হয়। তবে রাজধানী স্থানান্তরের সুনির্দিষ্ট সাল নিশ্চিত নয়। কিছু সূত্রে ১৭৫০-এর কাছাকাছি সময়ের কথা বলা হয়েছে, আবার কোথাও ১৭৬২ সালের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই নিয়ে আরও মতান্তর আছে।

সুনির্দিষ্ট সাল নিয়ে নানান প্রশ্ন থাকলেও ধীরে ধীরে কাশীপুর যে পঞ্চকোট রাজপরিবারের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, এ নিয়ে দ্বিমত নেই। কাশীপুরের রাজবাড়িতে আজ সময়ের ক্ষত স্পষ্ট, তবুও তার বিস্তৃত চত্বর, উঁচু দেওয়াল, দীর্ঘ বারান্দা ও বৃহৎ কক্ষগুলি এখনও দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পুরনো প্রাসাদের উপরেই বর্তমান প্রাসাদটি নির্মাণ করেন রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেও। যিনি ১৯০১ সালে সিংহাসনে বসেন এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধিও পান। প্রাসাদটির নির্মাণে প্রায় বারো বছর সময় লাগে এবং ১৯১৭ সালে তা সম্পূর্ণ হয়। প্রাসাদটি নির্মাণের দায়িত্বে ছিল মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানি এবং এর জন্য ব্যয় হয়েছিল আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকা। প্রাসাদটির নকশা কোনও নির্দিষ্ট স্থপতির হাতে হয়েছিল কি না, কিংবা সেই স্থপতির নাম কী;এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রাসাদের স্থাপত্যে ভারতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রভাবের সমন্বয় দেখা যায়। রাজপুত স্থাপত্যের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের ইউরোপীয় নকশার অপূর্ব মেল বন্ধনে প্রাসাদটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল।

কাশীপুর রাজবাড়ি ছিল শুধু রাজপরিবারের থাকার জায়গা নয়। এই বিশাল প্রাসাদের মধ্যে ছিল রাজকীয় দরবার, অতিথি আপ্যায়ন ও নানা আনুষ্ঠানিক কাজের পরিসর। অর্থাৎ একসময় এই বাড়িই ছিল পঞ্চকোট রাজপরিবারের দৈনন্দিন জীবন, প্রশাসন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

এই রাজবাড়ির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও একটি স্মরণীয় যোগ রয়েছে। ১৮৭২ সালে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেওর অধীনে আইনি উপদেষ্টা হিসেবে কাশীপুরে আসেন। পরে তিনি রাজ-এস্টেটের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। পঞ্চকোট ও কাশীপুরের প্রকৃতি এবং সেখানকার অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। এই সময়েই পঞ্চকোটকে নিয়ে তিনি একাধিক সনেট রচনা করেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে মধুসূদনের কাশীপুরে আসার সময় অবশ্য আজকের এই প্রাসাদটি তৈরি হয়নি। তিনি ছিলেন রাজা নীলমণি সিংহ দেওর আমলের অতিথি ও কর্মী; বর্তমান প্রাসাদটি তৈরি হয় পরবর্তী সময়ে, জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেওর আমলে। তাই কাশীপুরের ইতিহাসে মধুসূদনের অধ্যায়টি বর্তমান রাজবাড়ির নির্মাণের সঙ্গে নয়, পঞ্চকোট রাজপরিবারের আগের সময়ের সঙ্গে যুক্ত।

বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে কাশীপুর রাজবাড়ির সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে। ২০১০ সালে পরিচালক জগন্নাথ গুহার 'বড় বউ খেলা' ছবির শুটিং হয়েছিল এই রাজবাড়িতে। তা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছবির পরিচালকরা এই ঐতিহাসিক প্রাসাদে শুটিং করেছেন। পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, তাঁর ছবির শুটিংও হয়েছিল এই কাশীপুর রাজবাড়িতে।

জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেওর সময়ে কাশীপুরে মন্দির, গ্রন্থাগার এবং নানা জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গড়ে উঠেছিল। রাজবাড়ির নিজস্ব গ্রন্থাগারে বহু বই ও নথি সংরক্ষিত ছিল। রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশীপুরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনও সমৃদ্ধ হয়েছিল।

বিশ্বকবির দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র বসু

অনিকেত নস্কর

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য

রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে, কর্মনীতিতে, শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হাল দাঁড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণ দেহে রোগের মতো, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে, আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টির সম্মুখে উর্ধ্বে তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে, তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র যখন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ করে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল করে তোলে।

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নারীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ-শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত যিনি জয়যাত্রার পথে ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা;তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন। কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে। কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চরিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলাদেশ যতকিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত করে তুলবে;এই চাই। আপাত পরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয় সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলাদেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ। এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারে, আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে; তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে। এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব 'যদি', কেন প্রকাশ করব সংশয়? মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচতেই হবে। বাঙালি অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না;এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোল। সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালি মারের উপর মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতি মুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে;সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে।

অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালি আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য তার আসন প্রস্তুত। বাঙালির পরস্পর বিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত ও দীনতা ধিক্কৃত হোক তোমার আদর্শে; জয়ে পরাজয়ে আপন আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ন রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙালি নৈয়ায়িক;বাঙালি অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে। কর্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্র সন্ধানের ভাঙন-লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য; ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতা মাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, স্বতঃউদ্যত ইচ্ছার। বাঙালির সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্বপদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে, সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

বাঙালাদেশের ইচ্ছায় মুক্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গের কলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বুদ্ধদেব মিশ্র

রাজা সুবোধ মল্লিকের দানেই গড়ে উঠেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে আছে ১২ নম্বর রাজা সুবোধ মল্লিক স্ট্রিটে প্রাসাদের মতো একটি বিশাল বাড়ি। এটা একসময় রাজবাড়ি ছিল। কিন্তু এখন শুধুই ধ্বংসাবশেষ। কত ইতিহাসের সাক্ষী। বাড়িতে। এখানেই থাকতেন রাজা সুবোধ মল্লিক। তাঁর কোনও রাজত্ব ছিল না। তবু তিনি রাজা। রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক লোকজনের কাছে পরিচিত ছিলেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক নামে। আরও ছোট হয়ে সুবোধ মল্লিক।

স্বদেশি আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ সময়ে অন্যতম গর্ভগৃহ ছিল এই বাড়িটি। এই বাড়িতেই দেশকে, জাতিকে শিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে

এখানেই রয়েছে রাজা সুবোধ মল্লিকের নামে রাস্তা, স্কোয়ার কত কী। অথচ বাড়ির গায়ে কোনও ইতিহাসই লেখা নেই। আছে শুধু একটি মাত্র সাদা পাথরে লেখা ফলক। তাতে লেখা, শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় অবস্থানকালে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের এই বাড়িতে প্রধানত বসবাস করেছিলেন অতিথি হিসেবে।' অথচ কোথাও লেখা নেই, এই বাড়িতেই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। তখনও এই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন ঋষি অরবিন্দ। এসেছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। এ ছাড়াও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-সহ আরও অনেক গণ্যমান্য মানুষের আনাগোনা ছিল এই যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশন। যা আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আর তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল রাজা সুবোধ মল্লিকের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য ১৯০৫ সালে তিনি দান করেছিলেন এক লক্ষ টাকা। সরকারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১৯০১ থেকে ১৯১৪ সালের সময়কালের ভিতর সোনার দাম ওঠানামা করেছে উনিশ থেকে চব্বিশ টাকার মধ্যে।

ফলে তখনকার এক লক্ষ টাকা মানে আজকের কত টাকা একবার ভাবুন। শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এই বিপুল পরিমাণ টাকা দান।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

নয়া উদ্যোগ! আধুনিক যন্ত্রে রেশমগুটির মান যাচাই, ন্যায্য দাম পাবেন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৫ আগস্ট ঃ দক্ষিণ ভারতের রামনগর রেশম হাটের আদলে সাজবে মালদার কালিয়াচক কোকুন মার্কেট। আধুনিক পরিকাঠামো দিয়ে সাজানোর লক্ষ্যে পরিদর্শন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচ্চপর্যায়ের

প্রতিনিধি দলের। আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক হাটে উন্নীত করার যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার ফলে উপকৃত হবেন হাজার হাজার রেশম চাষি। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ রেশম গুটির বাজার কালিয়াচক কোকুন মার্কেটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। দক্ষিণ ভারতের রামনগর রেশম গুটির হাটের আদলে এই বাজারকে আধুনিক পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই সম্প্রতি কালিয়াচক রেশম গুটি হাট সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কেন্দ্র ও রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা। পরিদর্শক দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. এস গান্ধী দাস, রাজ্য রেশম দফতরের মালদা জেলা আধিকারিক সুরজিত চৌধুরী, কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের মালদায় অফিসের বৈজ্ঞানিক তন্ময় চক্রবর্তী। তাঁরা বাজারের বর্তমান পরিকাঠামো, চাষি ও ব্যবসায়ীদের সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ- সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. এস গান্ধী দাস জানান, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে ব্যাপকভাবে রেশম চাষ হয়। মালদার কালিয়াচক রেশম গুটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কোকুন মার্কেট। এতদিন রেশম গুটি বিক্রি করতে গিয়ে চাষিদের নানা সমস্যার মুখে পড়তে হত। এবার রামনগরের কোকুন মার্কেটের ধাঁচে স্থায়ী ও আধুনিক বাজার তৈরি করা হবে। প্রকল্পের বাজেট তৈরি করে সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাজারে রেশম গুটির গুণগত মান পরীক্ষার আধুনিক ব্যবস্থা থাকবে। মান যাচাইয়ের পর সেই অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করা হবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রেশম গুটির বর্তমান বাজারদরের জানার ব্যবস্থাও থাকবে। দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা চাষিদের জন্য থাকার ব্যবস্থা এবং আর্থিক লেনদেনের নিরাপত্তার জন্য ব্যাঙ্ক পরিষেবা চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে। এক চাষি বলেন, ফড়িয়াদের কারণে অনেক সময় ভাল মানের গুটিও কম দামে বিক্রি করতে হয়। গুণগত মান পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হলে চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত গুটির ন্যায্য দাম পাবেন। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে মালদার প্রায় ৬৬ হাজার রেশম চাষি পরিবার এবং তিন হাজারের বেশি ক্ষুদ্র রেশম কাটাই ও রিলিং ইউনিট শিল্পীরা উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা চাষিরাও এই আধুনিক বাজারের সুবিধা পাবেন।

আচমকাই বেড়েছে চিনির দাম, পুজোর আগে চাপে শক্তিগড়ের বিখ্যাত ল্যাংচা ব্যবসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শক্তিগড়, ২৫ আগস্ট ঃ শক্তিগড় আর ল্যাংচা যেন একে অপরের সমার্থক। এই বিখ্যাত মিষ্টির টানে দূরদূরান্ত থেকে প্রতিদিনই বহু মানুষ ছুটে আসেন শক্তিগড়ে। কিন্তু সেই ল্যাংচা তৈরির ব্যবসাতেই এবার নেমে এসেছে দুশ্চিন্তার ছায়া। আচমকাই বেড়েছে চিনির দাম। ফলে বাড়ছে মিষ্টি তৈরির খরচও। ব্যবসায়ীদের দাবি, কয়েকদিন আগেও খোলা বাজারে কেজি প্রতি ৪৮ থেকে ৫০ টাকায় চিনি মিলছিল। বর্তমানে সেই দাম বেড়ে হয়েছে প্রায় ৭২ টাকা। ফলে ল্যাংচা তৈরির উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেড়েছে। সামনে উৎসবের মরসুম। তার আগে চিনির এই মূল্যবৃদ্ধি কার্যত দোটানায় ফেলেছে ব্যবসায়ীদের। শক্তিগড়ের এক মিষ্টির ব্যবসায়ী বলেন, চিনির দাম যেভাবে বেড়েছে, তাতে মিষ্টির দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় থাকছে না। কিন্তু দাম বাড়ালে ক্রেতার উপর তার প্রভাব পড়বে। এখন বাজার এমনিতেই একটু মন্দা। ১০ টাকার মিষ্টি ১৫ টাকাতেও রাখতে হচ্ছে, কিন্তু আগের মতো আকার রাখা যাচ্ছে না। চিনির পাশাপাশি তেলের দামও বেড়েছে। যত দিন যাচ্ছে, ব্যবসার পরিস্থিতি আরও কঠিন হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, চিনির পাশাপাশি গ্যাস এবং অন্যান্য কাঁচামালের দামও বেড়েছে। ফলে একদিকে উৎপাদন খরচ বাড়ছে,

অন্যদিকে মিষ্টির দাম বাড়লে ক্রেতাদের উপরও বাড়তি চাপ পড়বে। এর জেরে মিষ্টি কেনার প্রবণতা কমার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে, যখন ল্যাংচার চাহিদা বাড়ার কথা, তখন দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত তাঁদের কাছে বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু কাঁচামালের দাম বৃদ্ধিই নয়, রাস্তা সম্প্রসারণ ও নির্মাণকাজের প্রভাবেও ব্যবসায় সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি ল্যাংচা বিক্রেতাদের। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ এবং ল্যাংচা হাবের সামনে উড়ালপুল নির্মাণের জেরে দোকানের সামনে আগের মতো গাড়ি দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। ফলে ক্রেতাদের আনাগোনাতেও প্রভাব পড়ছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। একজন ক্রেতা বলেন, মিষ্টির দাম এভাবে বেড়ে গেলে আমাদের সবারই অসুবিধা হবে। সামনে পুজো, মিষ্টি কিনতে গেলে খরচ অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। চিনির দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দাম বাড়ে, তাহলে সাধারণ মানুষ চলবে কী করে? আমরা চাই জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমুক, যাতে ভালো জিনিস সাধ্যের মধ্যে কিনতে পারি। সব মিলিয়ে শক্তিগড়ের ল্যাংচা ব্যবসায়ীদের সামনে এখন কঠিন সমীকরণ। দাম বাড়ালে ক্রেতা হারানোর আশঙ্কা, আবার দাম না বাড়ালে বাড়তি উৎপাদন খরচ সামলে ব্যবসা চালানো কঠিন। ল্যাংচার স্বাদ ও মান বজায় রেখে কীভাবে ক্রেতার নাগালের মধ্যে দাম রাখা যায়, সেটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। উৎসবের মরসুম দরজায় কড়া নাড়ছে। তার আগেই চিনির দামের ঊর্ধ্বগতি শক্তিগড়ের ল্যাংচা ব্যবসায়ীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও গভীর করেছে।

টাকা ফিরিয়ে নিতেই হবে, সটান হাজির বিডিও-র দরবারে! চাঞ্চল্যকর ঘটনা রঘুনাথগঞ্জে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৫ আগস্ট ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার তিন মাস পেরিয়ে গেলেও অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের টাকা পাওয়া এখনো একাধিক জায়গায় জটিলতা রয়েছে । রাজ্যজুড়ে আবেদনকারী মহিলাদের মধ্যে ক্ষোভ -বিক্ষোভ চলছে ভাতা না পাওয়াকে কেন্দ্র করে। এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই মুর্শিদাবাদে সামনে এল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এক পুরুষের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেল অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের খড়কাঠি এলাকার বাসিন্দা সামজাদ শেখের, যিনি দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবন্ধী ভাতা পান। তাঁর অ্যাকাউন্টেই গত ১৭ আগস্ট হঠাৎ ঢুকে যায় অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ৩,০০০ টাকা। সামজাদ শেখ ঘটনাটি জানতে পেরে নিজেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়ে। তিনি বলেন, ১৭ তারিখে হঠাৎই আমার পুত্রবধূ এসে জানায় আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার তিন হাজার টাকা ঢুকেছে। আমি পুরুষ মানুষ এবং প্রতিবন্ধী ভাতা ছাড়া আমার অ্যাকাউন্টে আর কোনও টাকা ঢোকার কথা নয়। তারপরেও এই টাকা ঢোকায় আমি দিশেহারা। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি এবং এই টাকা ফেরত দিতে চাই। সামজাদ শেখের জামাই টুটুল শেখ জানিয়েছেন, আমার শ্বশুর কোনওদিন অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদনই করেননি এবং যোগ্যও নন। তিনি আরও বলেন, আমার শ্বশুরমশাই প্রতিবন্ধী ভাতা পান। তাঁর এবং শাশুড়ি মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে লিংক রয়েছে ঠিকই, কিন্তু শাশুড়ি মা ষাটোর্ধ্ব হওয়ায় তাঁরও অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা পাওয়ার কথা নয়। তিনি আরও জানান, আমার শ্যালিকা অন্নপূর্ণা যোজনা পাওয়ার যোগ্য এবং তাঁর নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিবিটি লিংক করা আছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে শ্বশুরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কোনও সম্পর্ক নেই। তাহলে কীভাবে এই টাকা সামজাদ শেখের অ্যাকাউন্টে এল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। টুটুল বাবুর অভিযোগ, আমাদের অযথা হেনস্থা করার জন্য কিংবা প্রশাসনিক গাফিলতির জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে। এরপরই তাঁরা রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও অফিসে যোগাযোগ করেন। বিডিও অফিস থেকে ট্রেজারি চালানের ফর্ম পূরণ করিয়ে টাকা ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, তৃণমূল জমানাতেও মুর্শিদাবাদে একাধিক পুরুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা ঢুকে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তৎকালীন বিরোধী তথা বর্তমান শাসক দল বিজেপি সেই সময় প্রশাসনিক দুর্নীতি বলে সরব হয়েছিল। বেআইনি ভাবে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা নেওয়ায় অভিযোগে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল, বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকা থেকে একাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তারও হয়েছেন। তবে এবারের ঘটনায় প্রাপক নিজেই সততার পরিচয় দিয়ে টাকা ফেরত দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও শুভময় শুভময় মাঝি বলেন, গোটা ঘটনাটি আমাদের নজরে এসেছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

কৃষ্ণনগর থেকে জাপান, অগ্নিভ-র হাতে তৈরি দুর্গাপ্রতিমায় ছুঁয়ে গেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ২৫ আগস্ট ঃ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের মুকুটে আরও একটি নতুন পালক। শহরের তরুণ মৃৎশিল্পী অগ্নিভ পালের হাতে তৈরি দুর্গাপ্রতিমা এবার পাড়ি দিচ্ছে জাপানে। পড়াশোনার পাশাপাশি প্রতিমা তৈরির কাজ চালিয়ে অগ্নিভ যে শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন, সেটিই এবার বিদেশের মাটিতে পূজিত হবে। কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলা কুমোরপাড়ার বাসিন্দা অগ্নিভ পাল। বাবা অলোক পালের কাছেই তাঁর প্রতিমা তৈরির প্রথম পাঠ। মাত্র ১২-১৪ বছর বয়সে কাজ শেখা শুরু। বর্তমানে কৃষ্ণনগর ডিএল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অগ্নিভ। পাশাপাশি ঘূর্ণির রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী সুবীর পালের কাছে মৃৎশিল্পের কাজ শিখছেন তিনি। জাপানের জন্য তৈরি প্রতিমাটির উচ্চতা প্রায় চার ফুট দু'ইঞ্চি, চওড়া সাড়ে চার ফুট। প্রায় তিন মাসের পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে প্রতিমাটি। মাটির কাঠামো থেকে শুরু করে প্লাস্টারের ছাঁচ এবং পরে ফাইবারগ্লাসের মাধ্যমে প্রতিমাটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রতিমার রঙ করা এবং চক্ষুদানের কাজও করেছেন অগ্নিভ নিজেই। অগ্নিভের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ অবশ্য নতুন নয়। তিন বছর আগে তাঁর তৈরি প্রায় আড়াই ফুটের একটি দুর্গাপ্রতিমাও জাপানে পাঠানো হয়েছিল। জাপানে থাকা এক পরিচিত পরিবারের মাধ্যমেই এবার ফের প্রতিমা তৈরির বরাত পান তিনি। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই অগ্নিভর তৈরি দুর্গাপ্রতিমার জাপানযাত্রা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন শিল্পীমহলের অনেকে। ভবিষ্যতে মৃৎশিল্পকেই পেশা করে কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যকে আরও বড় পরিসরে পৌঁছে দিতে চান অগ্নিভ।

শিয়ালদহ ডিভিশন ভগবানগোলা স্টেশনে ট্রেন থামার সমস্যা সমাধান করে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করল

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ (ক) শিয়ালদহ-বহরমপুর রুটে যাত্রী-সুবিধার মানোন্নয়নঃ যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি এবং সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে, শিয়ালদহ ডিভিশন ভগবানগোলা স্টেশনে দীর্ঘদিনের একটি পরিচালনগত সমস্যার সফল সমাধান করেছে। পাশাপাশি, শিয়ালদহ-বহরমপুর রুটে যাত্রী- সুবিধার ব্যাপক মানোন্নয়নও করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে,

লালগোলাগামী দুটি এক্সপ্রেস ট্রেন-১৩১০৩ শিয়ালদহ (১৮.২০)-লালগোলা (২২.৪০) ভাগীরথী এক্সপ্রেস (ভগবানগোলা স্টেশনে ২২.০৭-২২.০৮) এবং ১৩১১৩ কলকাতা (০৬.৫০)- লালগোলা (১১.৫০) হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস (ভগবানগোলা স্টেশনে ১০.২৯-১০.৩০)-একই প্ল্যাটফর্মে দুবার থামতে বাধ্য হতো। এর কারণ ছিল প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য পুরো ট্রেনের জন্য অপর্যাপ্ত হওয়া। এই 'ডবল স্টপেজ' বা দুবার থামার বিষয়টি যাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করত এবং ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলত। এই সংক্রান্ত পরিচালনগত বিলম্ব দূর করতে এবং ক্রমবর্ধমান যাত্রীসংখ্যা সামাল দিতে, শিয়ালদহ ডিভিশন ভগবানগোলা স্টেশনে পরিকাঠামো উন্নয়নের বড় কাজ সম্পন্ন করেছে। **প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ ও উচ্চতা বৃদ্ধিঃ** ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কাজ এখন সম্পন্ন হয়েছে। প্ল্যাটফর্মগুলোর দৈর্ঘ্য ৩৫০ মিটার থেকে বাড়িয়ে ৩৮৫ মিটার করা হয়েছে। **প্ল্যাটফর্ম শেডঃ** প্ল্যাটফর্মে শেড বসানোর কাজ বর্তমানে সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে রয়েছে। **নতুন বুকিং অফিসঃ** প্রতিদিনের ক্রমবর্ধমান ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য একটি নতুন বুকিং অফিস তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে ৩টি সাধারণ এবং ১টি বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের (দিব্যাঙ্গজন) জন্য নির্ধারিত কাউন্টার থাকবে। **স্টেশনের উন্নত সুযোগ-সুবিধাঃ** উন্নতমানের নতুন টয়লেট ব্লকের নির্মাণকাজও সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে রয়েছে। • শিয়ালদহ- বহরমপুর সেকশন জুড়ে বড় ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ- শিয়ালদহ ডিভিশন এই বিভাগের শহরতলি ও আঞ্চলিক স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। যেসব বড় ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ সমাপ্তির পথে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- **বেলডাঙ্গা স্টেশনঃ** আবহাওয়া থেকে উন্নত সুরক্ষার জন্য প্ল্যাটফর্ম নং ২ ও ৩-এ যাত্রীদের জন্য শেড। প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষাগার (Waiting Hall) সংস্কার। প্ল্যাটফর্ম নং ২ ও ৩-এ বসার জন্য নতুন বেঞ্চ স্থাপন। **মুর্শিদাবাদ, ভাবতা, জিয়াগঞ্জ এবং পীরতলা স্টেশনঃ** যাত্রী-সুবিধা সংক্রান্ত কাজগুলো-যার মধ্যে রয়েছে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, প্ল্যাটফর্মে শেড নির্মাণ এবং বসার জন্য নতুন বেঞ্চ স্থাপন-এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন যে, পরিকাঠামোগত এই উন্নয়নমূলক কাজগুলি স্টেশন-পরিষেবার আধুনিকীকরণ, ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের সমস্ত যাত্রীর জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন ও ঝামেলামুক্ত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের দায়বদ্ধতারই প্রতিফলন।

বালুরঘাট বিএড কলেজে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির

রতন দে, বালুরঘাট, ২৫ আগস্ট ঃ সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বালুরঘাট বিএড কলেজ অটোনোমাসের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির। বালুরঘাট সাইবার থানা বালুরঘাট থানা এবং বালুরঘাট মহিলা থানার যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সাইবার ক্রাইম থানার আইসি সৌরভ ঘোষ মহিলা ও শিশু সুরক্ষা কর্মী সুরজ দাস বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আশিস দাস নামাভঙ্গি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিভাও রায় এবং বালুরঘাট বিএড কলেজের

অধ্যক্ষ ববি মহন্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও চন্দনের টিপ দিয়ে বরণ করে নেন। এরপর প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ছাত্রছাত্রীদের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সচেতনতা শিবিরের মূল পর্ব শুরু হয়। শিবিরে সাইবার অপরাধ থেকে কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা যায় মোবাইল ফোনের সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহারের ক্ষতিকর দিক অনলাইন প্রতারণা এবং গার্হস্থ্য হিংসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা অচেনা লিঙ্কে ক্লিক না করা ব্যক্তিগত তথ্য ও গোপনীয় নথি অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে শেয়ার না করা এবং অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। কলেজের অধ্যক্ষ ববি মহন্ত বলেন বর্তমান সময়ে সাইবার অপরাধ দ্রুত বাড়ছে এবং বহু মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের সাইবার প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। তাই আগামী দিনে আরও বেশি করে সাইবার নিরাপত্তা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা প্রয়োজন। সাইবার অপরাধের পাশাপাশি মোবাইল ফোনের সচেতন ব্যবহার এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সচেতনতার বিষয়গুলি নিয়ে এই শিবিরে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ায় উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

বেআইনিভাবে রক্ত বিক্রি, পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ৩ ল্যাব টেকনিশিয়ান গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ আগস্ট ঃ বেআইনিভাবে রক্ত বিক্রির চক্রে জ।তি থাকার অভিযোগে পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের তিন ল্যাব টেকনিশিয়ানকে গ্রেফতার করেছে এসিবি (অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো)। ঘটনার সূত্রপাত কিছুদিন আগে, যখন রোগী ও তাঁদের পরিবারের কাছে চড়া দামে বেআইনিভাবে রক্ত বিক্রির অভিযোগে এক দালালকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এই চক্রে হাসপাতালের ল্যাব টেকনিশিয়ানদের সরাসরি যুক্ত থাকার বিষয়টি সামনে আসে। তদন্তে জানা গেছে, ধৃত দালাল ও তার সহযোগীরা ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে সহজেই রক্ত পেয়ে যেত। এর বিনিময়ে ওই তিন ল্যাব টেকনিশিয়ানকে ইউপিআই-এর মাধ্যমে তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যেই প্রায় ১.৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। তদন্তকারী অফিসারদের দাবি, দালালচক্রের সদস্যরা বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আয়োজিত রক্তদান শিবির থেকে ১০০ থেকে ১৫০ টাকার বিনিময়ে 'ডোনার কার্ড' কিনে নিত। এরপর সেই ডোনার কার্ড ব্লাড ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে বিনামূল্যে রক্ত তুলে নিয়ে তা রোগীদের কাছে মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হতো। এই বেআইনি বিক্রির লভ্যাংশ দালাল ও ল্যাব টেকনিশিয়ানদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হতো। এই সমস্ত তথ্য প্রমাণ হাতে আসার পরেই পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের তিন কর্মী-সহ পুরো চক্রটির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয় এসিবি। এই চক্রে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত জারি রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পিয়ালী মাইতি দুইটি পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী যথাক্রমে প্রথমটি ডি. এস, আর হাওড়ায় রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং- ৩৯২, বুক-৪, ইংরাজী ২০০৮ সালে এবং দ্বিতীয়টি এ.ডি.এস.আর হাওড়ায় রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং- ৯৭৯, বুক-৪, ইংরাজী ২০১৩ সালের মারফৎ জগদীশপুর মৌজায় অবস্থিত এল. আর ৯২০, ১৪৭৬ খতিয়ানে এল. আর ৪৭২০ নং দাগে একটি জমি খরিদ করেন, যাহার দলিল নং- ০৬৮৫৬, বুক-১, ইংরাজী ২০২২ সালে এ. ডি. এস, আর হাওড়ায় রেজিস্ট্রিকৃত। উক্ত মক্কেল নাম খারিজের আবেদন করিয়াছেন। যদি কাহারও কোন অভিযোগ থাকে উক্ত জমি বিষয়ে তাহা হইলে অদ্য হইতে ১মাসের মধ্যে বি.এল.আর. ও বালী জগাছায় অবগত করাইবেন।

ধন্যবাদান্তে
বিনীত
Abhisek Roy
Advocate
JUDGES COURT, HOWRAH

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **সুবোধ রায়**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **উমা তরফদার**
ঠিকানাঃ **গ্রাম- বলি পাড়া, বাহাদুর, কোতয়ালী**
গ্রহীতাঃ **সুবোধ রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **161 13.9.02** নং বহি —— নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I- 1831/ 2019**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/7473**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- সাতখামার ৯ নং, সিট থানা- কোতয়ালী, জলপাইগুড়ি জেলা, খতিয়ান 56 এবং 107 দাগ নং. 487, 560, 573
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **সুবোধ রায়**
পিতাঃ ধীরেন্দ্র নাথ রায়
ঠিকানাঃ বলি পাড়া, পোঃ বাহাদুর, জলপাইগুড়ি

রঙিয়া ডিভিশনে সেস মেরামত

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৪৯-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ২০-০৮-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** (i) যোগীঘোপা-ধুপধারা-সেস মেরামত, (ii) ধুপধারা-আজারা-সেস মেরামত। **টেন্ডার মূল্য:** ৯,৩৩,৪৪,০৬৩.৯১/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১৮,৬৬,৯০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১১-০৯-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আইসিএফ এবং এলএইচবি উভয় কোচের এবং আন্ডারগিয়ার পরিষ্কারের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-১৪-২০২৬-২৭; তারিখ: ২০-০৮-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** ০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য ডিবিডব্লিউএস - এর আইসিএফ এবং এলএইচবি উভয় কোচের এবং আন্ডারগিয়ার পরিষ্কারের কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮৭,২৩,০৫২/-টাকা @১৮% জিএসটি সহ; **বায়না মূল্য:** ১,৭৪,৫০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১১-০৯-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডারনথি **১১-০৯-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-TENDER

NOTICE INVITING e-TENDER (NIeT) No. 07/2026-2027/ PLANNING (2nd Call) (Tender IDs 2026_DMMU_5020226_1), vide memo No. **1531 / Planning/ en, Dated 25/08/2026** in appropriate format are hereby invited by the District Planning Officer, Murshidabad, on behalf of the District Magistrate, Murshidabad from eligible bonafide outsider contractors/ agencies.
For details please visit **tenders.wb.gov.in**

District Planning Officer, Murshidabad
স্মারক নং **255/(2)** তথ্য / মুর্শিঃ তারিখঃ 25.8.2026

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for temporary arrangement of IT Infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP in connection with Rakhi Bandhan Utsab, 2026 at Ambedkar Colony, 34-Judges Court Road, Kolkata- 700027 on 28.08.2028." **[Job No. KIT/RW/147 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-080/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 27.08.2026 up to 03.00 PM
2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with Rakhi Bandhan Utsab, 2026 at Ambedkar Colony, 34-Judges Court Road, Kolkata- 700027 on 28.08.2028." **[Job No. KIT/RW/148 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-081/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 27.08.2026 up to 03.00 PM
3. Name of Work: "Provision for temporary arrangement of IT Infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP at Nazrul Mancha, Kolkata on 28-08-2026" **[Job No. KIT/RW/149 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-082/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 27.08.2026 up to 03.00 PM
4. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP at Nazrul Mancha, Kolkata on 28-08-2026" **[Job No. KIT/RW/150 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-083/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 27.08.2026 up to 03.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী গৌতম নস্কর, পিতা-নন্দলাল নস্কর সাং-জ্যোতগিরি, ডোমজুড়, হাওড়া। পায়রাটুঙ্গী মৌজায় অপর্না নস্কর থেকে চিত্রা নস্কর জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন, যাহার হাল দাগ ১৫০৬, ১৫১১ যাহার আমমোক্তার নং-২৬৯৪/২১, যাহার দলিল নং-৩৬১৩/২৬ বর্তমানে আমি নাম খারিজের জন্য আবেদন জমা করেছি। উক্ত দাতাগনের যদি কোনরুপ আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমানসহ বি.এল.এন্ড.এল.আরও ডোমজুড় অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী শ্রীমন্ত ঘাঁটি, পিতা-আনন্দ ঘাঁটি সাং-নারনা, ডোমজুড়, হাওড়া। নারনা মৌজায় অজয় ঘোষ দিগরের থেকে পলাশ দাস দিগর জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন, যাহার হাল দাগ ৫৩৬৭ যাহার আমমোক্তার নং-৮৬৯৬/২২, যাহার দলিল নং-২৩৮১/২৬ বর্তমানে আমি নাম খারিজের জন্য আবেদন জমা করেছি। উক্ত দাতাগনের যদি কোনরুপ আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমানসহ বি. এল. এন্ড. এল. আরও ডোমজুড় অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

Office of the Nowpukuria Gram Panchayat

Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/62
Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of road at 7(Seven) different places. Source of Fund: 15th FC (un-tied)/2025-26. Last date of submission of Bid on 05.09.2026 up to 05.00 PM. Bid Opening Date on 07.09.2026 at 11.30 am. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

NIT No. - 02/BDO/MAN-I/2026-27(3rd call) on behalf of the Governor of West Bengal 01 (One) nos. sealed tender consisting of 01 (One) nos. for Construction of Different Development Schemes are Invited by the Undersigned from the bonafled and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T.
For detall of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Tender amount etc. may be viewed from **http//tenders.wb.gov.in** & office Notice Board in office hour.
Last date of application for **NIT No. -02/BDO/MAN-1/2026-27(3rd call) is 01.09.2026 upto 6 PM.**

Sd/-
Block Development Officer
Manbazar-I Development Block
Memo no: 1174/ICA /PURU Dt-25/8/26.

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/11/EE-II/26-27 Dated: 21-08-2026
WB-HMC/NIT/ED/12/EE-II/26-27 Dated: 24-08-2026

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া পৌরনিগম এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন রাস্তা সিমেন্ট-কংক্রিট কাজের মাধ্যমে মেরামত ও উন্নয়নের জন্য, সমজাতীয় কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সক্ষম ও প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ বা https://wbtenders.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। **অনলাইনে বিড বা দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ১৬.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত।** কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার এইচএমসি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

৬০(৩) / ২৬-২৭
২৫।৮ ।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK PROGRAMME OFFICER & BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
JOYPUR DEVELOPMENT BLOCK

P.O: GarhJoypur, Joypur, Purulia

E- QUOTATION NO. WB/PUR/JDB/PO/VB-G RAM G/NIQ-1(e)/2026-27
E - QUOTATION of material supply for 07 nos. Gram Panchayat under **VB-G RAM G** are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 2.00 PM of 10/09/2026.** For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **https://tenders.wb.gov.in** before the Last date for submission of bid documents.

Programme Officer
& Block Development Officer,
Joypur Development Block
Purulia

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICR

At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.
Memo. No. 2558/PO/JLD-II Dated: 25/08/2026

Notice
Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-Quotation as follows: **NIQ No.-02(e)/BDO/JLD-11/2026-27(3rd call) memo no-2558/ PO/JLD-II dt.25.08.2026, for 09 no. scheme (Tender ID 2026_DM_5020128_1 to 2026_DM_5020128_9)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is **01.09.2026 up to 6-00 pm** respectively.
Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মাল্টি পার্পোজ স্টল ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে ০৭টি এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল ইউনিটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** C-AP-MPS-7-26, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ০৪-০৯-২০২৬ তারিখের **১২.৩০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪-০৯-২০২৬ তারিখের **১৪.০০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-এপিডিজে-এইচএসএ-এমপিএস-৭২-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় বহুমুখী স্টল -এর ব্যবস্থা।
এএ/২	এমপিএস-এপিডিজে-জেপিই-এমপিএস-৬৭-২৬-২ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় বহুমুখী স্টল -১ এর ব্যবস্থা।
এএ/৩	এমপিএস-এপিডিজে-জিইউপি-এমপিএস-৬১-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	গৌরীপুর স্টেশনের পিএফ-১-এ এমপিএস ইউনিট প্রদানের ব্যবস্থা।
এএ/৪	এমপিএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এমপিএস-২২-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	ধুবড়ি স্টেশনের পিএফ-১-এ বহুমুখী স্টল-এর ব্যবস্থা।
এএ/৫	এমপিএস-এপিডিজে-ডিকিউজি-এমপিএস-৩-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	ধূপগুড়ি স্টেশনের পিএফ-২-এ বহুমুখী স্টল প্রদানের-এর ব্যবস্থা।
এএ/৬	এমপিএস-এপিডিজে-এপিডিজে-এমপিএস-৪৯-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	আলিপুরদুয়ার স্টেশনের চার্কুলেটিং এলাকায় এমপিএস ইউনিট প্রদানের ব্যবস্থা।
এএ/৭	এমপিএস-এপিডিজে-জেপিই-এমপিএস-৬৮-২৬-২ (এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল)	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ বহুমুখী স্টল-৫ এর ব্যবস্থা।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, had earlier opened a special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares originally submitted before April 01, 2019 for a period of six months from July 07,2025 till January 06, 2026.

Further with a view to facilitate the investors, SEBI vide its Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated 30th January, 2026 has opened another special window for transfer and dematerialisation ("demat") of physical shares which were sold/purchased prior to April 01, 2019. This special window shall remain open for a period of one year i.e. from February 05, 2026 to February 04, 2027.

The said facility is also available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents /process/ or otherwise.

During the period, eligible shareholders may re-lodge their earlier requests with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), **M/s. MUFG Intime India Private Limited, Operational Address:** Rasoi Court, 5th Floor,20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata - 700001, West Bengal, India, along with required documents rectifying the deficiencies, if any.

The detailed circular is also available on the website of the Company at **www.centuryextrusions.com**

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary
Membership No. : A35350

Date: August 25, 2026
Place: Kolkata

পাটনায় ছাত্র বিক্ষোভে জলকামান ও লাঠিচার্জ! মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে মিছিল এগোতেই উত্তেজনা

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ২৫ আগস্টঃ বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষা বাতিল, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একাধিক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার আবারও উত্তাল হয়ে উঠল পাটনা। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থী এদিন রাজ্য রাজধানীর রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। গান্ধী ময়দান থেকে শুরু হওয়া সেই বিশাল মিছিল ক্রমে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর বাসভবনের দিকে এগোতে থাকলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সরকারি নিরাপত্তার জন্য তৈরি একাধিক ব্যারিকেড অতিক্রম করে আন্দোলনকারীরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাঁধে। সকাল থেকেই গান্ধী ময়দান চত্বরে জমায়েত হতে শুরু করেন চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের মূল অভিযোগ, বিপিএসসি-এর বিভিন্ন পরীক্ষার আয়োজন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বার বার অনিয়মের অভিযোগ সামনে এলেও তার যথাযথ সমাধান হচ্ছে না। বিশেষ করে ৭০তম বিপিএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন তাঁরা। পাশাপাশি অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষাগুলিও এক দফায় সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করার দাবি জানানো হয়েছে। বর্তমানে পাটনার গর্দানীবাগে অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন একদল পড়ুয়া ও চাকরিপ্রার্থী। সেই আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর আকার দেওয়ার লক্ষ্যেই মঙ্গলবার গান্ধী ময়দান থেকে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। মিছিল যত মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে এগোতে থাকে, ততই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে শুরু করে। আন্দোলনকারীদের আটকাতে রাজপথের একাধিক জায়গায় পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই ব্যারিকেড পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ। এরপর তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। পাশাপাশি চলে লাঠিচার্জ এবং ধরপাকড়। পুলিশি বাধার মুখেও আন্দোলনকারীদের একাংশ রাস্তা ছাড়তে রাজি হননি। নিজেদের দাবিতে তাঁরা অনড় থাকেন। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও বিক্ষোভকারীদের মিছিল থামানো সহজ হয়নি। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের দাবির বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। ফলে বাধ্য

হয়েই তাঁরা আরও বড় আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু ছাত্রছাত্রী এবং চাকরিপ্রার্থীরাই নন, মঙ্গলবারের মিছিলে যোগ দেন বিহারের ভূমি ও জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরত কৃষক সংগঠনের সদস্যরাও। হাতে কালো পতাকা নিয়ে তাঁরা চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে মিছিলে হাঁটেন। ফলে বিক্ষোভের পরিসর আরও বাড়ে এবং আন্দোলন একাধিক সামাজিক ও সরকারি দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ছাত্রনেতাদের অভিযোগ, সরকার তাঁদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা না করে অপেক্ষাকৃত জুনিয়র আধিকারিকদের মাধ্যমে বৈঠক করে বিষয়টি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী অথবা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করতে হবে। সেই বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহারের কোনও প্রশ্ন নেই বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এক ছাত্রনেতার বক্তব্য, প্রশাসন শুধুমাত্র জুনিয়র অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা এড়িয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী অথবা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। তাঁদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার মধ্যেই পড়ুয়া ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ শোনার জন্য রাজ্য সরকারের তরফেও নতুন উদ্যোগের ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী একটি বিশেষ পোর্টাল চালুর কথা জানিয়েছেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও পড়ুয়ারা নিজেদের অভিযোগ অনলাইনে জানাতে পারবেন। শুধু অনলাইন ব্যবস্থাই নয়, প্রতি মাসের চতুর্থ মঙ্গলবার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'শিক্ষার্থী সহায়তা শিবির' আয়োজন করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পড়ুয়াদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ সরাসরি শোনার জন্য এই শিবিরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সরকারের তরফে অভিযোগ জানানোর জন্য টোল-ফ্রি নম্বর ১১০০-এর কথাও জানানো হয়েছে। এই নম্বরে অভিযোগ জানানো হলে ৩০ দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তির নিশ্চয়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সমস্যা দ্রুত প্রশাসনের নজরে এনে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তার সমাধান করার ব্যবস্থার কথা জানিয়েছে সরকার। তবে সরকারের এই নতুন উদ্যোগেও আপাতত সন্তুষ্ট নন বিপিএসসি চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের মূল দাবি এখনও পূরণ হয়নি বলেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তাঁরা অনড়। ৭০তম বিপিএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবি, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগের যথাযথ সমাধান এবং অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষা এক দফায় সুষ্ঠু ভাবে আয়োজনের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ফলে মঙ্গলবারের পাটনার এই বিক্ষোভ আপাতত বিহারের নিয়োগ পরীক্ষা ও সরকারি চাকরির প্রক্রিয়াকে ঘিরে তৈরি হওয়া অসন্তোষেরই বড় প্রকাশ হয়ে উঠল। এক দিকে পুলিশের জলকামান, লাঠিচার্জ ও ধরপাকড়, অন্য দিকে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নতুন পোর্টাল এবং শিবিরের ঘোষণা - দুইয়ের মাঝেও আন্দোলনকারীদের মূল দাবি এখনও অমীমাংসিত। ফলে আগামী দিনে বিপিএসসি চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর।

২১ দিনের ছুটি রাম রহিমের

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ খুন ও ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিংকে ফের ২১ দিনের ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে আবারও জেলের বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন তিনি। মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ রোহতকের সুনারিয়া জেল থেকে বেরিয়ে সিরসায় নিজের ডেরায় যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ২০১৭ সালে দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ২০ বছরের কারাদণ্ড হয় রাম রহিমের। এছাড়াও ডেরা ম্যানেজার রণজি সিং খুনের মামলাতেও তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। গুরুতর অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বারবার প্যারোল বা ছুটি পাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছেন তিনি। গত বছর জানুয়ারিতে ২০ দিনের প্যারোল, এপ্রিলে ২১ দিনের প্যারোল এবং আগস্টে ৪০ দিনের প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন রাম রহিম। এরপর মে মাসের শেষ সপ্তাহে আরও ৩০ দিনের ছুটি পান। চলতি বছরের জানুয়ারিতেও তাঁকে ৪০ দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। মে মাসে ৩০ দিনের ছুটি শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক মাস পর ফের ২১ দিনের জন্য জেলের বাইরে যাওয়ার অনুমতি মিলল।

হিসেব অনুযায়ী, ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে মোট ৩২৬ দিন প্যারোলে জেলের বাইরে ছিলেন ডেরা প্রধান।

ফুটপাতে থাকা মা ও নবজাতকের পাশে থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

সৈকত দাস, কলকাতা ঃ পার্ক স্ট্রিট চত্বরে ফুটপাতের ধারে সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে থাকা এক মায়ের সঙ্গে প্রশাসনের আচরণকে ঘিরে বিতর্কের আবহের মধ্যেই এবার ওই মা ও তাঁর শিশুর পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবারে' সন্তানকে কোলে নিয়ে হাজির হন ওই মহিলা, গীতা দেবী। তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। ঘটনার সূত্রপাত গত শনিবার। নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত করার পরিস্থিতি পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় পার্ক স্ট্রিট চত্বরে একটি ফুটপাতের ধারে গীতা দেবীকে তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর জন্য আগুন জ্বালিয়ে দুধ গরম করতে দেখা যায় বলে জানা যায়। পরিদর্শনরত মন্ত্রী তাঁকে ফুটপাত দখল করে না থাকতে এবং সেখানে আগুন না জ্বালানোর নির্দেশ দেন। ঘটনাটির ছবি ও ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় চাপানউতোর।এরপর মঙ্গলবার 'জনতার দরবারে' মুখ্যমন্ত্রীর সামনে উপস্থিত হন গীতা দেবী। সন্তানকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফুটপাত দখল করে বসবাস না করার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের থাকার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসে আপাতত স্বস্তির বার্তা পেলেন সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে অনিশ্চিত জীবনযাপন করা ওই মা। এদিনের কর্মসূচি থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেন শুভেন্দু অধিকারী।

অভিষেককে নিয়ে 'সুপ্রিম' শর্ত মানল

১-র পাতার পর-আইনি বাধা রইল না। সুপ্রিম কোর্ট যে শর্ত সাপেক্ষে তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল, তাতেই সায় দিয়েছে উচ্চ আদালত। এই নির্দেশে বড়সড় ধাক্কার রাজ্য সরকারের, এদিকে আইনি লড়াইয়ে ফের বড় স্বস্তি পেলেন তৃণমূল সাংসদ। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই অভিষেকের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা রুজু হয়েছিল। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি মামলায় আদালত তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। হাইকোর্ট আগেই স্পষ্ট জানিয়েছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে আপাতত কোনও কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি তদন্তের প্রয়োজনে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে তদন্তকারী আধিকারিকদের অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দেওয়া বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, আদালত তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কোনও প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছিল। বর্তমানে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বিরুদ্ধে মোট ১৬টি ভিন্ন অভিযোগ দায়ের রয়েছে, যা এখনও বিচারাধীন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে, চোখের চিকিৎসার জন্য অভিষেকের বিদেশ যাত্রা নিয়ে আপত্তি তোলে রাজ্য সরকার। তাদের আশঙ্কা ছিল, চিকিৎসার বাহানায় বিদেশে গেলে তিনি হয়তো আর দেশে ফিরে আসবেন না। রাজ্য সরকারের তরফে আদালতে এর তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

পার্কস্ট্রিট কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র

১-র পাতার পর-গতকাল বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বললেন যে, 'আপনি যাতে রাস্তায় বের হতে না পারেন সেটা আমি দেখব'। এটা চূড়ান্ত নারী বিদ্বেষ। এমন এর আগে কখনও হয়নি যে একজন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে হুমকি দিচ্ছেন। মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন, রাষ্ট্রপতি কোথায়? এটা তো গুণ্ডাদের ভাষা।'' বয়স সংক্রান্ত মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ''আসলে আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামলাতে পারছেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তুলে কথা বলছেন কেন? এটা কোনও কথা, 'বয়স হচ্ছে বিশ্রাম নিন'। মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে একটা হাঁটার কম্পিটিশন হোক, সারা পৃথিবী দেখুক। এক্সারসাইজ আর হাঁটার প্রতিযোগিতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাগজে-কলমে যা বয়স, বাস্তবে তার থেকে বয়স অনেকটাই কম।'' এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় রাজনীতি টেনে তিনি আরও বলেন, ''মমতাদির থেকে তো কয়েক বছরের বড় নরেন্দ্র মোদি, আর শুভেন্দু অধিকারী ক্যাম্প করেন অমিত শাহের। এটা নরেন্দ্র মোদিকে সরানোর জন্য অমিত শাহের ক্যাম্প থেকে করানো হচ্ছে না তো? শুভেন্দু অধিকারী হয়তো চাইছেন অমিত শাহকে প্রোজেক্ট করতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে তো অনেকটাই বড় নরেন্দ্র মোদি, তাই কি নরেন্দ্র মোদিকে সরাতে চাইছেন বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে এমন

জাতিভিত্তিক জনগণনার প্রশ্ন বাতিল করুক কেন্দ্র! প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কড়া চিঠি খাড়গে ও রাহুলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্টঃ দেশজুড়ে জাতিভিত্তিক জনগণনার বর্তমান পদ্ধতি নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। এই প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি 'ধাপাভাজি' বা লোকদেখানো বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যৌথভাবে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। চিঠিতে তাঁরা কেন্দ্রের বর্তমান প্রশ্নমালা বাতিল করে রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নতুন প্রশ্নমালা তৈরি করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমান পদ্ধতিতে যে জাতিভিত্তিক জনগণনা চালানো হচ্ছে, তা কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়ে খাড়গে ও রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বেশ কিছু গুরুতর ত্রুটির কথা তুলে ধরেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, সরকার জনগণনায় জাতির তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য যে 'ওপেন-এন্ডেড' প্রশ্ন পদ্ধতির পথ বেছে নিয়েছে, তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এই পদ্ধতিতে কোনও ব্যক্তি তাঁর জাতির নাম যেভাবে বলবেন, ঠিক সেভাবেই তা লিখে নেওয়া হবে। খাড়গে এবং রাহুলের যুক্তি, ভারতে একই জাত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে, উপনামে বা স্থানীয় ভাষাগত পার্থক্যে পরিচিত। এর ফলে একই জাতির মানুষ আলাদা আলাদা নামে নথিভুক্ত হলে একটিমাত্র জাতি হাজার হাজার স্বতন্ত্র নামে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। এর জেরে লাখ লাখ জাতের নামের একটি তালিকা তৈরি হবে, যা আদতে এই জনগণনা থেকে প্রাপ্ত পুরো ডেটাসেটটিকে বা তথ্যভাণ্ডারকে সম্পূর্ণ অর্থহীন করে তুলবে বলে দাবি করেছেন দুই নেতা। খাড়গে ও রাহুলের মতে, কোনও সম্প্রদায়ের প্রকৃত জনসংখ্যা সঠিকভাবে রেকর্ড না হলে তাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়নও ব্যাহত হবে। এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে পিছিয়ে পড়া, অতি পিছিয়ে পড়া এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির ওপর। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সিদ্ধান্তগুলিও এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এই জনগণনায় 'অনগ্রসর শ্রেণি' কথাটিই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর ফলে দেশের ওবিসি জনসংখ্যার আসল পরিমাণ সামনে আসবে না। এই সমস্যার সহজ সমাধানের কথা উল্লেখ করে খাড়গে ও রাহুল গান্ধি বলেছেন, তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতিদের গণনার জন্য যেমন একটি নির্দিষ্ট ড্রপ-ডাউন তালিকা ব্যবহার করা হয়। ঠিক তেমনই জাতের একটি তালিকা তৈরি করা উচিত।

NAME CHANGE

I, Vikash Shrivastava, S/o.- Pramod Shrivastava (Old Name), Sree Enclave, Block-A, Flat No. 4D, RE-42/1A, Raghunathpur, PO- Desh Bandhu Nagar, District- North 24 Parganas, Pin Code - 700059, I have change my & Father's name from Vikash Shrivastava, S/o.- Pramod Shrivastava (Old Name) to Vikash Kumar Shrivastava, S/o.- Pramod Kumar Shrivastava (New Name) henceforth be known as Vikash Kumar Shrivastava, S/o.- Pramod Kumar Shrivastava (New Name), vide an Affidavit No. 11889, dt. 25.08.26, before the Ld. 1st Class E.M. at Howrah. That, Vikash Kumar Shrivastava, S/o.- Pramod Kumar Shrivastava (New Name) & Vikash Shrivastava, S/o.- Pramod Shrivastava (Old Name) all are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Anesur Rahaman (Old Name) S/O–Nababuddin Biswas residing at Laxminagar , PO-Dhuliyan , PS-Samserganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Anesur Rahaman to Md Anesur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Anesur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My name Md Anesur Rahaman & Anesur Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Salam (Old Name) S/O–Abdus Samed residing at Tarbagan Road , PO-Dhuliyan , PS-Samserganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Salam to Abdus Salam and henceforth I shall be known as Abdus Salam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My name Abdus Salam & Abdul Salam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Faruque Hossain & Md Faruque Hossain (Old Name) S/O–Amam Hossain residing at Pardeonapur , PO-Deonapur , PS-Baishnabnagar , Dist-Malda, West Bengal 732210 do hereby declared that I have changed my name from Faruque Hossain & Md Faruque Hossain to Faruk Hossain and henceforth I shall be known as Faruk Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My name Faruk Hossain & Faruque Hossain & Md Faruque Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asgar Sk (Old Name) S/O–Ismail Sekh residing at Vill-Charka , PO & PS-Raghunathganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742225 do hereby declared that I have changed my name from Asgar Sk to Asgar Ali and henceforth I shall be known as Asgar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My name Asgar Ali & Asgar Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Samir Sk my father's (Old Name) Mastafa Sk resident of Vill-Khoribona Majpara , PO & PS-Raghunathganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742225 do hereby declared that I have changed my father's name from Mastafa Sk to Mostafa Sk and henceforth my father's name shall be known as Mostafa Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My father's name Mostafa Sk & Mastafa Sk both are same and one identical person.

শ্রাবণী মেলা ২০২৬-এ লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলওয়ের বিশেষ উদ্যোগ

কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ ২০২৬ সালের শ্রাবণী মেলার ২৬তম দিন, অর্থাৎ ২৪ আগস্ট ২০২৬-কে কেন্দ্র করে পূর্ব রেলওয়ে লক্ষ লক্ষ ভক্ত পুণ্যার্থীর নিরাপদ, আরামদায়ক ও সুষ্ঠু যাত্রা নিশ্চিত করতে নিরলস পরিষেবা অব্যাহত রেখেছে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের দূরদর্শী নির্দেশনায়, গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানগুলিতে বিপুল সংখ্যক যাত্রীর চাপ সফলভাবে সামলানোর পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা ও বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শুধুমাত্র ২৪ আগস্ট, জসিডি-তে ৬৮,২৬৮ জন, বৈদ্যনাথধামে ৭,১৪৩ জন, দেওঘরে ২২,৬২৭ জন, বাসুকিনাথে ১৯,৬৭৫ জন এবং সুলতানগঞ্জে আগত ৩৫,৩০৯ জন পুণ্যার্থীকে পরিষেবা দেওয়া হয়। তারকেশ্বরেও ৩৫,৭১১ জন যাত্রী যাতায়াত করেন। দিনের বিপুল যাত্রী চলাচল সামাল দিতে পূর্ব রেলওয়ে একাধিক বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করে। এর মধ্যে জসিডি-তে ৩৩টি, বৈদ্যনাথধামে ৬টি, দেওঘরে ২১টি এবং বাসুকিনাথে ১৩টি বিশেষ ট্রেন পরিচালিত হয়। সুলতানগঞ্জ স্টেশনের জন্যও বিশেষ ট্রেন পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়। সুষ্ঠু ট্রেন চলাচলের পাশাপাশি, সেদিন জসিডি-তে ৩১৫টি চিকিৎসা সহায়তা এবং ৫টি হুইলচেয়ার, বৈদ্যনাথধামে ২টি হুইলচেয়ার, দেওঘরে ১২৪টি চিকিৎসা সহায়তা ও ১টি হুইলচেয়ার, বাসুকিনাথে ১৯৫টি চিকিৎসা সহায়তা ও ১টি হুইলচেয়ার, সুলতানগঞ্জে ৩৭টি চিকিৎসা সহায়তা ও ১টি হুইলচেয়ার এবং তারকেশ্বরে ৩৬টি চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। এই নির্বিঘ্ন পরিচালনা এবং পুণ্যার্থীদের প্রতি অসাধারণ যত্নের পেছনে রয়েছে পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত সিনিয়র অফিসার, ডিভিশনাল

অফিসার এবং বিভিন্ন বিভাগের মাঠপর্যায়ের কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও অনুকরণীয় সমন্বয়। তাঁদের ২৪ ঘণ্টার নজরদারি, পরিচালনাগত পরিকল্পনা এবং নিঃস্বার্থ পরিষেবার ফলে প্রতিটি যাত্রীর যাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উৎসব শুরুর পর থেকে সামগ্রিক পরিসংখ্যান এই বিশাল সাফল্যেরই প্রতিফলন। ৩০ জুলাই ২০২৬ থেকে ২৪ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত জসিডি ১৭,৩৪,৮৮৩ জন যাত্রীকে পরিষেবা দিয়েছে, ৮,৫৮১টি চিকিসা সহায়তা এবং ১৬০টি হুইলচেয়ার প্রদান করেছে। এই সময়ে ১১,০৭৪টি কোচ-সহ ৭৬৪টি বিশেষ ট্রেন পরিচালিত হয়েছে এবং কর্তব্যরত ৬,৪৭৭ জন RPF কর্মী নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। একই সময়ে, সুলতানগঞ্জ স্টেশনে আগত ১৬,০০,৮৯৪ জন যাত্রীকে সামলানো হয়েছে। সেখানে ৯১৪টি চিকিৎসা সহায়তা ও ২৫টি হুইলচেয়ার প্রদান করা হয় এবং ৮৮৮টি কোচ-সহ ৬৪টি বিশেষ ট্রেন পরিচালিত হয়। এই পরিষেবায় ২,৯২৮ জন RPF কর্মী নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও, দেওঘরের সামগ্রিক পরিসংখ্যান অনুযাযী ৪,৬৯,৯৬৫ জন যাত্রীকে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, ৪,৫১৩টি চিকিৎসা সহায়তা এবং ১৩টি হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়েছে। বাসুকিনাথে ৪,০২,৭৩৬ জন যাত্রী, ১৩,৯৫৮টি চিকিৎসা সহায়তা এবং ১১টি হুইলচেয়ার এবং বৈদ্যনাথধামে ১,৫৯,৮৯৭ জন যাত্রী, ২,২৪৯টি চিকিৎসা সহায়তা ও ২৪টি হুইলচেয়ার নথিভুক্ত হয়েছে। এদিকে, ১৮ জুলাই ২০২৬ থেকে ২৪ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত তারকেশ্বর ২৬,৩৪,৮৯০ জন যাত্রীকে পরিষেবা দিয়েছে, ১,২৬৭টি চিকিৎসা সহায়তা এবং ৭১টি হুইলচেয়ার প্রদান করেছে। এই সময়ে ৫৫২টি কোচ-সহ ৪৬টি বিশেষ ট্রেন পরিচালিত হয় এবং ৪,৫৪৫ জন RPF কর্মী নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। রেলওয়ের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, শ্রাবণী মেলার সময় আমাদের অগ্রাধিকার হল প্রতিটি ভক্তের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং কল্যাণ। সমস্ত পুণ্যার্থীর জন্য নির্বিঘ্ন ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত যাত্রা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলওয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং নিবেদিত পরিষেবা প্রদানে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২০ এনসিপিআই সাংসদকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

১-র পাতার পর-তৃণমূল সাংসদ। টিএমসি-র বক্তব্য, সাংসদ পদের যোগ্যতার ফয়সালা অনির্দিষ্টকাল ঝুলিয়ে রাখা যায় না। দলের তরফে সুপ্রিম কোর্টের আগের রায়ের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দলত্যাগ সংক্রান্ত বিষয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্ত একটি যুক্তিযুক্ত এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হওয়া উচিত। অভিষেকের আবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, বিদ্রোহী সাংসদরা সংসদের বাইরে নিজেদের এনসিপিআই-এর সদস্য হিসেবে তুলে ধরলেও সংসদের ভিতরে তাঁদের অবস্থান নিয়ে এখনও অস্পষ্টতা রয়েছে। এমনকী, তাঁদের বসার ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হলেও বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে টিএমসি। তৃণমূলের দাবি, এই আচরণ দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়ে এবং তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ হওয়া উচিত।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করার জন্য বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে

গোরখপুর, ২৫শে আগস্টঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন পরিকাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার জন্য বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই লক্ষ্যে, যাত্রীদের এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত সহজ করার জন্য উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে অসংখ্য এসকেলেটর ও লিফট স্থাপন করা হয়েছে। ৭১টি অতিরিক্ত এসকেলেটর এবং ৫৭টি অতিরিক্ত লিফট স্থাপনের কাজ চলছে। বর্তমানে, যাত্রীদের সুবিধার জন্য ১৭টি স্টেশনে মোট ৬৩টি এসকেলেটর স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে গোরখপুর জংশনে চারটি, বস্তিতে দুটি, গোন্ডা জংশনে দুটি এবং লখনউ জংশনে একটি রয়েছে। গোমতি নগরে ০২টি, গোমতি নগরে ১৯টি, ডালিগঞ্জে ০৪টি, বেনারসে ০৪টি, ছাপরায় ০২টি, মৌ-তে ০২টি, সিওয়ানে ০২টি, গাজিপুর সিটিতে ০২টি, বল্লিয়ায় ০২টি, দেওরিয়া সদরে ০২টি, ইজ্জতনগরে ০৫টি, বরেলি সিটিতে ০৪টি, পিলিভিটে ০৩টি এবং তানাকপুর স্টেশনে ০২টি এসকেলেটর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে মোট ৭১টি অতিরিক্ত এসকেলেটর স্থাপনের কাজ চলছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ২৫টি স্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য মোট ৮১টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে গোরখপুর জংশনে ০৮টি, খলিলাবাদে ০২টি, বস্তিতে ০২টি, গোন্ডায় ০২টি এবং লখনউ জংশনে ০২টি রয়েছে। বারাবাঙ্কিতে ০৩, গোমতী নগরে ১৮, আইশবাগে ০২, সীতাপুরে ০২, সিদ্ধার্থ নগরে ০২, বেনারসে ০৬, ছাপরাতে ০৩, বালিয়ায় ০৩, প্রয়াগরাজ রামবাগে ০৩, মৌ-এ ০২, গাজীপুর সিটিতে ০২, ভারসিপুর সিটিতে ২০, মাউ-এ ২০ সুরেমানপুরে ০২, সিওয়ানে ০১, ইজ্জতনগরে ০৩, পিলিভীতে ০৩, বেরেলি সিটিতে ০২, কাঠগোদামে ০২, কাশিপুরে ০২ এবং টনকপুর স্টেশনে ০২ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রাইট ইনুভা নো-হাউ লিমিটেড

পূর্বনাম দ্য রাইট অ্যাড্রেস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ সাগর এস্টেট, ৪র্থ তল, ২, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

ফোনঃ ২২৩-৪৫৭১/৭২/৭৩, ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-২২৪৮-৭৬৬৯/২২৪৩-৪৭৩৬

ইমেলঃ mkiris@keventer.com, ওয়েবসাইটঃ rightaddressltd.in

সিআইএন নং.ঃ এল৫১১০৯ডব্লুবি১৯৭৪পিএলসি০২৯৬৩৫

পোস্টাল ব্যালট ও ই-ভোটিংয়ের ফলাফল

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১১০ ধারা এবং তৎসহ পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত)-এর বিধান অনুযায়ী, ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে রাইট ইনুভা নো-হাউ লিমিটেড-এর ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্বেচ্ছায় তালিকাচ্যুতির লক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন গ্রহণের জন্য ১৫ জুলাই, ২০২৬ তারিখে একটি পোস্টাল ব্যালট নোটিশ জারি করা হয়েছিল। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম জমা দেওয়া এবং ই-ভোটিং-এর সর্বশেষ তারিখ ছিল ২১ আগস্ট, ২০২৬।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, স্ক্রুটিনাইজার ২৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত তাঁর প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং কোম্পানির হোল-টাইম ডিরেক্টর জনাব ললিত তলওয়ার (ডিআইএনঃ ০৬৭৪৫৫৮১) তা অবহিত হয়েছেন। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, কোম্পানির হোল-টাইম ডিরেক্টর শ্রী ললিত তলওয়ার (ডিআইএনঃ ০৬৭৪৫৫৮১) ২৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণায় জানানো হয়েছে যে, কোম্পানিটির শেয়ারহোল্ডাররা ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড যেখানে কোম্পানিটির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত ছিল তা থেকে স্বেচ্ছায় ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাচ্যুতির বিশেষ প্রস্তাবের পক্ষে তাঁদের সম্মতি প্রদান করেছেন।

২৫শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখের স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, চেয়ারম্যান পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল নিম্নরূপ ঘোষণা করেছেনঃ

আইটেম নং.	বিশেষ প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বৈধ ভোটের মোট সংখ্যা	ধরন	পক্ষে প্রদত্ত মোট ভোট		বিপক্ষে প্রদত্ত মোট ভোট	
				শেয়ারের সংখ্যা	ভোটের %	শেয়ারের সংখ্যা	ভোটের %
১	সেবি (ইক্যুইটি শেয়ারের ডিলিস্টিং) প্রবিধান, ২০২১ (সংশোধিত)-এর অধীনে একটি বিশেষ প্রস্তাবনা, যার উদ্দেশ্য হলো দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড- যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে-সেখান থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলো স্বেচ্ছায় তালিকা-বহির্ভূত (ডিলিস্ট) করা	৩৯	ভৌত	-	-	শূন্য	শূন্য
			ইলেকট্রনিক	২১,৩৯,৮৩৮	১০০%	শূন্য	শূন্য
			মোট	২১,৩৯,৮৩৮	১০০%	শূন্য	শূন্য

তদনুসারে, প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উপরোক্ত বিশেষ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। স্ক্রুটিনাইজার কর্তৃক পোস্টাল ব্যালট ও ই-ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষণার তারিখ ২৫ আগস্ট, ২০২৬ হলেও, বিশেষ প্রস্তাবটি ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে-অর্থাৎ পোস্টাল ব্যালট বা ই-ভোটিং গ্রহণের শেষ দিনে-গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। পোস্টাল ব্যালট ও ই-ভোটিং-এর ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের সাথে এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, সেখানেও তা অবহিত করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
রাইট ইনুভা নো-হাউ লিমিটেড
স্বা/-
ললিত তলওয়ার
হোল-টাইম ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৬৭৪৫৫৮১

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৬

NAME CHANGE

I, Sahil Sk (Old Name) S/O–Asgar Ali residing at Vill-Charka , PO & PS-Raghunathganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742225 do hereby declared that I have changed my name from Sahil Sk to Sahel Sk and henceforth I shall be known as Sahel Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My name Sahel Sk & Sahil Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Khairunnesha Begam, W/O- SK Nurul Islam, resident of Vill- Tentulmuri, P.O.-Mohara, District-Purba Barddhaman, West Bengal, PIN-713428, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as KHAIRUNNESA BEGAM in all purposes, vide affidavit No- 118, dated 25.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Khairunnesha Begam and Khairunnesa Begam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Niatai Biswas (Old Name) S/O–Golok Biswas residing at Vill-Daula , PO-Purbanowpara , PS-Dhantala , Dist-Nadia, West Bengal 741501 do hereby declared that I have changed my name from Niatai Biswas to Nitai Biswas and henceforth I shall be known as Nitai Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My name Nitai Biswas & Niatai Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Maleka (Old Name) W/O–Hasmat Sekh residing at Vill-Bholadanga , PO-Gayespur , PS-Santipur , Dist-Nadia, West Bengal 741404 do hereby declared that I have changed my name from Maleka to Maleka Bibi Sekh and henceforth I shall be known as Maleka Bibi Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My name Maleka Bibi Sekh & Maleka both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arsed Sk (Old Name) S/O–Hasmat Sekh residing at Vill-Bholadanga , PO-Gayespur , PS-Santipur , Dist-Nadia, West Bengal 741404 do hereby declared that I have changed my name from Arsed Sk to Arsed Sekh and henceforth I shall be known as Arsed Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My name Arsed Sekh & Arsed Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sonara Bibi (Old Name) W/O–Abbas Sekh residing at Vill-Bholadanga , PO-Gayespur , PS-Santipur , Dist-Nadia, West Bengal 741404 do hereby declared that I have changed my name from Sonara Bibi to Sonahara Bibi Sekh and henceforth I shall be known as Sonahara Bibi Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/08/2026 . My name Sonahara Bibi Sekh & Sonara Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SHUBHAM GUPTA (old name) S/o Dilip Kumar Gupta of 19, Ishan Mondal Garden Road, New Alipore, Kolkata-700038, do hereby declare that I have changed my name from SHUBHAM GUPTA (old name) to SUBHAM KUMAR GUPTA (New Name) and henceforth I shall be known as SUBHAM KUMAR GUPTA (new name) in all purpose vide an affidavit no. K/Aug/243/26, sworn before the Notary public at Howrah dated 24/08/2026. SUBHAM KUMAR GUPTA (new name/Correct name) and SHUBHAM GUPTA (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MABIA TARAFDER (old name) W/o Jahangir Mondal resident of Vill.-Panchla, P.O.-Panchita, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743235 do hereby declare that I have changed my name from MABIA TARAFDER (old name) to MABIA MONDAL(New Name) and henceforth I shall be known as MABIA MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit no. 11956, sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bonagon, North 24 Parganas dated 14/08/26. MABIA TARAFDER (old name) and MABIA MONDAL(New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rohon Mondal (old name) S/o Ganesh Mondal resident of Vill.& P.O.-Patsimulia, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743251 do hereby declare that I have changed my name from Rohon Mondal (old name) to Rohan Mondal(New Name) and henceforth I shall be known as Rohan Mondal (new name) in all purpose vide an affidavit no. 1693, sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bonagon, North 24 Parganas dated 16/04/25. Rohon Mondal (old name) and Rohan Mondal(New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, URMILA MALICK W/o DIPAK MALICK resident of Vill. Dhanyakherur, P.O.-Madhyamgram, P.S.-Manteswar, Dist.-Purba Bardhaman, Pin-743251 do hereby declare my actual name URMILA MALICK instead of URMILA MAJHI which is mentioned in my Bank Account of CORPORATION BANK MEMARI BRANCH A/c No. 520481029872514, and henceforth I shall be known as URMILA MALICK in all purpose, vide an affidavit no. 10562, sworn before the Ld. Executive Magistrate at Kalna Court dated 15/06/26. URMILA MAJHI and URMILA MALICK both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shashi Devi W/o Rabindra Shaw resident of 172, Bipin Behari Ganguly Street, Muchipara, Bowbazar, PO-Bowbazar, Kolkata-700012 do hereby declare my actual name Shashi Devi instead of Sashi Devi Shaw(Old Name), and henceforth I shall be known as Shashi Devi(New Name) in all purpose, vide an affidavit no. 18211, sworn before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Sealdah dated 25/08/26. Shashi Devi and Sashi Devi Shaw both are same and one identical person.

কালোবাজারি রুখতে বর্ধমানে খাদ্য দপ্তর ও পুলিশের যৌথ অভিযান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ আগস্ট ঃ বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর বেআইনি মজুত ও কালোবাজারি রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন বাজারে যৌথ অভিযান চালাল খাদ্য দপ্তর ও জেলা পুলিশ।

মঙ্গলবার শহরের খুচরো ও পাইকারি বাজারগুলিতে হানা দিয়ে ব্যবসায়ীদের পণ্যের দাম, মজুতের পরিমাণ এবং বৈধ পাকা বিল- সহ বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। অভিযানে চাল, চিনি-সহ একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বর্তমান বাজারদর যাচাই করা হয়। ব্যবসায়ীরা নির্ধারিত নিয়ম মেনে পণ্য বিক্রি করছেন কি না এবং অতিরিক্ত মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়। মহকুমা শাসক (এসডিও) বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আজকের এই অভিযান। সম্প্রতি বাজারে চিনির দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে কালোবাজারি করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। শহরের বিভিন্ন বাজারে আমাদের তদারকি জারি থাকবে। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক, এসডিও, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ডিএসপি), বর্ধমান থানার আইসি-সহ জেলা পুলিশের একাধিক আধিকারিক। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শহরের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র নতুনগঞ্জের পাইকারি ও খুচরো বাজারের পাশাপাশি অন্যান্য বাজারেও নজরদারি ও তল্লাশি অব্যাহত থাকবে। ব্যবসায়ীদের একাংশ জানান, আধিকারিকরা বিভিন্ন পণ্যের দাম, মজুতের পরিমাণ এবং পাকা বিল-সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখতে চান। তাঁদের সমস্ত তথ্য দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণের বেশি পণ্য মজুত না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিনি ব্যবসায়ী সুশান্ত সিংহ বলেন, চিনির বর্তমান দাম, কতটা স্টক রয়েছে এবং বিভিন্ন কাগজপত্র আধিকারিকরা খতিয়ে দেখেছেন। তাঁরা যা যা দেখতে চেয়েছেন, সব দেখানো হয়েছে। চিনির দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি জানান, বর্তমানে আমদানি কম থাকায় বাজারে দামের উপর তার প্রভাব পড়েছে। তবে সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করছে।

বর্ধমানে ৩০ নার্সিংহোমকে শো-কজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৫ আগস্ট ঃ কলকাতা ও বীরভূমের রামপুরহাটে পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর জেলার নার্সিংহোম ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। স্বাস্থ্য মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে বর্ধমান শহরের ৩০টি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে অগ্নি-সুরক্ষা সংক্রান্ত ফায়ার অডিট রিপোর্ট জমা না দেওয়ায় শো-কজ করেছে দমকল বিভাগ। বর্ধমান শহরের বিভিন্ন নার্সিংহোমে পরিকাঠামো পরিদর্শনের সময় অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ফায়ার অ্যালার্ম, অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, দাহ্যপদার্থের মজুত এবং জরুরি পরিস্থিতিতে রোগী ও পরিজনদের দ্রুত বের করে আনার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবারের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমগুলির ফায়ার অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা না পাওয়ায় এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। বর্ধমান শহরে গত কয়েক বছরে কলেজমোড় থেকে নবাবহাট পর্যন্ত নতুন করে একাধিক নার্সিংহোম ও বেসরকারি হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। শহরের খোসবাগান এলাকাও দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা পরিষেবার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এই সব প্রতিষ্ঠানের অগ্নি-সুরক্ষা পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ ওঠার পরেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জয়রাম হেমব্রম জানান, অগ্নিনির্বাপণ ও অগ্নি-সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পরই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে শো-কজ করা হয়েছে। ৩০টি নার্সিংহোম এই তালিকায় রয়েছে। কোথাও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বেহাল, কোথাও ফায়ার অ্যালার্ম বা অগ্নি-নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ রয়েছে। দাহ্যপদার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না এবং জরুরি পরিস্থিতিতে রোগীদের দ্রুত বের করে আনার মতো পর্যাপ্ত পথ রয়েছে কি না, তাও দেখা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, নার্সিংহোমগুলির পাশাপাশি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অগ্নি-সুরক্ষা পরিকাঠামো নিয়েও কাজ শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে জেলাজুড়ে এই ধরনের অভিযান ও নজরদারি ধারাবাহিকভাবে চলবে।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে টাস্ক ফোর্সের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৫ আগস্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে সারা রাজ্যে বাজারে সারপ্রাইজ ভিজিট শুরু করেছে টাস্ক ফোর্স। ব্যতিক্রম নয় আসানসোলের বাজারও। সবজি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। জেলাশাসক এস. পোন্নমবলম জেলায় ইতিমধ্যেই ৪টি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছেন। মঙ্গলবার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসক আসানসোলের বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম যাচাই করে দেখেন। এদিন বাজার পরিদর্শনে ছিলেন ডিসি সেন্ট্রাল, এডিএম, আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার-সহ কৃষি, কৃষি বিপণন, ক্রেতাসুরক্ষা এবং অন্যান্য দফতরের আধিকারিকেরাও। জেলাশাসক জানিয়েছেন, কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, আসানসোল-দুর্গাপুর পুরনিগম এলাকার জন্য দুটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে পুরনিগম এলাকার বাইরে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে আলাদা আলাদা টিম কাজ করবে। টাস্কফোর্স পাইকারি বাজারে সামগ্রীর ক্রয়মূল্য এবং খুচরো বাজারে সেই দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যের তারতম্য পরীক্ষা করবে। কৃত্রিমভাবে পণ্যের দাম বাড়ানো, কালোবাজারি হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৯৮তম জেদআরইউসিসি বৈঠকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল উন্নয়নের উপর আলোকপাত

মালিগাঁও, ২৫ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটি (জেদআরইউসিসি)-এর ৯৮তম বৈঠক ২৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে মালিগাঁও-এ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এবং ডিজিএম ও জেদআরইউসিসি-এর সচিব অনুরাগ আগরওয়াল বৈঠকের কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করেন। এই সভায় সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় (জলপাইগুড়ি), খগেন মুর্মু (মালদা উত্তর), তাপির গাও (অরুণাচল পূর্ব), ড. ইন্দ্র হ্যাং সুব্বা (সিকিম), করিমগঞ্জ (অসম) থেকে কৃপানাথ মাল্লা এবং এস ফাংগনোন কন্যাক (নাগাল্যান্ড) উপস্থিত ছিলেন। বিধানসভার সদস্য এ. পংশি ফোম (নাগাল্যান্ড) এবং লেফট্যানেন্ট কর্নেল ক্লিমেন্ট লালমিংথাঙ্গা (মিজোরাম)-ও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকারের বরিষ্ঠ আধিকারিক, সাংসদদের প্রতিনিধি, রেল পরিষেবা ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন সমিতি ও সংগঠন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অন্যান্য সদস্যরাও এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন ফলে বৈঠকটি এই অঞ্চলে রেল পরিষেবা ও পরিকাঠামোর ভবিষ্যত উন্নয়নের বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা ও অর্থবহ মতবিনিময়ের এক প্রাণবন্ত মঞ্চ হয়ে ওঠে। সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে চেতন কুমার শ্রীবাস্তব রেল পরিষেবার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করেন এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন। তিনি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত করার লক্ষ্যে চলমান সংযোগ ও পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির ওপর আলোকপাত করেন এর মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির রাজধানীর সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই বৈঠকটি সমগ্র অঞ্চলজুড়ে রেলওয়ে পরিকাঠামো ও যাত্রীসেবার আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনা ও মতবিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মও প্রদান করেছে। সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময়, জেনারেল ম্যানেজার রেলওয়ের বৈদ্যুতিকীকরণ, ট্রেন পরিষেবার সম্প্রসারণ, অতিরিক্ত স্টপেজের ব্যবস্থা, বন্যা-কবলিত পরিষেবা পুনরুদ্ধার এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক অগ্রগতির বিষয়গুলি তুলে ধরেন। রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণ ৪,১৭০ আরকেএম পর্যন্ত পৌঁছেছে। পাশাপাশি, যাত্রীদের মূল্যবান পরামর্শ ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে, এবং সমগ্র অঞ্চলে সংযোগ ব্যবস্থা ও যাতায়াতের সুবিধা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে ১৫ টি নতুন ট্রেন পরিষেবা এবং ২৫০ টিরও অধিক অতিরিক্ত স্টেপজ প্রদান করা হয়েছে। শ্রীবাস্তব বাজেট থেকে প্রাপ্ত বর্ধিত সহায়তা এবং সংযোগ সম্পর্কিত বড় প্রকল্পগুলিতে অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন। এর মধ্যে ভৈরবি-সাইরাং প্রকল্প, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশের রেলওয়ে প্রকল্প, তিনসুকিয়া পর্যন্ত রেললাইন দ্বৈতকরণ করার কাজ এবং নতুন সরাইঘাট ব্রিজ রয়েছে। তিনি 'অমৃত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে ৯২টি স্টেশনের পুনর্বিকাশ এবং যাত্রীদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলি যেমন- এটিভিএম, ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন ও কিউআর- ভিত্তিক টিকিটিং সুবিধার সম্প্রসারণের বিষয়টিও তুলে ধরেন। জেনারেল ম্যানেজার পণ্য পরিবহন ও লজিস্টিকস পরিকাঠামোর সম্প্রসারণের ওপরও জোর দেন, যার মধ্যে নতুন 'গতি শক্তি' কার্গো টার্মিনাল ও যোগীঘোপা মাল্টি-মোডাল লজিস্টিকস পার্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, সুরক্ষা ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা উন্নত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়। সাংসদ এবং বিধায়করা রেল পরিষেবা ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও অনুরোধ পেশ করেন। চেতন কুমার শ্রীবাস্তব তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন যে, সমস্ত বাস্তবসম্মত পরামর্শ যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে এবং অগ্রাধিকার ও সম্ভাব্যতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি সদস্যদের তাঁদের মূল্যবান নির্দেশনা ও নিরন্তর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান। চেতন কুমার শ্রীবাস্তব একটি সুরক্ষিত, আধুনিক, দক্ষ ও যাত্রী-বান্ধব রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। এই বৈঠকটি গঠনমূলক মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যার ফলে উন্নত সংযোগ, যাত্রীদের জন্য উন্নততর পরিষেবা এবং 'বিকশিত ভারত'- এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রেল, জনপ্রতিনিধি, রাজ্য সরকার এবং রেল ব্যবহারকারীদের মধ্যে অংশীদারিত্ব আরও মজবুত হয়েছে।

তারাপীঠে মন্দিরে গর্ভগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ, সিদ্ধান্ত মন্দির কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারাপীঠ, ২৫ আগস্ট ঃ আর দিনকয়েক পরেই তারাপীঠের ঐতিহ্যবাহী কৌশিকী অমাবস্যা। প্রত্যেক বছর অমাবস্যা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ পর্যটকদের সমাগম ঘটে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না বলে আশাবাদী তারাপীঠ মন্দির কমিটি থেকে শুরু করে হোটেল ব্যবসায়ীরা। চলতি বছর কৌশিকী অমাবস্যা তিথি শুরু হচ্ছে পঞ্জিকা অনুসারে, ১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আর এই অমাবস্যা তিথি থাকবে পরের দিন অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত। ১০ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টা ১১ মিনিটে অমাবস্যা তিথি শুরু হচ্ছে। তিথি শেষ ১১ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে অমাবস্যা ছেড়ে যাবে। তবে এই বছর তারাপীঠ মন্দিরের নতুন কমিটির সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোনও ভক্তকে মা তারার গর্ভগৃহে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তবে শুধুমাত্র সাধারণ পর্যটকের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য, সেটা কিন্তু একেবারেই না। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অমাবস্যার দিন দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাধারণ ভক্তদের পাশাপাশি ভিআইপি, ভিভিআইপি, প্রশাসনের লোক থেকে শুরু করে মন্ত্রীত্ব পদে থাকা লোক, সকলেই আর পাঁচটা মানুষের মতো লাইন দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে, এর পরে গর্ভগৃহের বাইরে থেকে মা তারার দর্শন করতে হবে। কোনও প্রটোকল লাইনের সুবিধা তাদের দেওয়া হবে না। তিনি আরও জানান অমাবস্যার দিন মন্দিরে থাকবে দুটি লাইন, একটি ভিআইপি লাইন এবং একটি সাধারণ লাইন। অন্যান্য বছর ভিআইপি লাইনের নামে হাজার হাজার টাকা তোলা হত, তবে এই বছর তেমনটা হবে না, ভিআইপি লাইনের জন্য বরাদ্দ মাথাপিছু ৫০০ টাকা, এবং সাধারণ লাইনের জন্য কোনও টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মা তারার কাছে সবাই সমান তাই এই সিদ্ধান্ত।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৭৬, তারিখ ঃ ২৪.০৮.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৯৫-আর। কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনের অধীনে অগ্রদ্বীপ, দাঁইহাট, গঙ্গাটিকুরি, সালার, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, খামারগাছী, গুপ্তিপাড়া, বাঘনাপাড়া, ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, পূর্বস্থলী, পাটুলী বলাগড়, বাজারসৌ, চৌরীগাছা, সাগরদীঘি, মোরগ্রাম, বারালা, তারাপীঠ রোড, নলহাটি, মুরারই, নগর নবী, গুমানী স্টেশনে ওয়েটিং হল ও শৌচালয় চত্বর এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫৫,১৫,৮৮০.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৩,১০,৩০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৬৭৮। কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে তারকেশ্বর, আজিমগঞ্জ-এ এবিএসএস উন্নয়ন সম্পর্কিত র‍্যাম্প সমেত কেন্দ্রীয় এফওবি (১২ মি চওড়া)-র ব্যবস্থা এবং খাগরাঘাট রোড স্টেশনে বিদ্যমান এফওবি-র সম্প্রসারণের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫০,৫৩,৬৩০.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,০১,১০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১- ৩৬১৯-আর। কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে সাবমার্সিবল সিউয়েজ পাম্প-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৪,০২,৭৩১.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,২৮,১০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-300/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @Eastern Railway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৬/৪৩, তারিখ ২৪.০৮.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ● **(ক) ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **(১) ১৫২৬৫০৭৪;** এআরটি ইত্যাদির জন্য হাইড্রলিক রি-রেলিং সরঞ্জাম সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; ₹ ৩,৫১,০৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২) ১৬২৬১০১৩;** পিটিএফই ধরনের নিউট্রাল সেকশন; ₹ ২,৮০,৮৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৩) ১৪২৬১০৩৪;** টাইপ স্টাইল "কিউএল১", ম্যাগনেটিক্যালি ল্যাচড, নিউট্রাল লাইন, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ১১এফ, ৪বি, কন্ট্যাক্টস, ফ্রন্ট এবং ব্যাক কন্ট্যাক্টসমূহ মেটাল টু-কার্বন, প্লাগ বোর্ড ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ, প্লাগ ধরনের রিলে সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৩৮,৮৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৪) ২০২৬৫০২৮;** বিএইচইএল ৩ ফেজ ট্র্যাকশন ট্রান্সফরমার টাইপ ১২৭৬ কেভিএ (কমপ্লিট টিএফপি); ₹ ১,৪৯,৮৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৫) ১০২৬১০৭২;** ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ইত্যাদি; ₹ ১,৬৭,৪৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৬) ১০২৫২১০১এ;** মেসার্স স্নাইডার ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-এর সিঙ্গল ইনটেরাপ্টার টাইপ ২২সিবি সহ ভিসিবি-র জন্য সিকেডি ডিআরভি এমএফআর ৩জি ২৪৫এলসি_এস সহ টিওএইচ সার্ভিস কিট সংগ্রহের কাজ। ₹ ১,০৮,৭২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৭) ১০২৫১১৫৩এ;** ৩৬টি দফাসমৃদ্ধ মেসার্স স্নাইডার ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-এর সিঙ্গল ইনটেরাপ্টার টাইপ ২২সিবি সহ ভিসিবি-র জন্য সিকেডি পি আরভি এমএফআর ৩৮২৪৮ এলসি_এস সহ পিওএইচ সার্ভিস কিট; ₹ ১,৬১,৪৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৮) ১০২৬১১১৮;** ট্র্যাকশন মোটর কুলিং ব্লোয়ার -এর জন্য মোটর; ₹ ১,৭২,১৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৯) ১৫২৬৫০৯৯;** ইওটি ক্রেন ৪০/১০ টন ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন ও সূচনার কাজ; ₹ ৩,৫৬,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১০) ২১২৬৫০৩১এ;** বিভিসিএম ওয়াগন ইত্যাদির জন্য সেন্টার সিল (সিআরএফ সেকশন) সংগ্রহ; ₹ ৩,৫৪,০০০। **(১১) ১০২৫২৩৭৭এ;** ট্র্যাকশন ব্রেকিং সুইচ ড্রাম প্রভৃতি; ₹ ৭,১৩,৪২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১০ ও ১১-এর জন্য **১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১২) ০৮২৬১০১৩;** কেবেল সিঙ্গল কোর ৩০০ বর্গ মিমি, ১৫০০ ভোল্ট, কম্পোজিশন ক্লাস-৫; ₹ ৯,২১,৩৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৩) ০১২৬১৫১০;** ফ্লেক্সিবল পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শিট ইত্যাদি সংগ্রহ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৪) ০৮২৬৫০৩২;** এলএইচবি এসি কোচসমূহের জন্য আরএমপিইউ -এর সরবরাহ, ফিট করা, পরীক্ষা ও সূচনার ব্যবস্থা; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৫) ০৮২৬১৬৮৭;**১১০০ এএইচ ক্ষমতার ভিআরএলএ সেল সংগ্রহ ইত্যাদি ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৬) ২১২৬৫০২৮;** এফএমপি এ অ্যান্ড বি কার প্রভৃতির জন্য ২২ টন অ্যাক্সেল লোডের অ্যাসেম্বলড কাস্ট স্টিল (এলসিসিএফ) বগি সংগ্রহের কাজ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৭) ০৫২৬৫০৭৪;** জেনশিয়ান ব্লু (আরএএল-৫০১০) প্রভৃতি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৩৭,৩৩০। **(১৮) ১০২৫২৩৬৫এ;** টু ওয়ে হর্ন ভালভ অ্যাসেম্বলি; ₹ ১,৪১,৫৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১৭ ও ১৮-এর জন্য **১০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৯) ২১২৬৫০০৫;** বিওএক্সএনএল-এর জন্য বডি সাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পূর্ণ; ₹ ১,৮৬,৯২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২০) ২১২৬১২৯৩;** পিন অ্যাসেম্বলি সম্পূর্ণ ইত্যাদি; ₹ ১,৫১,২২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২১) ০৪২৬৫০০৮;** অ্যানেক্সার 'এ' অনুসারে ১১টি দফা সমৃদ্ধ ২৫ টন জামালপুর জ্যাক মেটিরিয়াল-এর সরবরাহ, স্থাপনা, পরীক্ষা ও সূচনা; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২২) ০৪২৬৫০০৭;** সংশ্লিষ্ট অ্যানেক্সার অনুসারে ১১টি দফা সমৃদ্ধ ৩৫ টন জামালপুর জ্যাক মেটিরিয়াল-এর সরবরাহ, স্থাপনা, পরীক্ষা ও সূচনা; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২৩) ২০২৬৩০৯০;** ইন্টারমিডিয়েট ওভারহলিং কিট; ₹ ১,৩৯,৪২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২৪) ১৫২৬৫১০০;** টার্নকী পদ্ধতিতে ৫ বছরের ওয়ারেন্টি সমেত বাই ব্যাক পদ্ধতিতে একটি (০১) টি ডিজিটাল সাবট্র্যাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সিস্টেম (ডিএএস)ক্যাথ ল্যাব মেশিন সরবরাহ, স্থাপনা এবং সূচনা; ₹ ১৯,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২৫) ১২২৬_এলসি_ফিটিং_৪৯১৬;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৪৯১৬ অনুসারে ফিটিংস সমেত ৬০ কেজির জন্য পিএসসি স্লিপার বিজি-তে লেভেল ক্রশিং ফিটিংসের সংগ্রহের কাজ; ₹ ৪,৬৯,৪৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২৬) ১২২৬_এন্ড_কাট_এইচভিএন;** বিভিন্ন এন্ড কাট কম্বিনেশন হাইভিসকাস নাইলন (এইচভিএন-৬৬) ইনসুলেটিং লাইনার-এর উৎপাদন ও সরবরাহ করার চালু চুক্তি; ₹ ৫,৭৭,০৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২৭) ১২২৬-গ্লুড_২৫৭২;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-২৫৭২ অনুসারে ৬০ কেজি গ্লুড ইনসুলেটেড রেল জয়েন্ট সমূহ (জি-৩) (এল) ধরনের উৎপাদন ও সরবরাহ করার চালু চুক্তি; ₹ ৫০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২৮) ১২২৬১০১২;** আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৮২২ অনুসারে থিক ওয়েব সুইচ এক্সপ্যানসন জয়েন্ট (টিডব্লুএসইজে) -র উৎপাদন ও সরবরাহ-এর ১ বছরের আরজিসি (চালু চুক্তি); ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২৯) ২২২৬১৩৭৬;** ইঞ্জেকশন বেনর‍্যালিজুম্যাব ৩০মিগ্রা/১ মিলি (রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত উৎপাদক সংস্থার পণ্য তালিকায় পণ্যটি থাকতে হবে); ₹ ২,২৩,৯৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৩০) ১২২৬১০৩০এ;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৯১৯ অনুসারে ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি; ₹ ৫০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৩১) ১২২৬_মেটাললাইনার_৮৯৯৫;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৯৯৫ অনুসারে শার্প কার্ভের জন্য মেটাল লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি; ₹ ১,২৩,৬৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩১ পর্যন্ত ₹ ০। ● **(খ) ক্রমিক নম্বর ঃ ১, টেন্ডার নম্বর ঃ** ৫২২৬৭১০৯, **সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার **ও অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৮৮,০৫,৭৫০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ২১.০৯.২০২৬। দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https:// www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-31/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441

Registered Office.: 22, Block B, Camac Street, Behind Pantaloons, Kolkata, West Bengal - 700 016;
Corporate Office.: 301, 3rd Floor, A wing, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai - 400064;
Phone No.: 022 - 6894 8508 /09
Email: info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com

INFORMATION REGARDING 44th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Notice is hereby given that the **44th (Forty-Fourth) Annual General Meeting** ("the AGM/the Meeting") of the Members of **Comfort Fincap Limited** ("the Company") will be held on **Monday, September 21, 2026** at **03:00 P.M. (IST)** through Video Conference ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") via facility provided by National Securities Depository Limited in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with all applicable circulars on the matter issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India, to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

1. **Dispatch of Annual Report:**

   The e-copy of the Notice of the 44th AGM along with the Annual Report for the financial year 2025-26 of the Company will be available on the website of the Company at www.comfortfincap.com. Additionally, the Notice of AGM will also be made available and may be accessed from the website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com.

   Members can attend and participate in the AGM ONLY through the VC/OVAM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 44th AGM of the Company in person. Members attending the meeting through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act.

   The Notice of AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent ('Registrar/ RTA')/ Depository Participants ('DPs'). Further, as per the SEBI Listing Regulations a letter providing the web-link, including the exact path, where Annual Report for the financial year 2025-26 is available, will be sent to those Members whose e-mail address is not registered with the Company. Also, the hard copies of the Notice of 44th AGM and Annual Report for the financial year 2025-26 will not be sent to any shareholders, unless any member has requested for the same.

   Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their DPs. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's RTA i.e. Bigshare Services Private Limited at info@bigshareonline.com along with self-attested copy of PAN Card.

2. **Manner of casting vote(s) through e-voting:**

   The shareholders will have an opportunity to cast their vote through electronic means either during the remote e-voting period before the AGM or through e-voting during the AGM. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and process for registration of email addresses for those shareholders who have not yet registered the same will be provided in the Notice to the shareholders.

3. **Dividend:**

   Members may note that the Board of Directors at its Meeting held on Thursday, May 14, 2026, has recommended a final dividend of 5% (Five percent) of the Paid-up Equity Share Capital of the Company, i.e. Rs. 0.10/- (Ten Paise Only) per equity share of face value of Rs. 02/- (Rupees Two Only) each for the financial year ended March 31, 2026, subject to approval of the shareholders at the 44th AGM of the Company. The Dividend, if approved at the AGM, will be paid within 30 days of the AGM. Further, pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 15, 2026 to Monday, September 21, 2026 (both days inclusive) for the purposes of AGM and declaration of Final Dividend for the financial year 2025-26. The Company has fixed Monday, September 14, 2026 as the 'Record Date' for determining eligible shareholders entitle to dividend. Shareholders holding shares in electronic mode are requested to register their Bank details with the relevant Depository Participant. This will enable the Company to make timely credit of dividend to the Shareholders in their respective bank accounts.

4. **TDS on Dividend:**

   As per the Income Tax Act, 2025 ("IT Act"), dividends paid or distributed by the Company is taxable in the hands of the Members. Hence, the final dividend, if declared by Members at the 44th AGM, shall be paid after deducting tax at source ('TDS') in accordance with the relevant provisions of the Income-tax Act. For more details, please refer to the Notes to the Notice of the AGM and TDS related email communication which will be sent to shareholders and the same will also be available on the website of the Company at www.comfortfincap.com.

5. **Manner of registering KYC including bank details for receiving dividend:**

   a) **Shareholders holding shares in physical mode** are requested to register/update their PAN, KYC details, including mobile number, e-mail ID, bank account details and specimen signature, with Bigshare Services Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, by submitting the prescribed forms and requisite documents. The prescribed forms are available on the RTA's website at www.bigshareonline.com and on the Company's website at www.comfortfincap.com.

   b) **Shareholders holding shares in demat mode** are requested to register/update their PAN, KYC and bank account details with their respective Depository Participant.

By Order of the Board of Directors of Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Chairperson & Director
DIN: 06408167

Date: August 26, 2026
Place: Mumbai

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 215 — Tender Notice Date: 25/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 215/8/2026-2027(PWD)** dated 25/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 10/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 216 — Tender Notice Date: 25/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 216/8/2026-2027** dated 25/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 27/08/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
Last date of E-Submission: 5/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

Office of the Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/64

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Installation of Tube well at 6 (Six) different places. Source of Fund: 15th FC (tied)/2025-26. Last date of submission of Bid on 05.09.2026 up to 05.00 PM. Bid Opening Date on 07.09.2026 at 11.30 am. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

Office of the Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/63

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of cover Drain. Source of Fund: 15th FC (tied)/2025-26. Last date of submission of Bid on 05.09.2026 up to 05.00 PM. Bid Opening Date on 07.09.2026 at 11.30 am. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
PURULIA-II DEVELOPMENT BLOCK
Vill. Bongabari; P.O: V-Nagar, Dist: Purulia (W.B);
Mobile No; 8373068635 E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

e-Tender is being invited by the Block Development Officer, Purulia-II of village : Bongabari, Post: V. Nagar, Dist: Purulia, for the developmental works under Purulia-II Development Block vide Quotation Notice **(NIQ) No: WBPUR/PURULIA-II/PO/VB-RAM-G/NIQ-1(e)/2026-27** For more details requesting to follow the Office Notice Board, or www.purulia.gov.in, www.tender.wb.gov.in or may contact General Section of the undersigned on office day & time.

sd/-Block Development Officer,
Purulia-II Development Block
&
Block Programme Officer
Purulia-II Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/IX/075/010/2026-2027

Name of the Work: **Restoration of IPS passages near 6, 7/3, 9, Munshigunge Road, 24/4, 22C, Kabitirtha Sarani, etc. in Ward No. 75**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,015.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(2) NIT No.: KMC/IX/075/009/2026-2027 (2nd Call)

Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. Pipe Line & ancillary work at different places in Ward No. 75**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,10,000.00**; Earnest Money: **Rs. 2,200.00**; Period of Completion : **200 days**.

(3) NIT No.: KMC/IX/075/007/2026-2027 (2nd Call)

Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M. H. Cover, G. P. Cover, C. P. Cover & inspection Pit Cover as and when required within 24 hours in Ward No. 75**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **180 days**.

(4) NIT No.: KMC/IX/075/008/2026-2027 (2nd Call)

Name of the Work: **Repairing of potholes and ancillary work at different Roads in Ward No. 75**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **200 days**; Last date and time of submission of bid : **07.09.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 to 4]**; Tender will be opened on : **09.09.2026 - 12 noon. [For Sl. No. 1 to 4]**; The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/21/1/26-27/R (2nd Call)

Name of the Work: **Repairing of paver block and stone set footpath disturbed by Lighting Department for laying of their cable at Nimtalla Ghat Street and portion of M. D. Road in Ward No. 21**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,75,388.87**; Earnest Money: **Rs. 3,600.00**; Period of Completion : **15 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/28/6/26-27/R

Name of the Work: **Repairs to collapsed sewer at 2/H/5, 2/H/18; Bipradas Street with allied works in Ward No. 28**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,26,287.34**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **10 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/012/2026-2027/R

Name of the Work: **Thorough repairing of paver block footpath along Amherst Street disturbed by CESC Dept. in Ward No. 38 under BR-IV**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,41,434.31**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **21 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/54/26-27/R

Name of the Work: **Repairing of collapsed Pit, Catch Pit, S.W. Pipe at Parbati Ghosh Lane, Balaram De Street & other places in Ward No. 25 under BR-IV**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,70,612.15**; Earnest Money: **Rs. 3,500.00**; Period of Completion : **50 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/23/E5/26-27/R

Name of the Work: **Through repairing of concrete Road at a portion of Shikdar Para Street & Kanulal Lane in Ward No. 23**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,51,697.35**; Earnest Money: **Rs. 5,100.00**; Period of Completion : **25 days**; Last date and time of submission of bid : **07.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3]** and **05.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 4 & 5]**; Tender will be opened on : **09.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3]** and **07.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 4 & 5]**; The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5]**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/045/04/2026-2027 (2nd Call)

Name of the Work: **Restoration of cobble stone footpath at N. S. Road, Heamanta Basu Sarani etc. in Ward No. 045**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,84,018.99**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**; Period of Completion : **28 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/045/06/2026-2027 (2nd Call)

Name of the Work: **Repairing of footpath at B. R. B. Bose Road, BTM Sarani etc. in Ward No. 045**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,82,566.95**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**; Period of Completion: **28 days**; Last date and time of submission of bid : **16.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; Date and time of opening of tender : **18.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; The bid forms and other details are available on and from **27.08.2026 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2]**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/044/09/2026-2027/D

Name of the Work: **Repairing & restoration of footpath both side of C. R. Avenue in Ward No. 044**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,86,696.27**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **60 days**; Last date and time of submission of bid : **07.09.2026 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender : **09.09.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3]**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-X, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

NIT No.: X/096/002/2026-2027

Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road and footpath with allied work near premises 4/1B, 4/11B Bijoygarh etc. in Ward No. 96, BR-X**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,62,308.03**; Earnest Money: **Rs. 9,250.00**; Period of Completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **09.09.2026 - 1 p.m.** Date and time of opening of bid : **11.09.2026 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2026 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/BR-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/011/009/2026-2027

Name of the Work: **Restoration of paver block & IP surface at Aurobindo Sarani, APC Road, Shyam Mitra Lane, Sikdar Bagan St., etc. in Ward No. 11 disturbed by C.E.S.C. Ltd. & Water Supply Department of KMC**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,89,451.76**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **45 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/012/007/2026-2027

Name of the Work: **Restoration of IP and paver block surface at Ultadanga Road, Gouri Bari Lane, R.G. Kar Road, and other places disturbed by PU agency and natural wear and tear in Ward No. 12, BR-II**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,628.84**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **03.09.2026** up to **11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; Bid will be opened on : **05.09.2026** at **11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

405/26-27

ফলো-অন বাঁচানোর যুদ্ধে শ্রীলঙ্কার ‘বন্ধু’ বৃষ্টি!

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ২৫ আগস্টঃ শ্রীলঙ্কায় দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনেও ভারতের দাপট অব্যাহত। কিন্তু বিরাট চিন্তাও থাকছে। একে তো বৃষ্টির জন্য বারবার ম্যাচ বিঘ্নিত হচ্ছে। তার উপর এই টেস্টেও সোনাল দিনুশা ফের ‘বুঁদিগড়’ রক্ষা করে চলেছেন। নাহলে হয়তো এতক্ষণে ফলো-অন হয়ে দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নামতে হত শ্রীলঙ্কাকে। ভারতের ৫০৩ রানের জবাবে শ্রীলঙ্কার রান ৮ উইকেট হারিয়ে ২৬৫। ফলো-অন বাঁচাতে দরকার ৩৮ রান। তবে চিন্তা থাকছে শুভমান গিলদের। কীভাবে শ্রীলঙ্কার ‘লেজ’ খসিয়ে দিতে হবে, সেই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। আর এই টেস্টে জয় না পেলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের সমস্ত আশাভরসা কলম্বোতেই শেষ হয়ে যাবে। প্রথম দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে টিম ইন্ডিয়ার রান ছিল ৩০০। দ্বিতীয় দিনের একটা দীর্ঘ সময় বৃষ্টির জন্য নষ্ট হয়েছিল। প্রথমে দেবদত্ত পাড়িক্কল সেঞ্চুরি করেন। পরে ধ্রুব জুরেল সেঞ্চুরি করে ‘জয় জওয়ান, জয় কিষান’ বার্তা দেন। নজির গড়েন ঋষভ পন্থও। ৫০৩ রান তুলে ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেন শুভমান গিল। দ্বিতীয় দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার রান ২ উইকেট হারিয়ে ছিল ৮। তৃতীয় দিনের শুরুতে কামিল মিশারার উইকেট তুলে নেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। এই

সিরিজে প্রসিদ্ধ নিজের ‘দুর্নাম’ ঘোচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এদিন ৩ উইকেট পেয়েছেন। অন্যদিকে মানব সুথার এই টেস্টেও ধারাবাহিক। তাঁর ঝুলিতেও তিন উইকেট। তবে উইকেট পাননি অভিষেক হওয়া সারাংশ জৈন। তৃতীয় দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার রান ৮ উইকেট হারিয়ে ২৬৫। ফলোঅন বাঁচাতে দরকার এখনও ৩৮ রান। পাসিন্দু সূর্যবন্দর ৮০ রান করেন। আর লড়ে যাচ্ছেন সোনাল দিনুশা। আগের টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার দুর্বল ব্যাটিংয়েও সাত নম্বরে নেমে ভরসা দিচ্ছেন। অপরাজিত আছেন ৮৫ রানে। ৬টা ছয় ও দুটো ছক্কা হাঁকিয়েছেন। বল অনেকটা দেরিতে খেলছেন। ফলে স্পিন হোক বা পেস, সামলাতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। শেষের দিকে রীতিমতো আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন। কেন তাঁকে আরও উপরে ব্যাট করানো হচ্ছে না, সেটা প্রশ্ন। হতাশ করল ভারতীয় বোলিংও। সোনাল একটা দিক সামলে খেললেন ঠিকই। কিন্তু মহম্মদ সিরাজরা কেন টানা শর্ট বল করে গেলেন? যেখানে পিচে আর মুভমেন্ট নেই। সারাংশরাও ক্রমাগত স্টাম্পে বল করে গেলেন। প্রথম স্পেলে তবু কিছুটা চাপ তৈরি করেছিলেন, দ্বিতীয় স্পেলে সেটাও নেই। তার উপর যখন-তখন বৃষ্টি। ভারতের জন্য একটাই ভরসা- নতুন বল। চতুর্থ দিন সকালে সেটা কাজে না লাগাতে পারলে চাপ বাড়বে। ফলো-অন করাতে পারলে টেস্টজয়ের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামতে হয়, তাহলে বৃষ্টিবিঘ্নিত আবহাওয়ায় ফের শ্রীলঙ্কাকে অলআউট করার ঝুঁকিও নিতে হবে।

লাল-হলুদে যোগ দিলেন ক্রোট ডিফেন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ বহুদিন ধরেই জল্পনা ছিল, তবে এবার সেই জল্পনা সত্যি হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। ডার্বির পরেই দলে যোগ দিলেন ক্রোয়েশিয়ার ডিফেন্ডার দিয়েগো জিভুলিচ। এক বছরের চুক্তিতে তাঁকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ৩৪ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারকে নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বপ্ন দেখছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। ক্রোট ডিফেন্ডারের উচ্চতা (৬.১)ই তাঁর সবথেকে বড় প্লাস পয়েন্ট। ডিফেন্স ছাড়াও মাঝমাঠেও সমান সক্রিয় দিয়েগো। কেভিন সিবিয়ের জায়গায় দলে এলেন তিনি। ১৯৯২ সালে জন্মগ্রহন করলেও তাঁর কাছে রয়েছে ক্রোয়েশিয়া ও ইতালি - দুই দেশের নাগরিকত্ব। অতীতে ক্রোয়েশিয়ার হয়ে অনূর্ধ্ব ১৮ ও অনূর্ধ্ব ১৯ খেলেছেন এই ফুটবলার। ১৯৯৮ সালে নোভিগ্রাদ দলের হয়ে যুব ফুটবলার হিসেবে শুরু করলেও

সিনিয়র কেরিয়ার শুরু হয় ২০১০ সালে। রিজেকা, পাফোস, ব্রিগেলনিকা স্তিপের মতো দলে খেলে ২০২৬ এই যোগ দেন ক্রোয়েশিয়ার ক্লাব রুডস-এ। সেখান থেকেই আবার লাল-হলুদে যোগ দিলেন জিভুলিচ। এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল দলের বিদেশী সংখ্যা ৬। মহম্মদ রশিদ, দানি রামিরেজ, ইকোনোমেডিস, নাচো ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আসার কথা আছে এফিয়ংয়ের। স্রেফ ভিসা সমস্যায় তাঁর ভারতে আসা সম্ভব হচ্ছে না। এবার যোগ দিলেন দিয়েগোও। রবিবারই মোহনবাগানের কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান। এডমুন্ডের হ্যাটট্রিকে ২২ বছর পর ডুরান্ড কাপ জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। এর মধ্যেই রশিদ গত মরসুম থেকেই রয়েছেন দলে। তবে এত লম্বা একজন ডিফেন্ডার দলে এলে যে আরও উন্নতি করবে লাল-হলুদ ডিফেন্স, তা বলাই বাহুল্য।

‘যথেষ্ট হয়েছে’ বলে ইনফান্তিনোর সমালোচনায় ফিফার কিংবদন্তিরা

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৫ আগস্টঃ ঝড় থামছেই না। সেই ঝড়ে জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর ফিফা সভাপতির চেয়ার শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না, কে জানে! এবার তাঁর তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়েছেন ফিফার অফিশিয়াল ‘লেজেন্ড’স বর্তমান ও প্রাক্তন কয়েকজন আন্তর্জাতিক ফুটবলার। তাতে ইনফান্তিনোর পদত্যাগের দাবি আরও জোরালো হলো। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বকাপসহ ফিফার বড় টুর্নামেন্টগুলো আয়োজনের অংশীদারত্ব বিক্রি করার পরিকল্পনা ফাঁসের পর থেকে তুমুল চাপে আছেন ইনফান্তিনো। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা থেকে ফিফা সভাপতি সরে এলেও সমালোচনা থামেনি। এবার কয়েকজন ফুটবলার মিলে একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। সেখানে বর্তমান নেতৃত্বের অধীনে ফুটবল তার ‘মূল আদর্শ’ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে শঙ্কা প্রকাশ করে তাঁরা বলেছেন, ‘যথেষ্ট হয়েছে।’ ফিফা ‘প্লেয়ার্স ভয়েস প্যানেল’-এর সদস্য এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও আর্সেনালের সাবেক ফরাসি ডিফেন্ডার মিকেল সিলভেস্ত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই বিবৃতি প্রকাশকারীদের অন্যতম। ইউনাইটেডের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী সিলভেস্ত্রে ফিফায় ‘নতুন যুগ’ শুরুর আহ্বান জানান। ফিফার প্রাক্তন বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার ও ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার লুসি ব্রোঞ্জ এবং ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন মিডফিল্ডার এমানুয়েল পেতিতও একই ধরনের বিবৃতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেন। বিশ্বকাপ দুই বছর পরপর আয়োজনের ব্যর্থ উদ্যোগসহ ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোর বিভিন্ন পরিকল্পনাকে এর আগে সমর্থন জুগিয়েছিলেন সংস্থাটির কিছু অফিশিয়াল ‘লেজেন্ডস’। এবার তাঁদের মধ্য থেকেই অন্তত একজনের সরাসরি ইনফান্তিনোর নেতৃত্বকে সমালোচনা করার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দ্য টাইমস। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ভক্তের মনে যে শঙ্কা রয়েছে, আমাদের মধ্যেও ঠিক একই শঙ্কা কাজ করছে। তাদের মতো আমরাও দেখেছি, ফিফার বর্তমান নেতৃত্বের অধীনে আমাদের প্রিয় এই খেলাটি কীভাবে এর মূল আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আমাদের চুপ থাকার সুযোগ রাখেনি। যথেষ্ট হয়েছে। ফিফার ভেতরেও ভালো মানুষ আছেন, যাঁরা আস্থা ফিরিয়ে আনতে চান। নতুন একটি যুগের সূচনার জন্য কাঠামোগত পরিবর্তন দরকারঃ ফুটবল কীভাবে পরিচালিত হবে, তাতে খেলোয়াড় ও ভক্তদের বাস্তব ও সরাসরি মতামত থাকতে হবে।’ ফিফা টুর্নামেন্ট বয়কটের বিষয়ে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে মোনাকোতে উয়েফা নির্বাহী কমিটি এবং এর ৫৫টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের অধিকাংশ সভাপতির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা বিশ্বকাপ সামনে রেখে আগামী সপ্তাহে ইংল্যান্ডসহ বেশ কিছু দলের পোল্যান্ডে যাওয়ার কথা, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে উয়েফার বয়কটের মুখে রয়েছে। বয়কট তুলে নেওয়ার জন্য উয়েফা দুটি শর্ত দিয়েছিল, যার প্রথমটি ছিল অংশীদারত্ব বিক্রির প্রস্তাব প্রত্যাহার করা, যেটা এরই মধ্যে পূরণ হয়েছে। দ্বিতীয় শর্তটি ছিল, ‘খেলাধূলাকে এভাবে বিকৃত করার চেষ্টা ভবিষ্যতে আর কখনো করা হবে না-এমন নিশ্চয়তা দিতে হবে।’ উয়েফা জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ হয়নি। ওদিকে ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এবং চেলসি ও বার্সেলোনার প্রাক্তন স্ট্রাইকার স্যামুয়েল ইতো বিশ্বকাপের অংশীদারত্ব বিক্রির পরিকল্পনাটি পুনরায় আলোচনার টেবিলে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। সিএনএন স্পোর্টসকে ইতো বলেন, ‘‘আমি মনে করি না সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো কোনো ভুল করেছেন। ইনফান্তিনো পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর প্রকল্পটি আবার আলোচনার টেবিলে তোলার মতো শক্তি আমাদের হবে। আমি মনে করি, এই সবকিছু করা হয়েছে সামনে নির্বাচন আছে বলে, যেখানে ইনফান্তিনো প্রার্থী হয়েছেন। সামনে নির্বাচন আছে বলেই এসব ঘটেছে।’’

আর ইনভেস্টর নয়, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে স্পনসর হিসেবেই থাকার ঘোষণা ইমামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ খবর ছিল অনেকদিন ধরেই, বাকি ছিল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। এ বার সেটাও হয়ে গেল। ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টরের পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়াল ইমামি গ্রুপ। মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট সংস্থার পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজ দিয়ে জানানো হয়, তারা ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের লগ্নিকারী ও ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়াচ্ছে। তবে ক্লাবের স্পনসর হিসেবে থাকছে ইমামি। ইমামি গ্রুপের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পালাবদলের অংশ হিসেবে তাদের সমস্ত শেয়ার এবং সংশ্লিষ্ট ভোটিং রাইটস ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর ফলে ফুটবল ক্লাবের বিনিয়োগকারী এবং পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব থেকে ইমামির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল। তবে লগ্নিকারী ও ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা থেকে সরে এলেও ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করছে না সংস্থাটি। তারা স্পনসর হিসেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং দলের খেলাধুলোর লক্ষ্যে সমর্থন জুগিয়ে যাবে। ইমামি গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্বের সময়কালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পুরুষ ও মহিলা দল একাধিক সাফল্য পেয়েছে। পুরুষ দল ২০২৬ সালে তাদের ইতিহাসের প্রথম আইএসএল ট্রফি ঘরে তোলে। এর পাশাপাশি ২০২৪ সালে কলিঙ্গ সুপার কাপ

এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালে টানা দু’বার কলকাতা ফুটবল লিগের খেতাব জেতে লাল-হলুদ ব্রিগেড। মহিলা বিভাগের ক্ষেত্রেও এই সময়কাল ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। ২০২৩ সালে কন্যাশ্রী কাপ জয়ের পর ২০২৫ সালে প্রথমবার আয়োজিত সাফ মহিলা ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী হয়ে ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম আন্তর্জাতিক শিরোপা এনে দেয় মহিলা দল। এছাড়া ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ মরশুমে টানা দু’বার ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় স্তরে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তারা। এ বার ইমামি সংস্থা ইস্টবেঙ্গলকে স্পনসর করছে। ফলে প্লেয়ারদের জার্সিতে থাকবে ইমামির নাম। ইমামি গ্রুপ ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের মূল লগ্নিকারী ও পরিচালন (ম্যানেজমেন্ট) ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, তবে ক্লাবের সঙ্গে স্পনসর হিসেবে যুক্ত থাকবে। এই পালাবদলের মাধ্যমে ইমামি গ্রুপ তাদের সমস্ত শেয়ার এবং সংশ্লিষ্ট ভোটিং রাইটস সরাসরি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে হস্তান্তর করেছে। পুরুষ দল ২০২৬ সালে তাদের প্রথম আইএসএল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে, এর পাশাপাশি ২০২৪ সালে কলিঙ্গ সুপার কাপ এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালে টানা দু’বার কলকাতা লিগ জিতেছে। মহিলা দল ২০২৩ সালে কন্যাশ্রী কাপ, ২০২৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক ট্রফি হিসেবে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ মরশুমে টানা দু’বার আইডব্লিউএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিনিয়োগকারী ও ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা ছাড়লেও ইমামি গ্রুপ স্পনসর হিসেবে ক্লাবের খেলাধুলোর লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সমর্থন জুগিয়ে যাবে।

ভারতকে সতর্ক করলেন দ্রাবিড়!

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২৫ আগস্টঃ ডব্লুটিসি নিয়ে ভারতের প্রাক্তন কোচ দ্রাবিড় বললেন, ‘‘পয়েন্ট টেবিলের পাঁচ নম্বর অবস্থা থেকে ভারত যদি ডব্লুটিসি ফাইনালে পৌঁছতে পারে, তা হলে সেটা দারুণ হবে। ভারত একটু পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু ভারতীয় দলে যে মানের ক্রিকেটার রয়েছে, তাদের কোনও সময়ই বাতিলের খাতায় ফেলতে পারবেন না। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে ওরা ভালো শুরু করেছে, সেটাই প্রথম ভালো পদক্ষেপ।’’ ভারতের নিউ জিল্যান্ড সফর নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন দ্রাবিড়। বললেন, ‘‘দলের অনেক তরুণ ক্রিকেটার আছে, যারা এর আগে কখনও খেলেনি নিউ জিল্যান্ডে। তাই চ্যালেঞ্জটা সহজ হবে না। আশা করছি, আগামী কয়েক মাসে প্লেয়াররা ফিট থাকবে। চোটসমস্যায় ভুগতে হবে না। তবে কোহলি, রোহিত, রাহানে, পূজারাদের অভিজ্ঞতা মিস করবে ভারত। তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যেতে পারে।’’

আবারও বিশ্বের সবচেয়ে দামি ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ, শীর্ষ দশে আছে যারা

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাঠে সব সময় ট্রফি না জিতলেও ব্যবসায়িক দৌড়ে রিয়াল মাদ্রিদ যেন আলাদা এক লিগে খেলছে। ক্লাবটির ব্র্যান্ড মূল্য এক বছরে ২৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০ কোটি ইউরোতে (২৭৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার)। লা লিগায় দ্বিতীয় হওয়া কিংবা টানা দুই মরসুম ঘরোয়া শিরোপাহীন থাকার প্রভাব এখানে তেমন পড়েনি। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড মূল্যায়ন সংস্থা ‘ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স’-এর ২০২৬ সালের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, টানা তৃতীয় বছরের মতো বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ফুটবল ক্লাব ব্র্যান্ডের মুকুট ধরে রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ব ফুটবলের শীর্ষ ৫০টি ক্লাবের মোট ব্র্যান্ড মূল্য রেকর্ড ২ হাজার ৩৯০ কোটি ইউরো এবং এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু ৭ হাজার ৯৭০ কোটি ইউরোতে পৌঁছেছে। ক্রীড়া ব্র্যান্ডের ইতিহাসে এক বছরে প্রবৃদ্ধির এটিই সর্বোচ্চ রেকর্ড। ব্র্যান্ড মূল্য মানে ক্লাবের ‘নাম’ কতটা দামি। অর্থাৎ শুধু নাম ব্যবহার করে ভবিষ্যতে কত আয় করা সম্ভব তার একটি অনুমান। এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু হলো পুরো ক্লাবের আর্থিক মূল্য। মানে, কেউ যদি ক্লাবটি কিনতে চায়, মোটামুটি কত দামে কিনতে হবে। ‘ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স’-এর প্রতিবেদন বলছে, শীর্ষ ১০ ক্লাব এখন ধরে রেখেছে ফুটবলের মোট ব্র্যান্ড মূল্যের ৬০ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ ধনী আরও ধনী হয়েছে, বাকিরা পড়ে আছে অনেকটা দূরে। এই তালিকায় রিয়াল মাদ্রিদের পরই দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে বার্সেলোনা (ব্র্যান্ড মূল্য ২২৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার)। তবে ২০২৬ সালের র‍্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে বড় চমক আর্সেনাল। দীর্ঘ ২২ বছর পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের স্বাদ ও চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে ওঠার দারুণ পারফরম্যান্সে গানাররা

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো উঠে এসেছে সেরা তিনে, তাদের ব্র্যান্ড মূল্য এখন ১৭৭ কোটি ২০ লাখ ডলার। মাঠে পারফরম্যান্স আশানুরূপ না হলেও রিয়ালের ব্র্যান্ড মূল্য বাড়ায় বড় ভূমিকা রেখেছে সান্তিয়াগো বার্নাব্যু স্টেডিয়ামের পুনর্নির্মাণ। ২০২৫-২৬ মরসুম ছিল সংস্কার শেষে পূর্ণ সক্ষমতায় স্টেডিয়াম ব্যবহারের প্রথম বছর। ম্যাচ-ডে টিকিট, আতিথেয়তা, মিউজিয়াম ভিজিট এবং ট্যুরিজম থেকে উপচে পড়া আয় ক্লাবটিকে পৌঁছে দিয়েছে ১২০ কোটি ইউরোর এক রেকর্ড রাজস্বে। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ভক্ত, আন্তর্জাতিক স্পনসরশিপ আর কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহাম ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের মতো মহাতারকাদের গ্ল্যামার রিয়ালকে বাণিজ্যিক ফুটবলের অনন্য চূড়ায় বসিয়ে রেখেছে। দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখা এফসি বার্সেলোনা নিজেদের ব্র্যান্ড মান ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে ২০০ কোটি ইউরোতে নিয়ে গেছে। কোচ হান্সি ফ্লিকের অধীনে টানা দ্বিতীয়বার লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয় এতে বড় ভূমিকা রেখেছে। দুই বছরের বেশি সময় পর ক্যাম্প ন্যুতে ফেরার ফলে তাদের টিকিট ও ম্যাচ-ডের ক্ষতি কেটে গেছে, যা বছরে প্রায় ১০ কোটি ইউরোর ঘাটতি তৈরি করেছিল। রেকর্ড স্পনসরশিপ ও ই-কমার্স বিক্রির ওপর ভর করে বার্সেলোনাও এখন ১ বিলিয়ন ইউরো রাজস্বের দ্বারপ্রান্তে, যার ফলে রিয়ালের সঙ্গে তাদের ব্যবধান আগের চেয়ে কমে এসেছে। ২০২৬ সালের সবচেয়ে বড় সাফল্যের গল্পগুলোর একটি আর্সেনাল। পাঁচ ধাপ এগিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে ক্লাবটি। ব্র্যান্ড মূল্য বেড়েছে ২৮ শতাংশ, এখন ১৫০ কোটি ইউরো। ২২ বছর পর প্রিমিয়ার লিগ জেতা আর চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে ওঠা বদলে দিয়েছে ক্লাবের বাণিজ্যিক চিত্র। নতুন স্টেডিয়াম ও জার্সির দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ক্লাবটির রাজস্বকে প্রায় ৭৯ কোটি পাউন্ডের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। দুই ধাপ উঠে চার নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে জার্মান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ (১৭৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার)। সম্প্রচার, বাণিজ্যিক আয় ও ম্যাচ ডে আয়ের পাশাপাশি তাদের মাঠে সাফল্যও ছিল দারুণ। গত মরসুমে বুন্দেসলিগা, জার্মান কাপ ও জার্মান সুপার কাপ জিতে ঘরোয়া ট্রেবল পূর্ণ করেছে তারা। পঞ্চম স্থান ধরে রেখেছে পিএসজি (১৭৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার)। চ্যাম্পিয়নস লিগসহ একাধিক শিরোপা জিতলেও লিগ আঁর সীমিত বৈশ্বিক আকর্ষণ তাদের ব্র্যান্ড বৃদ্ধিকে কিছুটা আটকে রাখছে। ব্র্যান্ড মূল্য বাড়লেও র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি (১৭০ কোটি ৯০ লাখ ডলার, তিন নম্বর থেকে এখন ছয় নম্বরে), লিভারপুল (১৬৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার, চার থেকে এখন সাতে) ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের (১৬৫ কোটি ৯০ লাখ ডলার, সাত থেকে আটে)। মানে প্রতিদ্বন্দ্বীরা আরও দ্রুত এগিয়েছে। সিটির ক্ষেত্রে ইউরোপে কম সাফল্য ও পেপ গার্দিওলার বিদায় আয় বৃদ্ধির গতি কমিয়েছে। লিভারপুলের মরসুম ভালো না গেলেও তাদের বৈশ্বিক ব্র্যান্ড শক্তি মোটামুটি স্থিতিশীল থেকেছে। চেলসি (১১০ কোটি ১০ লাখ ডলার) তাদের নবম স্থান ধরে রাখলেও মাঠের ভেতরের এবং কোচিং স্টাফের অস্থিরতায় বাণিজ্যিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে। আর দীর্ঘ এক দশক পর বিশ্বের সেরা ১০টি মূল্যবান ক্লাবের তালিকায় ফিরে এসেছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড (৭৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার)। সম্প্রচার স্বত্ব, টিকিট ও মার্চেন্ডাইজিং থেকে আসা আয় ক্লাবটিকে আবারও অভিজাতদের কাতারে নিয়ে এসেছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com